

শরহুল আরবাইন

ইমাম নববির  
চল্লিশ হাদিস



ইমাম নববি রহ.

ইমরান ইবনে আনওয়ার  
অনূদিত

শরহুল আরবাস্টিন  
ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

মূল

ইমাম মুহিউদ্দিন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনুশ শরফ নববি রহ.  
(৬৩১ – ৬৭৬ হি.)

অনুবাদ

মুহাম্মদ ইমরান ইবনে আনওয়ার

তাকমীল, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা  
বিএ অনার্স, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়  
আরবি শিক্ষক, জামিয়া দ্বীনিয়া দারুল হিদায়াহ, চট্টগ্রাম

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

সিনিয়র মুহাদ্দিস, শেখ জনুরুদ্দীন দারুল কুরআন মাদরাসা,  
চৌধুরীপাড়া, ঢাকা



মাকতাবাতুল দূর



## উৎসর্গ

প্রাণপ্রিয় মাতৃপ্রতিম প্রতিষ্ঠান  
জামিয়া রশিদিয়া আযিযুল উলূম,  
রাণীর বাজার, কুমিল্লা।

## শুকরিয়া কথন

আলহামদুলিল্লাহ। বহু প্রতীক্ষার পর ‘শরহুল আরবাঈন’ ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীস’-এর ভূমিকা লিখতে বসেছি। এই কিতাবের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রথম বর্ষে অধ্যয়নকালে। এতে আমাদের কোর্স শিক্ষক ছিলেন, ই.বি.তে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ড. নুরুল আমিন নূরী। কালের আবর্তনে বিষাদময় দিনগুলো যখন কাটছিল, ঠিক সে সময় ড. নুরুল আমিন নূরীর মাধ্যমে এ কিতাবের একটি প্রাচীন নুসখা হাতে পাই। এতে ইমাম নববি রহ. এর শরাহ সংযুক্ত ছিল। ছাত্রসূলভ দৃষ্টিতে আদ্যোপান্ত পাঠ করার পর খুবই উপকারী বলে মনে হয়েছে।

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে অনুবাদের কাজ শেষ করে উস্তায়ে মুহতারাম মাওলানা ফখরুল ইসলাম দা. বা. এর সামনে কিতাবটি পেশ করি। তিনি তা নিরীক্ষণ করে অতি মূল্যবান কিছু পরামর্শ দান করেন এবং কিছু দুশ্রাপ্য ও বিরল হাদিসের তাখরিজ করে দিয়েছেন। এ ছাড়া অধিকাংশ হাদিসের তাখরিজ বন্ধুবর সাবেত চৌধুরী করে দিয়েছেন। এর প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ হাদিস কুতুবে সিদ্দাহ ও অন্যান্য গ্রহণযোগ্য কিতাবে রয়েছে। আরো কিছু হাদিস ইমাম নববি রহ. হাদিসে উল্লিখিত শব্দে বর্ণনা করেননি; নিজ ভাষায় উল্লেখ করেছেন। আমার সহপাঠী মাওলানা আব্দুল হান্নান ও সাবেত চৌধুরী ভাষার প্রাঞ্জলতার ব্যাপারে বেশকিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

এই গ্রন্থে অনুসৃত বানানরীতির ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতির দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। দু’ বাংলার ভাষা শৈলীতে বিস্তর পার্থক্য থাকায় বানানরীতিও ভিন্ন ভিন্ন। তবে, এ দেশের আলেম সমাজ ও ধর্মীয়



গ্রন্থের অনেক প্রণেতা আরবি ভাষার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করেন। তাই বহুল প্রচলিত কয়েকটি শব্দে (যেমন, দ্বীন) সম্পাদকের জোর আপত্তি উপেক্ষা করার সাহস পাইনি।

প্রকাশকের হাতে তুলে দেওয়ার আগে উস্তাযুল হাদিস হযরত মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ দা. বা. বেশকিছু দিন সময় নিয়ে এ কিতাব পর্যালোচনা করে অতি মূল্যবান দোয়াসূচক অভিমত লিখে দিয়েছেন। তিনি হাদিসের বিবিধ বিষয় নিয়ে খেদমতের প্রতি উলামা সমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন।

এই কিতাবের যা কিছু পূর্ণতা ও কল্যাণ, সবই ইমাম নববি রহ. এর ওসিলায় আল্লাহর প্রতি নিবেদিত। আর যাবতীয় অপূর্ণতা অধর্মের প্রতি সম্পৃক্ত।

পরিশেষে, এই কিতাবের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল।

মহান আল্লাহ তাআলা একে সকলের নাজাতের উসিলা বানান। আমিন।

বিনীত

মুহাম্মদ ইমরান ইবনে আনওয়ার

আরবি শিক্ষক, জামিয়া দ্বিনিয়া দারুল হিদায়াহ,

চট্টগ্রাম।

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা-এর উস্তাযুল হাদিস, দারুল উলূম  
মিফতাহুল উলূম বাড়ডা, ঢাকা-এর শাইখুল হাদিস,

হযরত মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ দা. বা.-এর

## অভিমত

الحمد لله الذي جعلنا من عباده الذين اصطفى أمنا.

মাননীয় শ্রী ফকির আলী হাফিজের আশ্রয় অর্থে মুকদ্দমার  
এই আশ্রয় সংক্রান্ত ও চিত্রের ২৭ অনুচ্ছেদে লিখিত, এই-  
কথা যুক্তি যুক্তি অনুসরণ করে ফকির-সুন্নাহে তাহসুনী (মদ্রু  
আজ্জাম হিদায়েত), তার মতে নির্দিষ্ট মেসজিদে হুজুর,  
আবদিক ও তৈয়্যিহ চিত্র ফকিরে চিত্রিত না হওয়া  
যা না, কুর্সি হাদীসে ফিকরহে হাফে কাত আশ্রয়।  
এক আশ্রয়টি নাম কোম-আল-আবদিক, এক না একাধিক  
চিত্র চিত্রকার হাদীস। অতীত সংক্রান্ত আবদিক হাফে  
এক একক কাত আবদিকের মতে এক একটি চিত্র  
আবদিক হাফে ইমাম নবী হাফে এক আবদিক, ২৭-  
‘ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস’ নাম অনুদিত হাফে পাঠক  
হাফে মদ্রু

আবদিক-এ সংক্রান্ত ফিকর অনুসরণ করে আবদিক  
কোম একক হাফে পাঠক। আবদিক কতি সংক্রান্ত অনুসরণ  
এই হাফে পূর্ণ হাদীসে আবদিক মেসজিদে হাদীস এই ফিকর  
পাঠি আবদিক আবদিকের দুই আবদিক ফকির, আবদিক কোম  
সংক্রান্ত চিত্র মেসজিদে ফকির ফকির, চিত্র, চিত্র ও আবদিক, ২৭  
চিত্রে মেসজিদে ফকির আবদিক-এ ফকির, আবদিক

ما فرغنا من الحمد لله رب العالمين.

স্বাক্ষর  
আবু সাবের আব্দুল্লাহ  
২৫/১২/২০১৮ খ্রি.



## সম্পাদকের কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ

পার্থিব জীবনের স্বল্পদিনের এই জিন্দেগী পাড়ি দিয়েই মানুষকে পদার্পণ করতে হয় পরকালের অনন্ত অসীম জীবনে। সে জীবনের সঞ্চয় ক্ষেত্র হল দুনিয়ার এ জীবন। তাই কঠিন এক পরীক্ষার মাঝ দিয়ে মানুষকে পাড়ি দিতে হয় এ জীবন। কিন্তু আজকের পৃথিবী তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে চরম এক বিভৎস ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে। হায়েনাবৎ জঘন্য প্রবৃত্তি জন্ম নিচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের মাঝে। এই বিভ্রান্ত মানব সমাজকে রক্ষার জন্য কুরআন-সুন্নাহর রাহনুমায়ী অপরিহার্য। কেননা দ্বীন ইসলাম মানব জাতির মুক্তির সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা! কুরআন সুন্নাহ মানুষের জীবন চলার পথ নির্দেশিকা! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত জীবন পরিচালনা করলে ইহলৌকিক জীবন হবে জটিলতা মুক্ত, সুশীল ও পরিমার্জিত এবং পরলৌকিক জীবনে অর্জিত হবে মহামুক্তি ও জান্নাতের অনাবিল সুখের আবাস!

গোটা পৃথিবী যখন সভ্যতা বিবর্জিত ছিল ইসলামই তখন সভ্যতার পথ দেখিয়েছিল। আরবের জাহেলী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও হতাশাগ্রস্ত অসভ্য এক জাতি “ইসলাম ধর্ম, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করেই বিশ্বজয়ী সভ্যতার পতাকাবাহী হিসাবে পরিণত হয়েছিল। কিয়ামত পর্যন্ত সকল বিভ্রান্ত, হতাশ মানুষের জন্য ইসলাম ধর্মে ও তাঁর জীবন আদর্শে রয়েছে সঠিক পথ নির্দেশনা। যার অনুসরণের মাঝেই নিহিত রয়েছে মানুষের প্রকৃত সফলতা।

ইমাম নববি রহ. এর “আল-আরবাব্বীন” নামক গ্রন্থে জীবনঘনিষ্ঠ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। সর্বকালেই এই গ্রন্থটি দ্বীনদার ও

আলেম সমাজের কাছে জনপ্রিয় ও সমাদৃত ছিল। আমার ছাত্র, তরুণ আলেমেদ্বীন মাও. ইমরানের “আল-আরবাইন” নামক গ্রন্থের অনূদিত পাণ্ডুলিপি “ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস” পাঠ করে আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি। গ্রন্থটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে রাহনুমায়ী করার চেষ্টা করেছি। দুআ করি, আল্লাহ তাকে এই পরিশ্রমের পূর্ণাঙ্গ জাযা দান করুন এবং দ্বীনের স্বার্থে অব্যাহত কলম চালিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম

মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম  
৩০/১/২০১৮-২

উস্তাযুল হাদিস-শেখ জনূরুদ্দীন র.

দারুল কুরআন চৌধুরীপাড়া মাদরাসা।

ইমাম ও খতীব, খিলগাঁও চাঁন জামে মসজিদ, ঢাকা।



## সূচিপত্র

সংকলক পরিচিতি	১৪
ইমাম নববি রহ. এর ভূমিকা	১৬
সমস্ত কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল	২১
দ্বীনের স্তরসমূহ	৩৯
ইসলামের রুকনসমূহ	৫৩
মানব সৃষ্টির পর্যায়সমূহ	৫৭
ইসলামে নবোদ্ভাবনের নিষেধাজ্ঞা	৬৩
সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা তাকওয়ার দাবি	৬৫
দ্বীন সৎ পরামর্শ ও নিষ্ঠার নাম	৭১
মুসলমানের মর্যাদা	৭৮
অধিক প্রশ্নের নিষেধাজ্ঞা	৮১
হালাল ও পবিত্র বিষয়কেই অবলম্বন করা	৮৭
সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার	৯১
ইসলামের সৌন্দর্য	৯২
ঈমানের পূর্ণতা	৯৭
মুসলমানের প্রাণদণ্ডের প্রেক্ষাপট	১০০
অতিথিপরায়ণতা	১০২
ক্রোধের কদর্য	১০৯
প্রাণিকুলের প্রতি দয়া ও নম্রতা	১১৩
উত্তম স্বভাব ও সচ্চরিত্র	১১৫
তাকদির ও খোদায়ি ফায়সালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন	১২১
লজ্জা ঈমানের অঙ্গ	১২৮
ইসলামের প্রতি অবিচলতা	১৩০
জান্নাতের সহজ পথ	১৩২
যাবতীয় কল্যাণ ও শুভার্থের সমাহার	১৩৩

মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ	১৩৯
যিকরের ফযিলত	১৪৫
কল্যাণার্জনের বহুবিধ পন্থা	১৪৭
পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা	১৪৯
সুন্নাহ গ্রহণের অপরিহার্যতা	১৫৩
কল্যাণ অর্জনের উপায়	১৫৫
শরিয়তের সীমা যথাযথ সংরক্ষণ	১৫৮
দুনিয়াবিরাগের মর্মার্থ	১৫৯
অনিষ্ট ও ক্ষতিসাধনের নিষেধাজ্ঞা	১৬৫
বিচারকার্যে প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব	১৬৭
অসৎকাজে বাধাপ্রদান ঈমানের অঙ্গ	১৭২
মুসলমানগণ পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ	১৭৫
মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ	১৭৯
সৎকর্মে উদ্বুদ্ধকরণ	১৮৮
আল্লাহর ইবাদত করা ভালবাসা ও নৈকট্য লাভের উপায়	১৯১
ভুল-ত্রুটিতে ক্ষমা প্রদর্শন	১৯৫
এ পৃথিবী পরকাল বিনির্মাণের ক্ষেত্র	১৯৬
ঈমানের নিদর্শন	২০০
আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার প্রশস্ততা	২০৪



## সংকলক পরিচিতি

ইলমে হাদিসের প্রখ্যাত ইমাম, হাফেযে হাদিস, মুহিউদ্দিন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মিররি ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জামুআহ ইবনে হিয়াম নববি। যিনি ইমাম নববি নামে সমধিক পরিচিত। তার জীবনকাল (৬৩১-৬৭৬ হি.) মোতাবেক (১২৫৫-১৩৫০) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

তিনি হাদিস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ও মান্যবর ইমামগণের অন্যতম। হাদিস ও ফিকহের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থযোগ্য রচনা ও সংকলন রয়েছে। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হল:-

১. কিতাবুল আরবাজিন। (এই কিতাবটি)
২. রিয়াদুস সালিহীন।
৩. আত্ তাকরীব ওয়াত তাইসীর লিমা 'রিফাতি সুনানিল বাশিরিন নাযীর ফী উসূলিল হাদিস।
৪. হিলয়াতুল আবরার ওয়া শিআরুল আখইয়ার ফী তালখীসিদ দাওয়াতি ওয়াল আযকারিল মুস্তাহাববাতি ফিল লাইলি ওয়ান নাহার।
৫. আল মাজমু' শরহুল মুহাযযাব।
৬. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত।
৭. তাহরীরুত তানবিহ।
৮. আল আযকারুল মুনতাখাবাহ মিন কালামি সাইয়্যিদিল আবরার।
৯. আত তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন।
১০. আদাবুল ফাতাওয়া ওয়াল মুফতি ওয়াল মুস্তাফতি।

১১. আত তারখীস বিল কিয়াম লিয়াওয়িল ফাদলি ওয়াল মিয়্যাতি মিন আহলিল ইসলাম ।
১২. মাতনুল ঈযাহ ফিল মানাসিক ।
১৩. মিনহাজুত তালেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতিঈন ফী ফিকহিল ইমাম আশ শাফেয়ী ।
১৪. মা তামুসসু ইলাইহি হাজাতুল কারি লি সাহিহিল বুখারি ।
১৫. আল মিনহাজ ফী শারহি সাহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ ।
১৬. শারহু সুনানি আবী দাউদ ।
১৭. শরহু সাহিহিল বুখারি ।
১৮. মুখতাসারু সুনানিত তিরমিযি ।
১৯. তাবাকাতু শাফেইয়্যাহ ।
২০. বুসতানুল আরেফিন ।
২১. রাওয়াতুত তালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতিঈন ।



## ইমাম নববি রহ.-এর ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আসমান যমিনের নিয়ন্ত্রক, সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রশাসক, রাসুলগণের প্রেরক আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলগণের প্রতি, অকাট্য দলিল ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে দ্বীনের নিয়ম-কানুন বিশ্লেষণ ও মানবসমাজের পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে। আল্লাহ তাআলার সমগ্র নেয়ামতরাজির বদৌলতে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তার অনুগ্রহ ও দয়ার অধিক মাত্রা কামনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। পরাক্রমশালী, সর্বোত্তম দাতা, অতিশয় ক্ষমাশীল। আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর বান্দা, রাসুল, প্রিয়তম-প্রেমাস্পদ এবং সর্বোত্তম মানব বলে সাক্ষ্য প্রদান করছি। সময়ের পরিক্রমায় চলমান মুজিয়া, সম্মানিত ও মর্যাদাশীল কুরআন এবং সৎপথ-প্রার্থীদের উজ্জ্বলতম আদর্শ দ্বারা তিনি মর্যাদাবান। সমৃদ্ধবাণীর কথক ও দ্বীনের মহানুভবতায় তিনি গুণবান।

আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি ও সমগ্র নবি-রাসুলগণের প্রতি, সকল সুধীজন ও তাঁর মহান পরিবারবর্গের প্রতি।

হামদ ও সালাতের পর, আলী ইবনে আবী তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মুআয ইবনে জাবাল, আবু দারদা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আববাস, আনাস ইবনে মালিক, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী রা. প্রমুখের সূত্রে বহু সনদে বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমার উম্মতের স্বার্থে তাদের দ্বীনি বিষয়ে চল্লিশটি হাদিস মুখস্থ করবে, আল্লাহ

তাকে কিয়ামতের দিবসে ফুকাহা ও ওলামায়ে কেরামের আসরে পুনরুত্থিত করবেন।<sup>১</sup>

হযরত আবু দারদা রা.-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষ্যদাতা হব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তাকে ফকিহ ও আলিম হিসেবে পুনরুত্থিত করবেন।<sup>২</sup>

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, তাকে বলা হবে, তোমার অভিপ্রায় মোতাবেক জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।

\*ইবনে ওমর রা. এর বর্ণনায় আছে, তাকে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য করা হবে আর শুহাদায়ে কেরামের আসরে সমবেত করা হবে।<sup>৩</sup>

বহুসূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হলেও সকল হাফেযে হাদিস একে যঈফ বা দুর্বল বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তথাপিও ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে অসংখ্য সংকলন তৈরি করেছেন। আমার জানামতে, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক সর্বপ্রথম এ বিষয়ে সংকলন তৈরি করেন। পরবর্তীতে আলেমে রাব্বানী মুহাম্মদ ইবনে আসলাম তুসী, হাসান ইবনে সুফিয়ান নাসায়ী, আবু বকর আজিররী, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আসফাহানী, দারাকুতনী, হাকেম, আবু নুআঈম, আবু আবদুর রহমান সুলামী, আবু সাঈদ মালীনী, আবু উসমান সাবুনী, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আনসারী, আবু বকর বায়হাকী প্রমুখ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু ওলামায়ে কেরাম এরূপ সংকলন তৈরি করেছেন।

এ সকল জ্ঞানী ও ইসলামের রক্ষক ইমামবৃন্দের পথ ধরে চল্লিশ হাদিস সংকলনের ব্যাপারে আমি আল্লাহর আশিস কামনা করছি। তাছাড়া

#### ১. সুনানে বায়হাকী।

২. وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما حد العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيها ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من حفظ على أمتي أربعين حديثا في أمر دينها ، بعثه الله فقيها ، وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا " مشكاة المصابيح « كتاب العلم ٢٥٨

#### ৩. সুনানে বায়হাকী।



ওলামায়ে কেরাম তো ফযিলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদিস আমলে আনার বৈধতার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং এ হাদিসের প্রতি আমার আস্থা কেন থাকবে না? বরং সহিহ হাদিসসমূহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী রয়েছে,

لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ.

তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তির যেন অনুপস্থিতদের কাছে তা পৌঁছে দেয়।<sup>৪</sup>

অনুরূপ তার আরেকটি বাণী রয়েছে,

نَصَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ

যে আমার বাণী শ্রবণ করে অনুরূপ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, আল্লাহ তাকে উজ্জলতা দান করুন।<sup>৫</sup>

তাছাড়া ওলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে যারা চল্লিশ হাদিস গ্রন্থিত করেছেন, তাদের কেউ দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে, কেউ শাখাগত বিষয়ে, কেউ জিহাদ সম্পর্কে, আবার কেউ দুনিয়াবিরাগের বিষয় নিয়ে, কেউ শিষ্টাচার বিষয়ে, কেউ খুতবা পাঠের প্রয়োজনে। সন্দেহ নেই, সবগুলো উদ্দেশ্যই ভাল। আল্লাহ এহেন অভিপ্রায়ীগণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তবে আমি এসবের চেয়েও গুরুত্ববাহী কোন অভিপ্রায়ে চল্লিশ হাদিস সংকলনের কথা ভেবেছি। আর তা হল, উক্ত সকল বিষয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন।

এর প্রত্যেকটি হাদিসই দ্বীনের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। অনেক ওলামায়ে কেরাম একে সমগ্র ইসলাম, তদর্ধাংশ বা এক-তৃতীয়াংশের ভিত্তিরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ১০৫, ৬৭, ১৭৪১, সহিহ মুসলিম, ১৬৭৯, সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৩৩, সুনানে দারেমি, ১৯৫৭, মুসনাদে আহমদ, ২০৩৮৬।

৫. জামিউত তিরমিযি, ২৬৫৮, সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৩২, মুসনাদে আহমাদ, ৪১৫৭।

তদুপরি, এই চল্লিশ হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে আমি সূত্রগত বিশুদ্ধতার অপরিহার্যতার নীতি অবলম্বন করেছি। এর সিংহভাগই হাদিস শাস্ত্রের দুই বিশুদ্ধতম গ্রন্থ সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বিদ্যমান রয়েছে।

আয়ত্তকরণের সুবিধা ও ব্যাপক উপকারিতার স্বার্থে আমি এগুলোকে সনদবিলুপ্তরূপে উল্লেখ করেছি। প্রতিটি হাদিসের শব্দ থেকে প্রচ্ছন্নভাবে শিরোনাম চয়ন করে অধ্যায়ের অনুবর্তী করে দিয়েছি।

পরিশেষে, সকল আগ্রহী ব্যক্তির করণীয় হল, এ হাদিসগুলোর গুরুত্ববহতা ও সব ইবাদতের প্রতি নির্দেশনা সম্বলিত হওয়ার কথা বিবেচনা করে এগুলো শেখা ও আয়ত্ত করা। চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে এটি স্বীকৃত।

একমাত্র আল্লাহর প্রতিই আমার আস্থা ও ভরসা এবং তাঁর প্রতিই অর্পণ ও ইহদা। তাঁর উদ্দেশ্যেই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। তাঁর পক্ষ থেকেই তাওফিক ও নিরাপত্তা।



## ০৯. প্রথম হাদিস

### সমস্ত কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

অনুবাদ: আমিরুল মুমিনীন আবু হাফস ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি; সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রতিটি মানুষের তা-ই প্রাপ্য, যা সে নিয়ত করে। সুতরাং যে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি লাভের অভিপ্রায়ে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পরিগণিত হবে। আর যার হিজরত পার্থিব কোন বিষয় সিদ্ধি কিংবা কোন রমণীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই পরিগণিত হবে।<sup>৬</sup>

ব্যাখ্যা: এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিয়তই আমলের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড। নিয়ত বিশুদ্ধ হলে আমলও বিশুদ্ধ হবে। আর নিয়ত অশুদ্ধ হলে আমলও অশুদ্ধ হয়। সুতরাং আমল বাস্তবরূপে অনুঘটিত হওয়া ও তার সাথে নিয়ত যুক্ত হওয়ার তিনটি অবস্থা বেরিয়ে আসে।

৬. সহিহ বুখারি-হাদিস নং-১,৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩ ও সহিহ মুসলিম-হাদিস নং-১৯০৭।

যথা:

১. আল্লাহর ভয়ে আমল করা। এটি বিনয়ী বান্দার ইবাদত।
২. জান্নাত লাভের প্রত্যাশায় আমল করা। এটি মুনাফালোভী বান্দার ইবাদত।
৩. আল্লাহর প্রতি লজ্জাবনত হয়ে বন্দেগীর মর্ম প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা আদায়ের উদ্দেশ্যে আমল করা। তবুও নিজেকে তুচ্ছ ভেবে ভয়ে থাকা। কারণ, তা কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কিছুই জানা নেই। আর এটিই পুণ্যবান ব্যক্তির ইবাদত।

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا».

হযরত মুগিরা বিন শু'বাহ থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিকালে নামায আদায় করতে করতে দুপা ফুলিয়ে ফেললে হযরত আয়েশা রা. বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সব বিচ্যুতি মাফ করে দিয়েছেন, তবুও আপনি এত কষ্ট করছেন কেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করব না? একথা বলে তিনি মূলত এ প্রকার ইবাদতের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন।<sup>১</sup>

প্রশ্ন হতে পারে, কবুল না হওয়ার আশংকা নিয়ে ইবাদত করা উত্তম নাকি কবুল হওয়ার আশা নিয়ে ইবাদত করা উত্তম?

উত্তরে ইমাম গায়ালী রহ. এর বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি বলেন, “কবুল হওয়ার আশা নিয়ে ইবাদত করার ফলে অন্তরে আল্লাহর প্রতি

১. জামিউত তিরমিযি, হাদিস নং-৪১২, মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-১৮১৯৮, ১৮২৩৮, ১৮২৪৩, সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং-১৬৪৪, সহিহ বুখারী, হাদিস নং-১১৩০, ৪৮৩৬, ৬৪৭১, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২৮১৯, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-১৪১৯।



ভালোবাসা লাভ হয়। আর ভয় নিয়ে ইবাদত করলে অন্তরে আল্লাহর ঐকান্তিক আনুগত্য সৃষ্টি হয়। সুতরাং কবুল হওয়ার আশা নিয়ে ইবাদত করা উত্তম।”

আমলের সাথে নিয়ত সংযুক্তির এ তিন অবস্থা শুধুমাত্র একনিষ্ঠ ইবাদতকারীদের জন্য।

জেনে রাখা উচিত, অহংকার কখনো ইখলাস বা একনিষ্ঠতার পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। সুতরাং যে নিজের আমাল নিয়ে গরিমা করে, তার আমল বরবাদ হয়ে যায়। তদ্রূপ অহংকার করলেও আমল ধ্বংস হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অবস্থা হল, দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি অর্জনের অভিপ্রায়ে আমল করা। এক্ষেত্রে কতিপয় আলেমের অভিমত হল, তার আমল প্রত্যাখ্যাত। এ বিষয়ে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন। তিনি বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ».

“আমি সকল অংশিদার থেকে মুক্ত। যে আমার সাথে অন্যকে অংশিদার সাব্যস্ত করে কোন আমল সম্পাদন করে, তার ব্যাপারে আমি দায়িত্বহীন।” এ মত ব্যক্ত করেই হারিস মুহাসিবী কিতাবুর বিআয়াহ নামক গ্রন্থে লিখেন, অন্য কারো আনুগত্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে ইবাদত করার নামই ইখলাস বা একনিষ্ঠতা।<sup>১</sup>

**রিয়া বা লৌকিকতা দু ধরনের**

যথা:- ১. শুধুমাত্র মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই ইবাদত করা।

২. আল্লাহ ও মানুষ উভয়কে দেখানোর জন্য ইবাদত করা।

৮. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ২৯৮৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২০২, মুসনাদে আহমদ, ৭৯৯৯, ৮০০০।

উভয়টিই আমল ধ্বংসকারী। হাফেযে হাদিস আবু নুআইম হিলয়াতুল আউলিয়া নামক কিতাবে কতিপয় সালাফ থেকে এমনটিই বর্ণনা করেছেন। আবার পূর্ববর্তীদের অনেকেই আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা এ কথার প্রমাণও পেশ করেন।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ①

তিনি মহাপরাক্রমশালী, বড়ত্বের অধিকারী, অংশিদারিত্ব থেকে পবিত্র।<sup>১</sup>

যেহেতু তিনি স্ত্রী, সন্তান ও অংশিদার থেকে পবিত্র, তেমনি তাঁর সাথে শরিককৃত কোন আমল গ্রহণ করা থেকেও তিনি পবিত্র। অতএব, তিনি সুউচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ, সুমহান ও বিশালতার অধিকারী।

ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দী রহ. বলেন, যে আমল শুধুমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তা কবুল হয়ে যায়। আর মানুষের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত আমল প্রত্যাখ্যাত। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আরোপিত ফরয আদায়ের উদ্দেশ্যে যোহর নামায আদায় করে আর লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে যাবতীয় রোকন-কেরাআত দীর্ঘায়িত করে ও সুন্দর শৈলীতে সম্পাদন করে, তবে মূল নামায কবুল হয়ে যাবে। তবে লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে তার দীর্ঘায়িতকরণ ও সৌন্দর্য প্রদান কবুল হবে না। কেননা, এর দ্বারা সে লোকবাহবা অর্জনই কামনা করেছে।

লৌকিকতার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ নামায আদায়কারী ব্যক্তি সম্পর্কে শায়খ ইযযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যেহেতু আমলের গৌণ অবস্থার মাঝে শিরক পাওয়া গেছে, তাই সম্পূর্ণ আমল বাতিল হবে না বলে আমি আশাবাদী। তবে যদি আমলের মৌল

১. সূরা হাশর, আয়াত-২৩



অবস্থার মাঝে শিরক পাওয়া যায়, তথা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে এবং লৌকিকতা প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে ফরয নামায আদায় করে, তবে মৌলিকতার মাঝে [তথা দীর্ঘায়িত করা, রোকন-কেরাত সুন্দরভাবে আদায় করা] শিরক থাকার দরুণ নামায কবুল হবে না। লৌকিকতা যেমন আমল সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্ভব। তদ্রূপ, আমল বর্জনের ক্ষেত্রেও সম্ভব। অর্থাৎ, লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা ও আমল না করা দু'টোই সম্ভব।

ফুযাইল ইবনে আয়ায রহ. বলেন, “মানুষকে দেখানোর অভিপ্রায়ে আমল থেকে বিরত থাকাই লৌকিকতা। আর একই উদ্দেশ্যে আমল সম্পাদন করাই শিরক। উভয়টি থেকে আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে মুক্ত রাখাই হল ইখলাস বা একনিষ্ঠতা।”

ফুযাইল ইবনে আয়ায রহ. এর উক্ত বাণীর সারমর্ম হল, কোন ব্যক্তি প্রথমে একটি আমলের নিয়ত করে মানুষ তা দেখে ফেলবে- এ আশংকায় তা বর্জন করলেও লৌকিকতার অধিকারী বলে গণ্য হবে। কেননা, সে মানুষের উদ্দেশ্যে আমল বর্জন করেছে। তবে উক্ত ইবাদতটি যদি ফরয ইবাদত না হয়, বা ওয়াজিব যাকাত না হয়, এবং লোকটি অনুসরণীয় আলেম না হয়, তাহলে তা নিভূতে আদায় করার উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করলে মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রকাশ্যে ইবাদত করাই উত্তম।

এ ছাড়াও লৌকিকতা প্রদর্শন যেমনিভাবে আমল বরবাদকারী, তেমনি খ্যাতিপ্রবণতাও আমল ধ্বংসকারী। খ্যাতিপ্রবণতা মানে নিভূতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করে পরবর্তীতে লোকদের কাছে তা তুলে ধরা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ سَمَعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ».

“যে খ্যাতির উদ্দেশ্যে নিজের আমলের কথা লোকদেরকে শোনায়, আল্লাহ তার আমল শুধু লোকদেরকে শুনিয়েই ক্ষান্ত হবেন এবং যে মানুষকে

দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ তার আমলকে শুধুমাত্র মানুষকে জানিয়েই ক্ষান্ত হবেন।”<sup>১০</sup>

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যদি সে ব্যক্তি মান্যবর আলেম হয়, লোকদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ও উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে তা আলোচনা করে, তবে কোন অসুবিধা নেই।

মারযুবানী রহ. বলেন, নামায আদায়কারীর আমল কবুল হওয়ার জন্য চারটি গুণাবলি থাকা আবশ্যিক। যথা:

১. নামায আদায়কারীর একাগ্রতা ও পূর্ণ মনযোগ থাকা।
২. ব্যক্তির বিবেক ও সচেতনতা সম্পূর্ণরূপে নামাযে প্রয়োগ করা।
৩. নামাযের রুকনগুলো স্থিরতা ও বিনয়ের সাথে আদায় করা।
৪. নামায আদায়কারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা।

সুতরাং যে একাগ্রতাবিহীন নামায আদায় করে, সে অহেতুক নামায আদায়কারী। আর যে বিবেকের উপস্থিতি ব্যতিরেকে নামায আদায় করে, সে ত্রুটিযুক্ত নামায আদায়কারী। আর যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা ব্যতীত নামায আদায় করে, সে অশুদ্ধ নামায আদায়কারী। আর এ সকল বিষয়ের সমন্বয়ে যে নামায আদায় করে, সেই পূর্ণাঙ্গ নামায আদায়কারী।

“সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।” এ বাক্য দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র মানুষের ইবাদতমূলক কর্মকাণ্ডসমূহ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মুবাহ তথা মানুষের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডসমূহ উদ্দেশ্য করেননি।

ইমাম হারিস মুহাসিবী রহ. বলেন, মুবাহের মধ্যে ইখলাস অন্তর্ভুক্ত হয় না। কেননা, ইখলাসের বিধান স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডসমূহকে আওতাভুক্ত করে না এবং তার সে পরিধিও নেই। উদাহরণত বিশেষ কোন উদ্দেশ্য

১০. সহিহ বুখারি, ৬৪৯৯, ৭১৫২, সহিহ মুসলিম, ২৯৮৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২০৭, মুসনাদে আহমদ, ১৮৮০৮।



ছাড়া এমনিতেই বসবাসের উদ্দেশ্যে ভবন নির্মাণ করা। এতে ইখলাস সম্পর্কিত নীতিমালা প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে উক্ত নির্মাতার ইখলাস থাকা না থাকার বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে না এবং উক্ত কর্মের দরুণ সে কোন সাওয়াবও পাবে না। তবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে হয়ে থাকলে ইখলাসের নীতিমালা প্রযোজ্য হবে এবং সেটি মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে মানুষের সকল স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড নিয়তের ভিত্তিতে ইবাদত বলে গণ্য হতে পারে। যথা : মসজিদ, গরিব ও দুস্থ মানুষের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভবন নির্মাণ করলে অথবা পারাপারের জন্য সাঁকো নির্মাণ করলে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

হারিস মুহাসিবী রহ. আরো বলেন, হারাম ও মাকরুহের মধ্যে ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার নীতিমালা প্রযোজ্য হওয়ার কোন অবকাশ নেই। যেমন: কোন ব্যক্তি হারাম বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে আল্লাহর কুদরত ও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার দাবি করলে এতে ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার নীতিমালা প্রযোজ্য হওয়ার অবকাশ থাকে না। উদাহরণত: শুশ্রূষাবিহীন সুশ্রী বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এহেন দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সর্বাবস্থায়ই এটি একটি গর্হিত ও নিষিদ্ধ কর্ম বলে গণ্য হবে।

তিনি আরো বলেন, প্রকাশ্য-গোপন, আড়াল-সম্মুখের সমতা বান্দার আমলের গুণাগুণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সততার মানদণ্ড। আমলের এরূপ সততা সর্বাবস্থায় ও সকল প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য। এমনকি একনিষ্ঠতার মানদণ্ডেও সততা যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। (অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে যে রূপ ধীরস্থিরভাবে ও সুন্দর শৈলীতে আমল সম্পাদন করে, গোপনেও সেরূপ সুন্দরভাবে আদায় করলে উক্ত আমলটি সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে।) তবে সততার মানদণ্ডে একনিষ্ঠতা যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

আনুগত্য বা আমলের মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশাই একনিষ্ঠতার প্রকৃত মর্ম। সুতরাং কখনো এমন হয়, নামায দ্বারা আল্লাহর



সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য হলেও আদায়কারী এর একনিষ্ঠতা থেকে উদাসীন থাকে। আর বান্দার অন্তরকে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট রেখে ইবাদত করার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা পোষণ করাই সততা। অতএব, প্রত্যেক সততাধারী বান্দাই একনিষ্ঠ বান্দা। কিন্তু সকল একনিষ্ঠ বান্দা সততাধারী নয়। এটিই আল্লাহর সাথে বান্দাহর মিলন-বিচ্ছেদের মর্ম। কেননা, নামায আদায়কারী বান্দা এ আমলের মাধ্যমে গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ভিন্ন অপর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ অভিমুখি হওয়ার মাধ্যমে তাঁর সাথে মিলিত হয়ে থাকে। একেই বলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থেকে বিমুখতা ও আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ হওয়া।

“সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল” এর বেশকিছু সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে।

১. সমস্ত আমলের বিশুদ্ধতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে, সমস্ত আমলের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের মানদণ্ড নিয়তের উপর নির্ভরশীল।
২. সমস্ত আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল।
৩. সমস্ত আমলের পরিপূর্ণতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল প্রভৃতি।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, শেষোক্ত সম্ভাবনাটি অধিক যুক্তিযুক্ত। (মানবজীবনের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের দুটি শ্রেণি বিভাগ রয়েছে। কিছু কর্মকাণ্ড অর্জনের শ্রেণিভুক্ত। যেমন: নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা। আর কিছু বর্জনের শ্রেণিভুক্ত। যেমন: ছিনতাইকৃত সম্পদ প্রত্যাপন করা, আরিয়াত ঋণচুক্তি রহিত করা, অপবিত্রতা দূরীভূত করা। হাদিয়া উপঢৌকন দান করা।) ইমাম আবু হানিফা রহ. বর্জনের শ্রেণিভুক্ত কর্মগুলোকে এ হাদিসের শেষোক্ত সম্ভাব্য অর্থের আওতাবহির্ভূত বলে গণ্য করেন। অর্থাৎ, তার মতে, এ শ্রেণির কর্মকাণ্ড পরিপূর্ণতা লাভের জন্য বিশুদ্ধতা নির্ণায়ক নিয়তের উপর নির্ভরশীল নয়। তবে এ জাতীয় কর্মের



ক্ষেত্রে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়তের উপর সওয়াব প্রাপ্তি নির্ভর করবে। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি যদি নিজ পশুকে খাবার দান করে, আর এতে সে আল্লাহর নির্দেশ পালনের নিয়ত করে, তবে সে সওয়াব পাবে। কিন্তু সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ত করে থাকলে সাওয়াব পাবে না।

ইমাম কারাফী রহ. উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। তবে এ বিধান থেকে তিনি মুজাহিদের বাহনকে ভিন্নতর আখ্যায়িত করে বলেছেন, মুজাহিদ যখন নিজ বাহনকে আল্লাহর রাহে যুদ্ধের নিয়তে বেঁধে রাখে, তখন যদি উক্ত সাওয়ারী পানি পান করে, মুজাহিদ একে পান করানোর ইচ্ছা না করলেও সাওয়াবের অধিকারী হবে। সহিহ্ বুখারিতে এমনটিই রয়েছে। তেমনিভাবে বিবাহ করা, ঘুমানোর সময় দরজা বন্ধ করা, বাতি নিভানো প্রভৃতির দ্বারা আল্লাহর আদেশ পালনের ইচ্ছা করলে সওয়াব পাবে। অন্য উদ্দেশ্য থাকলে সওয়াব পাবে না।

**জ্ঞাতব্য:** النَّيَّةُ নিয়তের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। যেমন- আরবি লোক সাহিত্যে বলা হয়ে থাকে

نَوَاكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ.

আল্লাহ তোমার প্রতি কল্যাণের নিয়ত করেছেন তথা ইচ্ছা করেছেন।

পারিভাষিক অর্থে: কোন কাজ সম্পাদনের সময়কালে তার সাথে ইচ্ছাকে সংযুক্ত করার নামই নিয়ত। সুতরাং কোন কাজ সম্পাদন করার পর ইচ্ছা করলে তা নিয়ত বলে গণ্য হবে না। বরং তা নিছকই একটি মানসিক কর্ম বলে বিবেচিত হবে। স্বাভাবিক আচার থেকে ইবাদতকে পৃথককরণ ও এক ইবাদতের তুলনায় অপরটির মর্যাদা নিরূপণের উদ্দেশ্যে নিয়তের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

স্বাভাবিক আচার থেকে ইবাদতকে পৃথককরণের উদাহরণ:- মসজিদে উপবেশন করার বিষয়টি কখনো অভ্যাসবশত বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে

আবার কখনো ইতিকাকের নিয়তেও হয়ে থাকে। তাই এক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিয়তই উভয়টির মাঝে পার্থক্য বিধান করে থাকে। অর্থাৎ, এতেকাকের নিয়তে বসলে ইবাদত আর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বসলে বিশ্রাম বলে গণ্য হবে। তেমনি, কখনো শারীরিক পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে আবার কখনো ইবাদতের উদ্দেশ্যেও গোসল করা হয়ে থাকে। তাই এক্ষেত্রেও শুধুমাত্র নিয়তই উভয়ের মাঝে পার্থক্য বিধায়ক। যে ব্যক্তি লৌকিকতা প্রদর্শন, অহংবোধ ও বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে লড়াই করে, তার সম্পর্কে রাসুল সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উপরোক্ত বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেন,

مَنْ قَاتَلَ لِكُفُونِ كَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

যে আল্লাহর বিধান সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে লড়াই করে,  
সেই আল্লাহর পথের লড়াকু।”

ইবাদতসমূহের মর্যাদাস্তর নিরূপণের উদাহরণ: কোন ব্যক্তি যদি মধ্যাহ্নে চার রাকাত নামায আদায় করে, তবে তা সে ফরয হিসেবে আদায় করল না সুন্নত হিসেবে আদায় করল, এ বিষয়টিও নিয়তের মাধ্যমেই নির্ণিত হবে। তদ্রূপ, গোলাম আযাদ করা কখনো কাফফারারার উদ্দেশ্যে হয়, আবার কখনো মান্নত পূরণের উদ্দেশ্যেও হয়। এক্ষেত্রেও চূড়ান্তকারী মানদণ্ড হল নিয়ত।

“প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যা সে নিয়ত করে” রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত বাণী এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, মৌলিক ইবাদত (তথা নামায, রোযা ইত্যাদি)-এর ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিযুক্তকরণ ও নিয়ত অন্যকে দিয়ে করানো জায়েয নেই। তবে যাকাতের সম্পদ পৃথকীকরণ ও কুরবানীর পশু জবাইকরণ এ বিধান বহির্ভূত।

১১. সহিহ বুখারী, ২৮১০, ১২৩, ৩১২৬, ৭৪৫৮, সহিহ মুসলিম, ১৯০৪, জামিউত তিরমিযি, ১৬৪৬, সুনানে আবু দাউদ, ২৫১৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৭৮৩, মুসনাদে আহমাদ, ১৯৪৯৩।



অর্থাৎ, এ দুটি বিষয়ে নিয়তের সময় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যকে দিয়ে জবাই করা ও যাকাতের মাল পৃথক করা জায়েয। তবে হজ্জ ও ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে যদি এগুলো নিজে করার সামর্থ্য থাকে তাহলে অন্যকে দিয়ে করানো জায়েয নয়। এ ছাড়াও ঋণ পরিশোধের নিয়তের বিধান একদিক থেকে হলে নিয়তের কোন প্রয়োজন নেই। তবে দুইদিক থেকে হলে ভিন্ন কথা।

উদাহরণত: কোন ব্যক্তির দুই হাজার দেনা থাকলে এক হাজার বন্ধক দিয়ে ঋণ পরিশোধের কথা বললে তা গ্রাহ্য হবে। শুধু তাই নয়, পরিশোধ করার সময় কোন কিছুর নিয়ত না করে পরবর্তীতে নিজ ইচ্ছামত যেকোন একটির নিয়ত করলেও চলবে।

শাফেয়ী মাযহাব মতে, আমলের পরবর্তীতে নিয়ত করার বিধান যদিও নেই, তবুও এক্ষেত্রে এর অবকাশ রয়েছে।

“আর যার হিজরত পার্থিব বিষয় সিদ্ধির কিংবা কোন রমণীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই পরিগণিত হবে।”

هُجْرَةٌ হিজরত এর মূলবর্ণ সম্বলিত আরবি মুহাজারা (مُهَاجِرَةٌ) শব্দটির মৌলিক অর্থ: দূরে রাখা ও পরিত্যাগ করা। আর হিজরত বিশেষ্যটি বিভিন্ন ইঙ্গিতে ব্যবহৃত হয়।

### প্রথম ইঙ্গিত

সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক মক্কা থেকে হাবশার পথে হিজরত করা। মুশরিক সম্প্রদায় যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীবর্গকে নির্যাতন করছিল, তখন তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে বাদশাহ নাজাশীর রাজ্যে হিজরত করেন। এটি সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষে।<sup>১২</sup>

১২. সুনানে বায়হাকী

## দ্বিতীয় ইঙ্গিত

মক্কা থেকে মদিনার পথে হিজরত। এটি সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়াতের এয়োদশ বর্ষে। মক্কা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে হিজরত করা ওয়াজিব ছিল বলে একদল আলেম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে বাস্তব কথা হল, মদিনাকে বিশেষায়িত করা সঠিক নয়। কেননা, হিজরতের ক্ষেত্রে মদিনার কোন বিশেষত্ব নেই। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হিজরত করাই ছিল ওয়াজিব।

আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, কোন নতুন ভূখণ্ডে গমন করার বিষয়টিকে ওলামায়ে কেরাম প্রথমত: দুভাগে বিভক্ত করেছেন।

ক. পলায়নপরতা।

খ. অন্বেষণমূলক।

ক. পলায়নপরতা ছয় ধরনের। যথা:-

১. দারুল হরব তথা শত্রুকবলিত ভূখণ্ড থেকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামি ভূখণ্ডে গমন করা। এর বিধান কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তবে لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ “মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরতের বিধান নেই” রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত বাণীর দ্বারা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সমীপে হিজরতের বিধান রহিত হয়েছে মাত্র।

২. বিদআত কবলিত ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

ইবনুল কাসিম রহ. বলেন, ইমাম মালিককে বলতে শুনেছি, যে ভূখণ্ডে মহান পূর্বসুরীবর্গকে গালমন্দ করা হয়, সেখানে অবস্থান করা কারো জন্য জায়েজ নয়।

৩. হারাম কবলিত ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়া। কেননা, সকল মুসলিমের জন্য হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা ফরজ।



৪. শারীরিক নিযাতন থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহমূলক অনুমতি। যদি কেউ কোন ভূখণ্ডে নির্যাতিত হয় আর উক্ত বিপদ থেকে মুক্তির কোন উপায় না থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে সেখান থেকে হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন। হযরত ইবরাহিম আ. নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আতংকগ্রস্ত হয়ে সর্বপ্রথম এ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম আ.-এর হিজরতের বিবরণ ও হযরত লূত আ.-এর বচন উদ্ধৃত করে বলেন,

وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

‘আমি নিজ প্রতিপালকের সমীপে হিজরত করছি।  
নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’<sup>১৭</sup>

পরবর্তীতে হযরত মুসা আ.ও এরূপ করেছিলেন। তার অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۚ

সে ভীত হয়ে সতর্কতার সাথে উক্ত শহর থেকে  
বেরিয়ে গেল।<sup>১৮</sup>

৫. আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় মহামারী কবলিত ভূখণ্ড থেকে স্বাস্থ্যকর ভূখণ্ডে গমন করা। যখন উরায়না গোত্রের লোকদের জন্য মদিনার আবহাওয়া অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তৃণঘাসপূর্ণ চারণভূমিতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৬. আর্থিক নির্যাতনের আশংকায় ভূখণ্ড ত্যাগ করা। কেননা, প্রত্যেক মুসলিমের সম্পদ তার প্রাণের মতই সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

১৩. সূরা আনকাবুত, আয়াত-২৬

১৪. সূরা কাসাস, আয়াত-২১



খ) অন্বেষণমূলক হিজরত দশ প্রকার। এর মধ্যে এক প্রকার পার্থিব বিষয় অন্বেষণের শ্রেণিভুক্ত। আর বাকিগুলো দ্বীনী বিষয় অন্বেষণের প্রকারভুক্ত।

১. পার্থিব যে কোন বিষয় অন্বেষণের উদ্দেশ্যে হিজরত করা। এর ঠিক বিপরীত মেরুতে রয়েছে নিম্নোক্ত নয়টি হিজরত।

২. উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ<sup>ط</sup>

‘তারা কি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের পরিণাম দর্শনের উদ্দেশ্যে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেনি?’<sup>১৫</sup>

এ ছাড়াও হযরত যুলকারনায়ন আ. জগতের আশ্চর্যকর বিষয়াদি দর্শনের উদ্দেশ্যে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন।

৩. হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর।

৪. জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সফর।

৫. জীবনযাপন বিষয়ক উপকরণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সফর।

৬. ব্যবসা ও অতিরিক্ত ভরণ-পোষণ সামগ্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ।

আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ<sup>ط</sup>

প্রভুর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে তোমাদের কোন দোষ নেই।<sup>১৬</sup>

৭. ইলম অন্বেষণের লক্ষ্যে ভ্রমণ।

৮. অভিজাত ও বরকতময় ভূখণ্ডে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ। এর অনুত্তমতা নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

১৫. সূরা রুম, আয়াত-৯।

১৬. সূরা বাকারা, আয়াত-১৯৮।



রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

‘তিনটি মসজিদ (কাবা, মসজিদে নববি, মসজিদে আকসা)

ব্যতীত অন্য কোথাও ভ্রমণ করা অনুত্তম।’<sup>১৯</sup>

৯. সীমান্ত প্রহরার উদ্দেশ্যে সমুদ্র বন্দর বা পাহাড়-কন্দরে ভ্রমণ।

১০. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলিম ভাইদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য সফর।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أُحِبُّهُ فِيهِ».

‘কোন গ্রামে এক লোক তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত একজন ফেরেশতা এসে তাকে বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে সেই লোক বলেন, গ্রাম্য এক ভাইয়ের সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফেরেশতা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি কোন নিয়ামতের প্রতিদান দিতে যাচ্ছ নাকি? সে বলল, না তা নয়। বরং আমি তাকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ভালোবাসি। তখন উক্ত ফেরেশতা বললেন, আমি তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত। তুমি যেমন তাকে ভালবাস, তেমনি আল্লাহও তোমাকে ভালবাসেন।’<sup>২০</sup>

১৭. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-১১৮৯, ১৮৬৪, ১৯৯৫, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৮২৭, ১৩৯৭, জামিউত তিরমিযি, হাদিস নং-৩২৬, সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং-৭০০, ১৪৩০, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-২০৩৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-১৪০৯, ১৪১০।

১৮. সহিহ মুসলিম, ২৫৬৭, মুসনাদে আহমদ, ৭০১৯।

### তৃতীয় ইঙ্গিত

স্বজাতির কাছে শরিয়তের বিধি বিধান পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কতিপয় প্রতিনিধি দল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে আগমন করা। এটি ঘটেছিল নবুওয়তের নবম বর্ষে।

### চতুর্থ ইঙ্গিত

ইসলাম গ্রহণকারী মক্কাবাসী কর্তৃক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে সাক্ষাত করে পুনরায় নিজ সম্প্রদায়ে প্রত্যাবর্তন।

### পঞ্চম ইঙ্গিত

কাফির অধ্যুষিত ভূখণ্ড থেকে মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডে হিজরত করা। কারণ, কোন মুসলিমের জন্য কাফির অধ্যুষিত ভূখণ্ডে অবস্থান করা বৈধ নয়।

মাওয়াদী রহ. বলেন, উক্ত ভূমিতে যদি কোন মুসলিমের পরিবার পরিজন থাকে ও দ্বীন প্রকাশ-প্রচারের অবকাশ থাকে, তবে হিজরত করা জায়েয নয়। কেননা, যেখানে মুসলমানের শক্তি সামর্থ্য থাকে, সেটিই দারুল ইসলাম তথা ইসলামি ভূখণ্ড।

### ষষ্ঠ ইঙ্গিত

শরয়ী কারণ ব্যতীত কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের সাথে তিনদিনের অধিক কথা বন্ধ রাখা। কোন ওয়র ব্যতীত তিনদিন এরূপ করা মাকরুহ। এর উল্লেখ হলে হারাম।

বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক কথা বন্ধ রাখলে তিনি নিম্নোক্ত পঙতিমালা লিখে পাঠান,

فَاسْتَفْتِ فِيهَا ابْنَ أَبِي خَيْثَمَةَ  
مَا قَدْ رَوَى الضَّحَّاكُ عَنْ عِكْرَمَةَ  
نَسِيتُنَا الْمَبْعُوثُ بِالرَّحْمَةِ  
فَوْقَ ثَلَاثِ رَبُّنَا حَرَّمَهُ

يَا سَيِّدِي عِنْدَكَ لِي مُظْلِمَةٌ  
فَإِنَّهُ يَرَوِيهِ عَنْ جَدِّهِ  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُصْطَفَى  
إِنَّ صُدُورَ الْإِلْفِ عَنْ إِلْفِهِ



হে জনাব, আপনার প্রতি আমি অবিচার করেছি, এ বিষয়ে আপনি আবু খায়সামার পুত্রকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যা যাহহাক ইকরিমার সূত্রে বর্ণনা করেছে। আর তা ইবনে আব্বাস রা. আমাদের মাঝে রহমতসহ প্রেরিত মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনদিনের বেশি সময় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখতে আমাদের প্রভু নিষিদ্ধ করেছেন।

### সপ্তম ইঙ্গিত

স্ত্রীর অবাধ্যতা প্রমাণিত হলে স্বামীর শয্যা হতে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

তোমরা তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক রাখ।”

পাপী সম্প্রদায়কে স্থান ও কথায় পৃথক রাখা এবং সালাম ও জবাব না দেওয়া এরই অন্তর্ভুক্ত।

### অষ্টম ইঙ্গিত

আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করা। এটি হিজরতের ব্যাপকতম ইঙ্গিত।

“যার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে, শরয়ী ও বিধানগত দৃষ্টিতে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হবে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই পরিগণিত হবে”। এ কথার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এক ব্যক্তি হিজরতের ফযিলত লাভের উদ্দেশ্যে নয়, বরং উম্মে কায়স নামী এক মহিলাকে বিয়ে করার অভিপ্রায়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিল। তখন তার নাম পড়ে যায় মুহাজিরে উম্মে কায়স। বস্তুত তাকে লক্ষ্য করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি বলেছিলেন।

প্রশ্ন হতে পারে, বিবাহ তো শরঈ বিষয়াদিরই অন্তর্ভুক্ত, তবে এটিকে পার্থিব বিষয় সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হিজরত বলা হল কেন?

এর উত্তরে বলা হবে, বাহ্যিক বিবেচনায় সে উক্ত মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেনি। বরং হিজরতের ফযিলত লাভের উদ্দেশ্যেই করেছে। সুতরাং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার মাঝে অমিল পরিলক্ষিত হওয়ায় সে তিরস্কার ও উপহাসের পাত্র বলে গণ্য হয়েছে। তাকে তুলনা করা হয়েছে হজ্জ ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমনকারী ব্যক্তির সাথে। তেমনিভাবে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের অভিপ্রায়ে ইলম অন্বেষণের নামে ভ্রমণ করার বিধানও অনুরূপ।

“সে যে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে।” রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত বাণী দ্বারা প্রতীয়মান হয়, ব্যবসা বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হজ্জের সফর করে থাকলে কোন সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে না। এ হাদিসের উপরোক্ত প্রয়োগ তখনই যথার্থ হবে, যখন হজ্জের সফরের উদ্দেশ্য ব্যবসা হবে। উক্ত সফরের উদ্দেশ্য হজ্জ হয়ে থাকলে সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে। অবশ্য, শুধুমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যেই রওয়ানাকারীর তুলনায় তার সাওয়াব কম হবে। আর উভয়টিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে সাওয়াব অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, তার হিজরত শুধুমাত্র পার্থিব উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়নি। আবার একইভাবে সাওয়াব না হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান। কারণ, সে পার্থিব কার্যের সাথে পারলৌকিক আমলের মিশ্রণ ঘটিয়েছে।

মোটকথা, এ হাদিসটির মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র নিয়ত বা সংকল্পের বিধান আরোপ করেছেন। অতএব, কোন ব্যক্তি ইহকাল ও পরকাল উভয়টির ইচ্ছা করে থাকলে সে শুধুমাত্র পার্থিব বিষয়ের উদ্দেশ্য পোষণকারী বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।



## ০২. দ্বিতীয় হাদিস দ্বিনের স্তরসমূহ

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ؛ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْخِفَاءَ الْعُرَاءَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَيْثُ مَلِيًّا. ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ. قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

**অনুবাদ:** হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত ও কুচকুচে কালোচুল বিশিষ্ট একলোক উদিত হলেন। তার মধ্যে সফরের কোন নিদর্শন পরিলক্ষিত

হচ্ছিল না। তাকে আমাদের কেউ চিনেও না। এক পর্যায়ে তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে এসে বসলেন ও তার হাটুর সাথে নিজ হাটু মিলালেন। নিজ হস্তদ্বয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরুর উপর রেখে বললেন, হে মুহাম্মদ, আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে অবহিত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম হল আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা। নামায প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা। রমযানে সাওম সাধনা করা এবং বাইতুল্লাহ যেতে সক্ষম হলে হজ্জ পালন করা। লোকটি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

হযরত ওমর রা. বলেন, এতে আমরা অবাক হলাম। সে নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই সত্যায়ন করছে।

তিনি আবার বললেন, আমাকে ঈমান সম্বন্ধে অবহিত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঈমান হলো আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত রাসুলগণ এবং পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা। এবং তাকদিরের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

তিনি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। অতঃপর তিনি আবারো বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, যেন তুমি তাকে দেখছ। নতুবা তিনি তোমায় দেখছেন।

তিনি আবারো বললেন, এবার আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ সম্পর্কে অধিক অবগত নয়।

তিনি বললেন, তবে আমাকে এর সমুদয় নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত করুন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দাসী নিজ



মালিককে প্রসব করবে। এবং শূন্যপদ, বস্ত্রহীন, রিক্তহস্ত মেঘপালককে তুমি স্থাপনা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করতে দেখবে।

হযরত ওমর রা. বলেন, পরিশেষে তিনি চলে গেলে আমি দীর্ঘসময় এই বিষয়ে নীরব রইলাম। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওমর, প্রশ্নকর্তা কে জানো?

আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুল অধিক অবগত। তিনি বললেন, আগন্তুক হলেন জিবরাঈল আ.। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।<sup>২০</sup>

ব্যাখ্যা: “আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন।”

ঈমানের আভিধানিক অর্থ: সাধারণ সত্যায়ন। শরিয়তের পরিভাষায়: আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ, পরকাল দিবস, তাকদিরের ভালো- মন্দ এসবের প্রতি বিশেষ ধরনের সত্যায়ন ও বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমান বলে।

আর ওয়াজিব তথা আবশ্যিক বিষয়াদি সম্পাদন করা; অর্থাৎ, এসব কর্ম বাস্তবরূপে অনুঘটন করাকে ইসলাম বলে।

আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও ঈমানকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। হাদিসেও এমন উদাহরণ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

আরব বেদুঈনরা বলে, “আমরা ঈমান এনেছি। হে নবি, আপনি বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি বরং বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।”<sup>২১</sup>

২০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৮, জামিউত তিরমিযি, হাদিস নং-২৬১০, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৬৯৫, সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং-৪৯৯০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ৬৩, মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং- ১৮৪, ১৯১, ৩৬৭।

২১. সূরা হুজুরাত, আয়াত-১৪

এর কারণ হল, মুনাফিকরা নামায, রোযা, সদকা সবই বাহ্যিকভাবে পালন করলেও অন্তরে অস্বীকার করত। তাই তারা ঈমানের দাবি করলেও তাদের অন্তঃস্থিত অবিশ্বাসের দরুণ আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। আর ইসলামি বিধান বাস্তবে সম্পাদনের দরুণ তাদের এহেন দাবি সত্যায়ন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ①

“হে নবি, মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসুল। অথচ আপনি আল্লাহর রাসুল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ জানেন এবং তিনি সাক্ষ্য দেন যে, মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।”<sup>২২</sup>

অর্থাৎ, মুনাফিকরা অন্তরে বিরোধ লালন করে। তাই তারা রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী। কেননা, তাদের মুখ ও অন্তরের ভাষা এক নয়। অথচ রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অন্তর ও মুখের ভাব এক হওয়া শর্ত। সুতরাং তারা যেহেতু মিথ্যা দাবি করেছে, তাই আল্লাহ তাদের মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন।

আর যেহেতু ইসলাম গ্রহণের বিশুদ্ধতার জন্য ঈমান শর্ত, সেহেতু আল্লাহ তাআলা ঈমানদারগণ থেকে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে পৃথক করে দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ বলেন,

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ② فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ  
مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ③

এতে যারা মুমিন ছিল, তাদেরকে বের করে দিয়েছি। তাই এতে মুসলিমদের একটি ঘর ছাড়া আমরা কিছুই পাইনি।<sup>২৩</sup>

২২. সূরা মুনাফিকুন, আয়াত-১

২৩. সূরা যারিয়াত, আয়াত-৩৫-৩৬



আরবি ব্যাকরণের নিয়ম মোতাবেক এটি ইসতিসনায়ে মুত্তাসিল (استثناء متصل) যেহেতু ইত্তিসালের শর্তাবলি এতে রয়েছে।<sup>২৪</sup>

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সালাতকে ঈমান বলে আখ্যায়িত করে বলেন,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ

“আল্লাহ তোমাদের ঈমান অর্থাৎ, সালাত বিনষ্টকারী নন।<sup>২৫</sup>

তিনি আরও বলেন,

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

আপনি জানতেন না কিতাব কি? ও ঈমান (সালাত) কি?<sup>২৬</sup>

এ দুআয়াতে সালাতকে ঈমান বলা হয়েছে।

‘তাকদিরের ভাল-মন্দ এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।’ মূলপাঠে উল্লিখিত আরবি কদর (قدر) শব্দটির দাল বর্ণে যবর ও সাকিন দুটোই হতে পারে। আহলে হক তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব অনুযায়ী এখানে তাকদির মানে ভাগ্য নির্ধারণ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আদিত্তে সকল বিষয়ের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহর ফায়সালা ও নির্ধারণ মোতাবেক বিশেষ সময় ও সুযোগে সেসব সংঘটিত হয়ে থাকে।

২৪. এটি আরবি ব্যাকরণের বিশেষ পরিভাষা। এর সংজ্ঞা:

فلا استثناء المتصل، هو: ما كان فيه المستثنى بعضاً من المستثنى منه (أي: واحداً منه، أو جزءاً من أجزائه)

অর্থ: ইসতেসনা বলা হয় পূর্ববর্তী বাক্য থেকে পরবর্তী বাক্যের বিধানকে পৃথক করা, যদি একই জিনস-প্রকৃতির হয় তাহলে মুত্তাসিল আর যদি একই জিনস থেকে না হয় তাহলে মুনকাতি। যেমন, আমার কাছে ছাত্ররা এসেছে একজন ছাত্র ব্যতীত, এক্ষেত্রে ইসতেসনাটা মুত্তাসিল। কারণ, ঐ একজন ছাত্রও ঐ ছাত্রদের মাঝে শামিল। কিন্তু সে না-আসার কারণে তাদের দলভুক্ত হয়নি।

২৫. সূরা বাকারা, আয়াত- ১৪৩

২৬. সূরা গুরা, আয়াত-৫২

জেনে রাখা উচিত যে, তাকদির চারটি।

তাকদির ফিল ইলম তথা আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারণ। এর ভিত্তিতেই আরবি লোকসাহিত্যে বলা হয়ে থাকে,

الْعِنَايَةُ قَبْلَ الْوَلَايَةِ وَالسَّعَادَةُ قَبْلَ الْوَلَادَةِ.

ওলি ও ভাগ্যবান হওয়া পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। মানবজীবনে যা কিছু ঘটছে, পূর্বের নির্ধারণ অনুযায়ীই ঘটছে।

যেমন:- আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ①

যে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার ছিল, সেই বাধাপ্রাপ্ত হয়।<sup>২৭</sup>

অর্থাৎ ঈমান আনয়ন ও কুরআন শ্রবণ থেকে সেই বাধা প্রাপ্ত হয়, যে আদিত (আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারণ মোতাবেক) বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ছিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا يهلك الله إلا هالكا “ধ্বংসপ্রাপ্ত বিষয় ছাড়া অন্যকিছু আল্লাহ ধ্বংস করেন না।” অর্থাৎ, আল্লাহর জ্ঞানে যা ধ্বংসযোগ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২. লাওহে মাহফুয বা ভাগ্যলিপিতে নির্ধারণ:- এ তাকদিরের পরিবর্তন সম্ভাব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ② وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ③

“আল্লাহ যা ইচ্ছা পরিবর্তন করেন ও যা ইচ্ছা বহাল রাখেন। তাঁর নিকটেই মূল ভাগ্যলিপি সংরক্ষিত।”<sup>২৮</sup>

হযরত ইবনে ওমর রা. এই বলে দুআ করতেন, হে আল্লাহ তুমি যদি আমাকে দুর্ভাগ্যরূপে লিপিবদ্ধ করে রাখ, তবে তা মুছে দিয়ে আমাকে ভাগ্যবানরূপে লিপিবদ্ধ করে দাও।

২৭. সূরা যারিয়াত, আয়াত-৯

২৮. সূরা রা'দ, আয়াত-৩৯



৩. গর্ভাশয়ে থাকাবস্থায় ভাগ্য নির্ধারণ: মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় একজন ফেরেশতা মানুষের জীবিকা, জীবন পরিক্রমা ও সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কথা লিপিবদ্ধ করেন।
৪. সাধারণ তাকদির তথা সময়ের পরিক্রমায় মানুষের ভাগ্য ও পার্থিব বিষয়াদি আবর্তিত হওয়া:- নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ তাআলা কল্যাণ, অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে বান্দার প্রতি এসবের অবধারিত হওয়া নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক কল্যাণ, অকল্যাণ সৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۖ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ  
وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۚ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝

“নিশ্চয়ই অপরাধীরা ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিপাতিত। সেদিন তাদের চেহারায় মেঘমালার মত আগুনের ফুলকি নিক্ষেপ করে বলা হবে, জাহান্নামের স্পর্শ অনুভব করে নাও। নিশ্চয়ই আমি সকল বিষয় তাকদির মোতাবেক সৃষ্টি করেছি।”<sup>২৯</sup>

এ আয়াত কাদরিয়া সম্প্রদায়ের<sup>৩০</sup> উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। জাহান্নামে তাদেরকে একথা বলা হবে।

আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

“হে নবি, আপনি বলুন, অন্ধকারের অশুভ প্রভাব থেকে আল্লাহর সমীপে আশ্রয় চাই।”<sup>৩১</sup>

২৯. সূরা কমর, আয়াত-৪৭-৪৯

৩০. কাদরিয়া, যারা ভাগ্যকে আল্লাহর সৃষ্ট মনে করে না, বরং এগুলো স্বাভাবিক নিয়মে সংঘটিত মনে করে।

৩১. সূরা ফালাক, আয়াত- ১, ২

আল্লাহর অনুগ্রহ অবতীর্ণ হলে তাকদিরের এ প্রকারটি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই স্থগিত হয়ে যায়। তাছাড়া হাদিসে আছে, বদান্য ও সৌজন্য মৃত ব্যক্তির মন্দতা প্রতিহত করে সৌভাগ্যে রূপায়ন করে।<sup>৩২</sup>

আরও আছে, দুআ ও মসিবত আসমান-যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অবতীর্ণ হয়। তখন বিপদ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই দুআ তাকে প্রতিহত করে দেয়।<sup>৩৩</sup>

কাদরিয়া সম্প্রদায়ের দাবি: আল্লাহ তাআলা আদিতে সবকিছু নির্ধারণ করেননি। তাঁর জ্ঞানও এসবের অগ্রবর্তী নয়। এ সকল জিনিস নবসৃষ্ট। এসকল বিষয়াদি সৃজিত ও সংঘটিত হওয়ার পরেই আল্লাহ জেনে থাকেন। নিজেদের এহেন জঘন্য কথাবার্তায় তারা আল্লাহ তাআলাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকে। বর্তমান সময়ে এসব জঘন্য কথাবার্তা বিদূরিত হয়ে গেলেও এ কালের কাদরিয়ারা বলে থাকে, শুধুমাত্র কল্যাণই আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ, অকল্যাণ নয়। বস্তুত: আল্লাহ তাআলা তাদের এহেন বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণই পবিত্র।

বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْقَدَرِيَّةُ مَجْهُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ».

‘কাদরিয়া সম্প্রদায় এ উম্মতের অগ্নিপূজক।’<sup>৩৪</sup>

অগ্নিপূজারীদের সাথে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শগত সাদৃশ্যের দরুণ রাসুল ﷺ তাদেরকে এ নামে অভিহিত করেছেন।

৩২. ان الصدقة و صلة الرحم يزيد الله بها في العمر ويدفع بها ميتة السوء ويدفع الله بها المكروه والمحذور. أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم ٤١٠٤ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد

رواه أبو يعلى وفيه صالح المري وهو ضعيف  
ان البلاء و الدعاء ليتقيان بين السماء و الأرض فيعتلجان إلى يوم القيامة.

৩৩. বায্যার-৮১৪৯, মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ১৭১৯৩।

৩৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৬৯১, মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-৫৫৮৪।



সানবাদী (الثنوية)<sup>৩৫</sup> সম্প্রদায়ের দাবি:- কল্যাণ আলোকিত সত্তার বৈশিষ্ট্য। আর অকল্যাণ অন্ধকারের ধর্ম। এই দ্বিমুখী বিশ্বাসের কারণেই তারা (الثنوية) সানবাদী সম্প্রদায় বা দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় নামে পরিচিতি পেয়েছে। তেমনিভাবে কাদরিয়া সম্প্রদায়ও আল্লাহর প্রতি কল্যাণ এবং আল্লাহ ভিন্ন সত্তার প্রতি অকল্যাণের সম্বন্ধ করে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলাই ভাল-মন্দ উভয়ের স্রষ্টা।

ইমামুল হারামাইন কিতাবুল ইরশাদে লিখেছেন, কতিপয় কাদরিয়া (হকপন্থীদেরকে) বলে থাকে, আমরা কাদরিয়া নই। বরং তোমরাই কাদরিয়া। কেননা, তোমরাই তাকদিরের সংবাদসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে থাক।

এসব মূর্খদের তিনি এ বলে রদ করেছেন, তারা মন্দের সম্বন্ধ নিজেদের প্রতি করে থাকে। সুতরাং তারা অবশ্যই সে সম্প্রদায় অপেক্ষা নিকৃষ্ট, যে সম্প্রদায় নিজেদের থেকে মন্দকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ করে থাকে।

“এমনভাবে ইবাদত করা, যেন আল্লাহকে তুমি দেখছ। নতুবা একথা অনুভব কর, আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।” মূলপাঠে উল্লিখিত (الإحسان) এহসানের এ স্তরটি মুশাহাদাহ তথা প্রত্যক্ষ দর্শনের স্তর। কেননা, ফেরেশতাগণকে প্রত্যক্ষ দর্শনের ক্ষমতা যার রয়েছে, নামাযের সময়কালে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করা বা অন্যকোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া তার জন্য লজ্জাস্কর। ইহসান বা প্রত্যক্ষ দর্শনের স্তর সিদ্দিকিন বা চিরন্তন সত্যবাদীগণের স্তর। প্রথম হাদিসেই লৌকিকতা ও একনিষ্ঠতাসহ আমলকারীদের আলোচনায় এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

“তিনি তোমায় দেখছেন:” অর্থাৎ, নামাযে তুমি উদাসীন থাকলে বা আপনমনে কথা বলায় রত থাকলে তিনি তোমাকে সে অবস্থায় দেখছেন।

৩৫. সানবাদী যারা আল্লাহকে শুধু ভালোর স্রষ্টা মনে করে, অকল্যাণের স্রষ্টা মনে করে না।

“জিবরাঈল আ. বললেন, আমায় কিয়ামত সম্বন্ধে অবহিত করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিজ্ঞাসু অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ সম্পর্কে অধিক অবগত নয়।” কিয়ামত কবে হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতেন না, একথার প্রমাণ এটি। বরং সে বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তাআলা একান্তই নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটেই সংরক্ষিত।<sup>৩৬</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

এটি তোমাদের কাছে আকস্মিকভাবেই চলে আসবে।<sup>৩৭</sup>

আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

তুমি কি জান, কেয়ামত হয়ত খুবই নিকটবর্তী?<sup>৩৮</sup>

জনৈক দার্শনিক পার্থিব জীবনের ব্যাপ্তি সত্তর হাজার বছর দাবি করে বলেছেন, “মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার আরো ৬৩ হাজার বছর অবশিষ্ট রয়ে গেছে।” তাঁর এ দাবি সম্পূর্ণ অবান্তর।

আল্লামা তুখী রহ. কতিপয় জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদদের সূত্রে আসবাবুত তানযীল নামক গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও যে সকল দার্শনিক

৩৬. সূরা লোকমান, আয়াত-৩৪

৩৭. সূরা আরাফ, আয়াত-১৮৭

৩৮. সূরা আহযাব, আয়াত- ৬৩



পার্থিব সময়কালকে সত্তর হাজার বছর বলে দাবি করেছেন, তা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার নামান্তর। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা নাজায়েয।

জিবরাঈল আ. বললেন, “তবে আমাকে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দাসী নিজ মালিকিনকে জন্মদান করবে।” মূলপাঠে উল্লিখিত (امارات) শব্দটি ‘তা’ বর্ণসহ (ربته) এবং ‘তা’ বর্ণ ব্যতীত (ربها) দুভাবেই প্রচলিত। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাসুল সা.এর এ বাণীটি কিয়ামতের পূর্বকালীন সময়ে দাসী ও তার সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধির সংবাদ প্রদান। যেহেতু মানুষের সম্পদ তার সন্তানের মালিকানাভুক্ত হয়, তাই দাসীর সন্তান তার পিতার ওয়ারিস হিসেবে নিজ মায়ের মনিবের সমতুল্য।

অবশ্য কতিপয় আলেম বলেন, দাসীরা শাসকদের জন্মদান করলে সকল প্রজাগণের বিবেচনায় উক্ত দাসীগণও শাসকের অধীনস্থ বলে বিবেচ্য হবে। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তির দাসীকে সন্তানের মা হওয়ার পরও তাকে বিক্রি করে দেবে। পরবর্তীতে উক্ত সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে স্বীয় জন্মদাত্রী মাকে ক্রয় করবে। এটা কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

“তুমি শূন্যপদ, রিক্তহস্ত মেমপালককে স্থাপনা নির্মাণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখবে।” এ বাক্যের অর্থ হল, দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত শ্রেণি ভবন নির্মাণে এতই প্রতিযোগিতা করবে, পৃথিবী তাদের তরে প্রসারিত হয়ে যাবে আর এতে তারা রীতিমত হিড়িক ফেলে দেবে।

মূলপাঠে একটি শব্দ আছে, (فَلَيْتٌ - فَلَيْتٌ) এর ‘তা’ বর্ণে যবর বা সাকিন দুভাবেই উচ্চারিত হতে পারে। দুভাবেই বর্ণিত। প্রথম বর্ণনাটি উত্তম পুরুষ বাচক তা সংযোগে উত্তম পুরুষের অর্থে প্রযুক্ত। আর দ্বিতীয়টি নাম পুরুষবাচক শব্দ ও সে অর্থেই প্রযুক্ত। এখানে উভয় বর্ণনাই বিশুদ্ধ। প্রথম বর্ণনা মোতাবেক অর্থ হবে, কিছু সময় অতিবাহিত

করলাম। আর দ্বিতীয় বর্ণনা মোতাবেক অর্থ হবে, বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হল।

মূলপাঠে উল্লিখিত (مِلِّي) শব্দটির ইয়া বর্ণে তাশদীদ সহযোগে অর্থ হল দীর্ঘ সময়। আবু দাউদ ও তিরমিযির বর্ণনায় আছে (بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) তিন দিন পর। ইমাম বাগাভী রহ. এর শরহত তানবিহ নামক কিতাবে রয়েছে, (بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ فَوْقَهَا) তিন বা তদূর্ধ্ব দিন পর। এর বাহ্যিক অর্থ হল, তিনরাত পর। এই বর্ণনার অর্থ আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসে তাঁর বক্তব্যের সাথে বিরোধপূর্ণ। সেখানে তিনি বলেছেন, অতঃপর লোকটি চলে গেলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। সকলে মিলে তাকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যত হলে কিছুই খুঁজে পেল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো এরূপ বললে অনুরূপ ঘটনা ঘটল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি হলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম।

পরস্পর বিরোধপূর্ণ এই বর্ণনাসমূহের সমন্বয় এভাবে করা যেতে পারে, হযরত ওমর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত বক্তব্যের সময় উপস্থিত ছিলেন না। বরং তিনি মজলিস থেকে উঠে গিয়েছিলেন। তখনই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকসকলকে অবহিত করেছিলেন। হযরত ওমর রা. সেসময় অনুপস্থিত থাকায় লোকেরা তাঁকে তিনদিন পর অবহিত করেছিল।

“তিনি জিবরাঈল আ.। তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।” ঈমান, ইসলাম, ইহসান এসবগুলোকেই দ্বীন বলা হয়। তাকদিরের প্রতি সর্বপ্রকার সন্দেহ পরিহার করে এর প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপনের আবশ্যিকতার প্রমাণও হাদিসে রয়েছে। একদা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর নিকটে এক লোক এসে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন,



যেহেতু আল্লাহ তাআলা তোমার রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাই এ বিষয়ে তোমার এত উদ্বেগ কেন? আল্লাহর প্রতি ভরসা থাকলে কৃপণতা কেন? জান্নাত সত্য হলে এ পৃথিবীতে শান্তির আকাঙ্ক্ষা কিসের? মুনকার-নাকিরের প্রশ্নোত্তর সত্য হলে কেন এই পৃথিবীর মিছে মায়া? পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী হলে এখানে কিসের প্রশান্তি? পরকালের হিসাব সত্য হলে সঞ্চয় করছ কেন? আর সকল বিষয়ের অনুঘটন তাকদির তথা আল্লাহর ফায়সালা মোতাবেক হলে ভয় কিসের?

### জেনে রাখা ভাল

মাকামাতুল ওলামা গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন, সমগ্র পৃথিবীর সকল বিষয়ের অনুঘটন পাঁচশভাগে বিভক্ত। পাঁচভাগ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ ও ফায়সালা প্রদান মোতাবেক সংঘটিত হয়। পাঁচভাগ বান্দার চেষ্টা ও তাকদিরের দ্বারা অর্জিতব্য। পাঁচভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম মারফিক সংঘটিত হয়। পাঁচভাগ মৌলিকতা মূল উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং পাঁচভাগ উত্তরাধিকার নিয়ম তথা সময় পরিক্রমায় আবর্তিত হয়।

যে পাঁচভাগ আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত: জীবিকা, সন্তানাদি, পরিজন, নেতৃত্ব ও জীবন পরিক্রমা।

যে পাঁচভাগ চেষ্টা সাধনায় অর্জিতব্য সেগুলো হল: জান্নাত, জাহান্নাম, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, বীরত্ব ও শিক্ষা দীক্ষা থেকে অর্জিতব্য সকল বিষয়।

আর স্বাভাবিক জীবনাচারের সাথে সম্পর্কিত পাঁচভাগ হল: খাদ্য গ্রহণ, নিদ্রাগমন, বিচরণ, বিবাহ সম্পাদন, মলমূত্র বর্জন।

মূল উপাদানের সাথে সম্পৃক্ত পাঁচভাগ হল, দুনিয়া বিরাগ, আত্মিক পরিশুদ্ধি, বদান্য, সৌন্দর্য্য, মর্যাদা।

সর্বশেষ পাঁচটি বিষয় যা সাধারণত বংশ পরিক্রমায় অর্জিত হয়: কল্যাণ, আত্মীয়তা, দানশীলতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি।

এর কোনটিই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণীর পরিপন্থী নয়। তিনি বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ.

সবকিছুই তাকদির তথা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও সিদ্ধান্তকৃত।<sup>৩৯</sup>

এ বাণীর মর্মার্থ হল, এ সকল বিষয়াবলির কতিপয় কোন কার্যকারণের প্রেক্ষিতে আর কতিপয় কার্যকারণ ব্যতিরেকে আবর্তিত হয়। তবে সবই আল্লাহ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত ও নির্ধারিত।

৩৯. সহিহ মুসলিম ২৬৫৫, মুয়াত্তা মালেক, ২৬১৯, মুসনাদে আহমাদ, ৫৮৯৩।



## ০৩. তৃতীয় হাদিস ইসলামের রুকনসমূহ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ۖ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

অনুবাদ: আবু আবদুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর স্থাপিত।

- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া।
- নামায কায়েম করা।
- যাকাত আদায় করা।
- বাইতুল্লাহর হজ্জ পালন করা।
- রমযানের রোযা পালন করা।<sup>৪০</sup>

ব্যাখ্যা : “ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর স্থাপিত:” যার মধ্যে পাঁচটি গুণাবলি বিদ্যমান থাকবে, তার ইসলাম পূর্ণতা লাভ করবে। একটি ঘর যেমন তার খুঁটিসমূহের জোরে পূর্ণাঙ্গ হয়, তেমনি ইসলামও তার রোকনসমূহের দ্বারা পূর্ণতা পায়।

৪০. সহিহ বুখারি-হাদিস নং-৮, ৪৫১৩, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-১৬, জামিউত তিরমিযি, হাদিস নং- ২৬০৯, সুনানে নাসাঈ, ৫০০১, মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-৪৭৯৮, ৫৬৭২, ৬০১৫, ৬৩০১।

## “ইসলামের রোকন পাঁচটিঃ”

এখানে ভিত্তির মানে হল, প্রকৃত ভিত্তির সদৃশ কাল্পনিক ও মর্মগত ভিত্তি। প্রকৃত ভিত্তির কতিপয় খুটি ধ্বংস হলে সেটি যেমন পূর্ণাঙ্গ হয় না, তেমনি মর্মগত ভিত্তি ধ্বংস হলেও বিষয়টি অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। এ বিষয়টিই উপমায় সাদৃশ্যের দিক।

এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামায দ্বীনে ইসলামের ভিত্তি স্বরূপ। যে তা পরিত্যাগ করল, সে যেন গোটা দ্বীনকেই ধ্বংস করে দিল। অবশিষ্ট রুকনগুলোও অনুরূপভাবে উপমিত করা যায়।

জনৈক কবি বলেন,

بَنَى الْأُمُورَ بِأَهْلِ الدِّينِ مَا صَلَحُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَبِأَلْسَرَارٍ تُنْقَادُ  
لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاءَ لَهُمْ وَلَا سَرَاءَ إِذَا جُهِلُوا سَادُوا  
وَالْبَيْتُ لَا يُبْنَى إِلَّا لَهُ عِمْدٌ وَلَا عِمَادَ إِذَا لَمْ تُرْسَ أَوْتَادُ

অর্থ: ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের দ্বারাই সকল বিষয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয় যদি তারা সৎ থাকে। আর যদি তারা দায়িত্বমুক্ত থাকতে চায়, তাহলে অসৎ লোকেরাই দায়িত্ব নিয়ে নতি স্বীকার করে।

নেতৃত্বহীন লোকেরা সঠিকভাবে কার্যসম্পাদন করে না, আর অঙ্গদের নেতৃত্ব দেওয়া না দেওয়া সমান।

খুঁটি ছাড়া যেমন কোন ঘরের ভিত্তি স্থাপিত হয় না, তেমনি পেরেক বিহীন খুঁটিও হয় না।

আল্লাহ তাআলা মুমিন ও মুনাফিকদের উপমা পেশ করে বলেছেন,

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ  
بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥٥

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহভীতির উপর নিজেদের ভিত্তি স্থাপন করে, আর যারা স্রোতভাঙ্গা নদীর তীরে ভিত্তি স্থাপনের



দরুন স্রোত তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এ দুশ্রোণির মধ্যে কারা উত্তম? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।<sup>৪১</sup>

মুমিনের ভিতকে উচু পর্বতের মধ্যে অবস্থিত ভিতের সাথে উপমিত করা হয়েছে। আর কাফেরের ভিতকে উত্তাল সাগরের তীরবর্তী ভিতের সাথে উপমিত করা হয়েছে। কারণ, দ্বিতীয়টির কোন স্থায়িত্ব নেই। সাগর তীরটি উদরিত করে ফেললে ও স্রোতে তা ভাসিয়ে নিয়ে গেলে ভীতটিও জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে পরিণামে সাগরে নিমজ্জিত হবে। ফলে কাফেররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আলা (علي) বা (ب) অব্যয়ের অর্থে প্রযুক্ত। নতুবা, স্থাপিত ভিত্তিটি ভিত ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যিক হবে। অথচ, এটি বাতিল। আলা (علي) অব্যয়টি এখানে মিন (من) অব্যয়ের অর্থে প্রযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যেমন: আল্লাহ তাআলার বাণী,

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে।<sup>৪২</sup>

এই আয়াতে আলা (علي) অব্যয়টি من অথবা (ب) অব্যয়ের অর্থে প্রযুক্ত। হাদিসে বর্ণিত পাঁচটি স্তম্ভ ইসলাম নামক ভবনের মূল। আর পূর্ণতাবিধায়ক অবশিষ্ট বিষয়াদি তথা ওয়াজিব ও মুস্তাহাব আমলসমূহ ভবনের সৌন্দর্যবর্ধক।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ».

হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানের সত্তরোর্ধ শাখা প্রশাখা আছে। আল্লাহ ব্যতীত কোন

৪১. সূরা তাওবাহ, আয়াত- ১০৯

৪২. সূরা মুমিনুন, আয়াত-৬, সূরা মাআরিজ, আয়াত-৩০

উপাস্য নেই, এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আর এর সর্বনিম্নশাখা হল চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।<sup>৪৩</sup>

**“হজ্জ পালন করা ও রমজানের রোজা পালন করা”**

এ সূত্রের বর্ণনায় হজ্জকে সাওমের পূর্বে আনা হয়েছে। এটি বিধানের মর্যাদাগত ধারাবাহিকতা নয়। বরং আলোচনাগত ধারাবাহিকতা। কেননা, হজ্জের পূর্বেই সাওমের বিধান আবশ্যিক হয়েছে। এ ছাড়াও অন্য বর্ণনায় হজ্জের পূর্বে সাওমের কথা উল্লেখ আছে।



## মানব সৃষ্টির পর্যায়সমূহ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتِبَ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

অনুবাদ: আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সততা ও সত্যবাদিতার জন্য স্বীকৃত। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের সকলের দৈহিক আকৃতি মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে থাকে। অতঃপর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়ে আরো চল্লিশদিন থাকে। তারপরের চল্লিশ দিন তা মাংসপিণ্ড রূপে থাকে। এরপর তার প্রতি একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। তিনি তাতে প্রাণ সঞ্চার করেন। এবং চারটি বিষয়ে নির্দেশিত হন।

যথা:

১. রিয়ক নির্ধারণ।
২. জীবনসীমা চূড়ান্তকরণ।
৩. কর্ম লিপিবদ্ধকরণ।
৪. সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা তা স্থিরকরণ।

আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তোমাদের মধ্যে কোন এক মানুষ জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য আমল করে। এক পর্যায়ে তার ও জান্নাতের মাঝে একহাত মাত্র ব্যবধান থাকে। তখনই নিয়তি তার প্রতি আরোপিত হয়। ফলে সে জাহান্নামের যোগ্য আমল করে এবং পরিণামে সে এতে প্রবেশ করে। তদ্রূপ, কোন এক মানুষ জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য আমল করে। একপর্যায়ে তার ও জাহান্নামের মাঝে শুধুমাত্র একহাত পরিমাণ ব্যবধান থাকে। তখনই নিয়তি তার উপর অগ্রগামী হয়। ফলে সে জান্নাতের যোগ্য আমল করে এবং পরিণামে তাতে প্রবেশ করে।<sup>৪৪</sup>

ব্যাখ্যা: “তিনি সততা ও সত্যবাদিতার জন্য স্বীকৃত।”

তিনি সত্যবাদী মানে আল্লাহ তাকে সত্যবাদী বানিয়েছেন। আর সততার জন্য স্বীকৃত এর মানে হল তিনি এক্ষেত্রে সত্যায়ন প্রাপ্ত।

“মানবাকৃতি তার মায়ের গর্ভে বীর্যরূপে থাকে”: এ কথার উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নর-নারীর বীর্যের মধ্যে সম্মিলন ঘটে এবং তা থেকে সন্তান উৎপন্ন হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۖ

পৃষ্ঠদেশ ও বুকের হাড় থেকে নির্গত স্ববেগে স্থলিত পানি দ্বারা মানব সৃজিত হয়েছে।<sup>৪৫</sup>

অথবা এই উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, তা সমস্ত শরীর থেকে একত্রিত হয়। প্রক্রিয়াটি এরূপ: প্রথম ধাপে নারীর শরীরে চল্লিশ দিন যাবত বীর্য সঞ্চারিত হয়। এ সময়কে গর্ভ সঞ্চারের সময়কাল বলা হয়। এরপর তা একত্র হয়ে মথিত হয় ও তার সাথে সন্তান তৈরির মাটি মিশ্রিত হয়ে জমাট রক্তে পরিণত হয়। এভাবে চলতে চলতে দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়।

৪৪. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৩২০৮, ৬৫৯৪, ৭৪৫৪, সহিহ মুসলিম, ২৬৪৩, ২৬৪৫, সুনানে আবু দাউদ, ৪৭০৮, জামিউত তিরমিযি, ২১৩৭, সুনানে দারেমি, ২১৩, মুসনাদে আহমদ, ৩৫৫৩, ৩৬২৪, ৩৯৩৪, ৪০৯১।

৪৫. সূরা আত তারিক, আয়াত - ৬-৭



এতে আরো উপাদান মিশ্রিত হয়ে গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়। সে সময় এটি চর্বণকৃত গ্রাসের মত আকৃতি ধারণ করে বলে আরবিতে একে (مضغه) বা চর্বণপিণ্ড বলা হয়। তৃতীয় ধাপে আল্লাহ একে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি দান করেন। কান, চোখ, নাক মুখের নকশা তৈরি করেন। দেহাভ্যন্তরে শিরা-উপশিরা তৈরি করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

তিনি সেই সত্তা, যিনি গর্ভাশয়ে নিজের ইচ্ছামত তোমাদের আকৃতি দান করেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রজ্ঞাময় ও পরাক্রমশালী।<sup>৪৬</sup>

প্রতিটি ধাপে চল্লিশদিন করে তিনটি ধাপ অতিক্রান্ত হলে অনাগত সন্তানের চারমাস পূর্ণ হয়। তখনই আল্লাহ তার মাঝে প্রাণ সঞ্চার করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ

হে মানব সমাজ, তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে থাক, তবে জেনে রাখ, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।<sup>৪৭</sup>

অর্থাৎ, তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে মাটি থেকে, অতঃপর তার বংশধররূপে তোমাদেরকে বীৰ্য থেকে সৃষ্টি করেছি। মূলপাঠে উল্লিখিত আরবি শব্দ (نطفه) শব্দের মূল অর্থ হল বীৰ্য। যেটি মূলতঃ সামান্য পানি। এর বহুবচন نُطْفٌ، نُطْفٌ ।

“অতঃপর জমাট রক্তে পরিণত হয়।”

গাঢ় জমাট রক্তকে (علقه) বলা হয়। মানে উক্ত বীৰ্য জমাট রক্তে পরিণত হয়ে যায়।

৪৬. সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৬

৪৭. সূরা হজ্জ, আয়াত-৫

অতঃপর মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। (مضغه) মানে ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড।

“চাই সেটি আকৃতিপ্রাপ্ত বা আকৃতিহীন হোক।”

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, (مخلقه) মানে পূর্ণাঙ্গ ও আকৃতিপ্রাপ্ত। (غير مخلقه) মানে অপূর্ণাঙ্গ বা অসম্পূর্ণ আকৃতিপ্রাপ্ত।

মুজাহিদ রহ. বলেন, প্রথমটির মানে আকারপ্রাপ্ত। আর দ্বিতীয়টির মানে অনাকৃত, আকার বিনষ্ট বা বিকলাঙ্গ।

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, বীর্ষ যখন মাতৃগর্ভে স্থির হয়, ফেরেশতা এটি হাতে নিয়ে বলেন, হে আল্লাহ, একে আকৃতি দান করা হবে না কি হবে না? যদি আল্লাহ আকৃতি না পাওয়ার কথা বলেন, তবে ফেরেশতা সেটিকে প্রাণের স্পন্দন প্রদান ব্যতিরেকে গর্ভে নিক্ষেপ করেন। পরে সেটি রক্তে পরিণত হয়। আর যদি আল্লাহ সেটিকে আকৃতিপ্রাপ্য বলে সিদ্ধান্ত দেন, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ, নর হবে-না নারী হবে? ভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগা হবে? তার জীবিকা কেমন হবে? আয়ুষ্কাল কত হবে? কোন ভূমিতে মৃত্যুবরণ করবে? তখন তাকে এসবের উত্তরে বলে দেওয়া হয়, তার জন্য সংরক্ষিত কিতাব তাকদিরের কাছে যাও। যেখানে এসব পেয়ে যাবে। ফেরেশতা যেখানে গিয়ে সব বিধিবদ্ধ করে রাখেন। ফলে অনন্তকাল পর্যন্ত সেটি তার ক্ষেত্রেই চিরায়ত হয়ে যায়। এজন্যই নিম্নোক্ত আরবি প্রবাদের উৎপত্তি:

السَّعَادَةُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ.

মানুষের জন্মের পূর্বেই তার সৌভাগ্যের অবতারণা হয়ে থাকে।

“তার প্রতি ভাগ্যলিপি অবধারিত হয়:” অর্থাৎ, আল্লাহর জ্ঞান বা লাওহে মাহফুজে যা অবধারিত হয় অথবা মাতৃগর্ভকালীন যা অবধারিত হয়। তাকদিরের প্রকারচতুষ্টয় সংক্রান্ত আলোচনা পূর্বেই (দ্বিতীয় হাদিসের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যায়) অতিক্রান্ত হয়েছে।



“তার ও জাহান্নাতের মাঝে শুধুমাত্র একহাত পরিমাণ ব্যবধান থাকে।”

এটি একটি প্রবাদ পর্যায়ের বাক্য। এর মর্ম হল, শেষ জীবনের কিছু সময়। বাস্তবিকই একহাত ও তার জীবনের সীমা নির্ধারণ এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা কাফের (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) লা ইলাহা ইল্লাহ বলে মৃত্যুবরণ করলে সেও জাহান্নাতে প্রবেশ করবে। তেমনিভাবে কোন মুসলিমও জীবনের শেষ পর্যায়ে কুফরবাচক শব্দ উচ্চারণ করে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে যাবে। কোন ব্যক্তি সর্বপ্রকার সৎকাজ সম্পাদন করার পরও তার জাহান্নাতে যাওয়ার অনিশ্চয়তা এবং কোন ব্যক্তি সব ধরনের অসৎকাজ করা সত্ত্বেও তার জাহান্নামে যাওয়া নিয়ে সংশয়ের প্রমাণ এ হাদিসে রয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ তার আমলের প্রতি নিশ্চিত নির্ভর করে বসে থাকার ব্যপারে নেতিবাচক ধারণা এ হাদিস থেকে পাওয়া গেল। কেননা, কেউই নিজ পরিণাম সম্পর্কে জানে না। তাই সকলেরই উচিত নিজের পরিণাম সুন্দর ও শুভ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করা এবং অশুভ পরিণাম ও মন্দ ফলাফল থেকে আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া।

প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তো বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমি কিছুতেই সৎকর্মপরায়ণ মানুষের প্রতিদান বিনষ্ট করব না।<sup>৪৮</sup>

আয়াতের বাহ্যিক অর্থানুসারে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সৎকর্ম কবুল করে নেওয়া হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যদি রক্ষিত হয়, তবে সৎকর্মপরায়ণতা সত্ত্বেও অশুভ পরিণাম লাভকারী কেউ তো আর থাকবে না?

দু'ভাবে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমত: হতে পারে, এই প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র শুভপরিণাম ও আমলের গ্রহণযোগ্যতার সাথে শর্তযুক্ত।

দ্বিতীয়ত: এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি ঈমান আনে ও একনিষ্ঠভাবে আমলে সালাহ তথা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, তবে স্বভাবতই তার পরিণাম শুভ হয়। অশুভ পরিণাম তো তার ক্ষেত্রেই হয়, যে অসৎকর্ম করে আর লৌকিকতা ও সুখ্যাতি প্রবণতা মিশ্রিত সৎকাজ সম্পাদন করে।

“জান্নাতের যোগ্য আমল করে।”

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ মানুষের মাঝে প্রচলিত ধারণা মতে জান্নাতবাসীদের অনুরূপ আমল করে। তথা তাকদীরের গোপন ভেদ সত্ত্বেও মানুষের ধারণায় যে সমস্ত কাজগুলোর পরিণামে জান্নাত মিলবে সে অনুযায়ী জান্নাতের যোগ্য আমল করা।

এই হাদিস দ্বারা এ কথারও প্রমাণ মিলে যে, বাস্তবে কোন বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাতে চাইলে তাকে কসমের সাথে যুক্ত করা মুস্তাহাব।

আল্লাহ তাআলা শপথ করে বলেছেন,

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ

সুতরাং আসমান যমিনের প্রতিপালকের শপথ, পরকাল সত্য।<sup>৪৯</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন,

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ<sup>৫০</sup>

হে নবি, বলুন, আমার প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। তারপর তোমরা নিজেদের আমল সম্পর্কে অবহিত হবে।<sup>৫০</sup>

সকল বিষয়ে আল্লাহই অধিক ও যথাযথ জ্ঞানের অধিকারী।

৪৯. সূরা যারিয়াত, আয়াত-২৩

৫০. সূরা তাগাবুন, আয়াত- ৭



## ইসলামে নবোদ্ভাবনের নিষেধাজ্ঞা

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ   قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.  
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

অনুবাদ: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমাদের দ্বীনী বিষয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।<sup>৫১</sup>

সহিহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, যে আমাদের নির্দেশনা বহির্ভূত কোন কাজ করে, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।<sup>৫২</sup>

### ব্যাখ্যা

সমস্ত ইবাদত তথা গোসল, ওযু, সাওম, সালাত শরিয়তের নির্দেশনা বহির্ভূত পন্থায় সম্পাদিত হলে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হবে। তদ্রূপ, ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে ফাসিদ কার্যচুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত বিষয় তার মালিক বা স্বত্বাধিকারীর প্রতি আবশ্যিকভাবে প্রত্যর্পিত হবে। চুক্তির অপর পক্ষ তার মালিকানা লাভ করবে না।

৫১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-২৬৯৭, সহিহ মুসলিম, ১৭১৮ (১৭), সুনানে আবু দাউদ, ৪৬০৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৪, মুসনাদে আহমদ, ২৪৪৫০, ২৫১২৮, ২৫৪৭২, ২৬০৩৩, ২৬১৯১, ২৬৩২৯।

৫২. সহিহ মুসলিম, ১৭১৮ (১৮)

নিম্নোক্ত হাদিসটি তার প্রমাণ:

إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَىٰ هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَىٰ ابْنِي الرَّجْمَ، فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَىٰ ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَىٰ امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ؛ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَىٰ ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ».

জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে আরজ করেছিল, আমার পুত্র এক ব্যক্তির ভৃত্য থাকাকালীন মনিবের স্ত্রীর সাথে অপকর্ম করেছে। আমি জানি, আমার পুত্রকে প্রস্তরঘাত করা ওয়াজিব। তাই আমি একজন বাদী ও একশত ছাগী সেই ব্যক্তির ফিদইয়া হিসেবে প্রদান করেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, বাদী ও বকরি তোমার প্রতি অর্পিত হবে।<sup>৫৩</sup>

এতে এ বিষয়টিই প্রমাণিত হয়, কোন ব্যক্তি দ্বীনে ইসলামের মধ্যে শরিয়ত বহির্ভূত নতুন কোন বিদআতের উদ্ভাবন ঘটালে এর পাপ তার উপরই বর্তায়। তার আমল প্রত্যাখ্যাত ও সে শাস্তির যোগ্য বলে গণ্য হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

مَنْ أَخَذَ حَدَّثًا أَوْ آوَىٰ مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

যে কোন বিদআতের সূচনা করে বা কোন বিদআত প্রবর্তককে সমর্থন করে, তার প্রতি সততই আল্লাহর অভিশম্পাত বর্ষিত হয়।<sup>৫৪</sup>

৫৩. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-২৭২৫, ২৩১৪, ২৬৪৯, ২৬৯৫, ৬৬৩৩, ৬৮২৭, ৬৮৩১, ৬৮৩৩, ৬৮৩৫, ৬৮৪২, ৬৮৫৯, ৭১৯৩, ৭২৫৮, ৭২৬০, ৭২৭৮, সহিহ মুসলিম, ১৬৯৭, জামিউত তিরমিযি, ১৪৩৩, সুনানে আবু দাউদ, ৪৪৪৫, মুয়াত্তা মালেক, ২৩৭৯, সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৫৪৯।

৫৪. সহিহ মুসলিম, ১৩৭০, সহিহ বুখারি, ১৮৭০, ৩১৭২, ৩১৭৯, ৬৭৫৫, ৭৩০০, জামিউত তিরমিযি, ২১২৭, ৩৯১৪, মুসনাদে আহমাদ, ৬১৫।



## ০৬. ষষ্ঠ হাদিস

### সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা তাকওয়ার দাবি

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْغَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হযরত আবু আব্দুল্লাহ নুমান ইবনে বাশির রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, হালাল হারাম উভয়টিই সুস্পষ্ট। তবে উভয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বহু সংশয়যুক্ত বিষয়াদি রয়েছে, যেগুলো অনেক মানুষ জানে না। সুতরাং যে সর্বপ্রকার সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করে, সে নিজের দীন ও সম্মানকে রক্ষা করে। আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়াবলিতে লিপ্ত হয়, সে ক্রমান্বয়ে হারাম বিষয়েও লিপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ: কোন রাখাল যদি সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে পশু চড়ায়, তবে সে পশু উক্ত চারণভূমিতেও চড়ে বেড়ানোর সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

জেনে রাখো, প্রত্যেক রাজা বাদশাহর যেমন সংরক্ষিত সীমানা থাকে, তেমনি আল্লাহর সংরক্ষিত সীমানা হল নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। আর প্রতিটি

মানবদেহেই একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। এটি পরিশুদ্ধ থাকলে গোটা মানবদেহ পরিশুদ্ধ থাকে। আর তা অসুস্থ হলে গোটা মানবদেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। যেটি হল ক্লব বা হৃদপিণ্ড।”

ব্যাখ্যা:

“হালাল হারাম উভয়টিই সুস্পষ্ট।” হালাল-হারামের সীমা নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরাম মতানৈক্য করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে, শরয়ী দলিল যার বৈধতার প্রমাণ পেশ করে, তাই হালাল। এ ছাড়া সব হারাম।

আর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে, শরয়ী দলিল যার অবৈধতার প্রমাণ পেশ করে, তাই হারাম। আর বাকি সব হালাল।

“হালাল হারাম উভয়টির মাঝে বৈধতা ও অবৈধতার সংশয়যুক্ত কতিপয় বিষয় রয়েছে।” যখন কোন বিষয়ের অপছন্দনীয়তা দূরীভূত হয় ও সে সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন অবান্তর বলে গণ্য হয়, তখন সেটি মুতাশাবিহাত বা সন্দেহযুক্ত বিষয়রূপে গণ্য হয় না। যেমন, কোন ভিনদেশী বণিক পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পসরা সাজালে সে সম্পর্কে আলোচনা করার কোনই প্রয়োজন নেই। তা মুস্তহাবও নয়। বরং এ সম্পর্কে নেতিবাচক আলোচনা বা কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন সম্পূর্ণ অবান্তর।

“যে সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকে নিজেকে রক্ষা করে সে নিজের দীন ও সম্মান রক্ষা করে।”

অর্থাৎ, সে নিজের দ্বীনী পবিত্রতা রক্ষা করতে চেয়েছে ও সন্দেহ-সংশয় থেকে নিরাপদ থেকেছে। ধর্মীয় সম্মানহানি এভাবে হয় যে, সে তা

৫৫. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৫২, ২০৫১, সহিহ মুসলিম, ১৫৯৯, জামিউত তিরমিযি, ১২০৫, সুনানে আবু দাউদ, ৩৩২৯, সুনানে নাসাঈ, ৪৪৫৩, ৫৭১০, মুসনাদে আহমদ, ১৮৩৪৭, ১৮৩৬৮, ১৮৩৭৪, ১৮৩৮৪, ১৮৪১২, ১৮৪১৮, সুনানে দারেমি, ২৫৭৩।



বর্জন না করার দরুণ নির্বোধেরা তার প্রতি দোষচর্চার অভ্যাস প্রবলম্বিত করেছে ও তার প্রতি হারাম ভক্ষণের অপবাদ আরোপ করেছে। এতে করে সে তাদের গুনাহের কারণ তথা উপলক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْفَنَ مَوَاقِفَ التَّهْمِ.

অর্থ: যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন অপবাদের স্থানে গমন না করে।<sup>৫৬</sup>

হযরত আলী রা. বলেন, অন্তরের অস্বীকৃত বিষয়াদি থেকে সাবধানে থেকো। যদিও এ বিষয়ে তোমার কোন অজুহাত থাকে। কেননা, বহু অনৈতিক বিষয়ের শ্রোতা এমন আছে, যাদেরকে তুমি অজুহাত শ্রবণ করাতে সক্ষম নও।

সুনানে তিরমিযিতে আছে,

قَالَ إِذَا أَحَدُكُمْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ فَلْيَنْصَرِفْ.

তোমাদের কেউ নামায আদায়কালে নাপাকগ্রস্ত হলে নাক ধরে বেরিয়ে পড়া উচিত। নতুবা তার প্রতি নবোদ্ভাবনের অপবাদ আরোপিত হতে পারে।<sup>৫৭</sup>

“সে ক্রমান্বয়ে সন্দেহজনক বিষয়াদিতেও লিপ্ত হয়।”

এতে দুটি সম্ভাবনা আছে। প্রথমত: অজ্ঞাতসারে হারামে লিপ্ত হওয়া। দ্বিতীয়ত: হারামে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হওয়া। প্রবাদ আছে: পাপাচার কুফরের ডাক স্বরূপ। কেননা, মানুষের আত্মা একবার অবৈধ বিষয়ে লিপ্ত

৫৬. আল্লামা জামাল উদ্দীন জায়লায়ী রহ. “তাকসিরে কাশশাফ লিয যামাখশারী” ফি তাখরিযিল আহাদিস ওয়াল আছারিল ওয়াকিয়া’ র ১০৪২ নং হাদীসে এটাকে গরিব হাদিস বলেছেন।

৫৭. وقد أشار أبو داود إلى إعلاله فقال في سننه (٢٧٣/١ ح ١١١٤) رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرنا عائشة.

হলে ক্রমান্বয়ে এরচে' গুরুতর অনৈতিক বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে:

وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذُلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٥٧﴾

তাদের (বনী ইসরাঈলের) অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের কারণে তারা অন্যায়ভাবে নবিগণকে হত্যা করত।<sup>৫৭</sup>

অর্থাৎ, নবিগণকে হত্যার মাধ্যমে তারা ক্রমান্বয়ে অপরাধ প্রবণতায় অগ্রসর হত।

হাদিস শরিফে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ».

প্রথমে ডিমচুরির দরুণ যে চোরের হাত কর্তনের পর উটের রশি চুরির অপরাধে আবারও হাত কাটা যায়, আল্লাহ তার প্রতি অভিশম্পাত করেছেন।<sup>৫৮</sup> অর্থাৎ, ডিমচুরি থেকে রশিচুরি, হাত কর্তনের বিধান প্রযোজ্য হওয়ার গণ্ডি ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বগমন আল্লাহর অভিশম্পাতের কারণ।

“সংরক্ষিত চারণভূমি:” কোন বৈধভূমিকে হাশিশ বা অন্য কোন তৃণলতা উৎপাদন করে সংরক্ষিত করা হলে সেটিই সংরক্ষিত চারণভূমি। সুতরাং সে অন্যের সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে আবর্তন করে, তার পশু এতে চড়াও হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে, চারণভূমির নিরাপদ দূরত্বে কেউ উষ্ট্রী চড়ালে এর সম্ভাবনা নেই।

জেনে রাখা উচিত, প্রত্যেক মর্যাদাবান বিষয়েরই পরিবেষ্টনকারী সীমা আছে। যেমন জননেত্রীয় মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। উরুদ্বয়

৫৮. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১১২

৫৯. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬৭৮৩, ৬৭৯৯, সহিহ মুসলিম, ১৬৮৭, সুনানে নাসাঈ, ৪৮৭৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৫৮৩, মুসনাদে আহমাদ, ৭৪৩৬।



এর পরিবেষ্টক। এ দুটি অঙ্গ উক্ত অঙ্গের হারামের সীমা সংরক্ষণ করে রেখেছে। তেমনিভাবে গায়রে মাহরাম বা অপরিচিত রমণীর সাথে নির্জনতা অবলম্বন হারামের সীমা। নিষিদ্ধ বিষয় ও তার সীমারেখা উভয়টি থেকে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য আবশ্যিক। নিষিদ্ধ বিষয়টি মৌলিক হারাম। আর হারামের প্রবেশদ্বার হওয়ার দরুণ তার সীমানাও হারাম।

**“মানবদেহে একটি গোশতপিণ্ড আছে।”**

সেটি অবনত থাকলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবনত থাকে। সেটি উদ্ধত থাকলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও উদ্ধত হয়ে যায়। সর্বোপরি, সেটি বিনষ্ট হলে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গও বিনষ্ট হয়।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, সমগ্র মানবদেহ একটি সাম্রাজ্যের মত। হৃদপিণ্ড তার রাজধানী আর অন্তর তার নগর। অন্যান্য অঙ্গসমূহ এ সাম্রাজ্যের সেবক। দেহের অভ্যন্তরে সুপ্ত সঞ্চিত শক্তিমত্তা সে শহরের আবাদভূমি। বিবেক এর কল্যাণকামী ও বন্ধুত্বাপন্ন মন্ত্রী। জৈবিক চাহিদা হল, এ সাম্রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত লোকদের কাছে জীবিকা প্রার্থীর মত। রাগ-ক্রোধ এ সাম্রাজ্যের পুলিশ বাহিনী প্রধান। তা এক অসাধু কুশলী মন্ত্রীর মত হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে থাকে। অথচ তার মন্ত্রণা সাক্ষাৎ বিষ ও তার স্বভাব তর্কপ্রিয়। মস্তিষ্কের অগ্রভাগস্থ কল্পনা শক্তি, মধ্যভাগস্থ চিন্তাশক্তি, পশ্চাদভাগস্থ স্মরণশক্তি এ সাম্রাজ্যের রাজকীয় কোষাগার। জিহ্বা সাম্রাজ্যের সাহিত্যিক ভাষ্যকর। আর পঞ্চেন্দ্রিয় তার গোয়েন্দা বাহিনী। সকলেই নিজস্ব নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিযুক্ত। চক্ষু বর্ণজগতের, কর্ণ শব্দজগতের, এমনভাবে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত। কেননা, পরকালে সকল অঙ্গই আল্লাহর দরবারে সংবাদ প্রদান করবে।

এ ছাড়াও বর্ণিত আছে, এসবের প্রতিটিই রক্ষকের মত সবকিছু অন্তরে পৌঁছে দেয়। আরও বর্ণিত আছে, কান, চোখ, নাক অন্তরের দৃষ্টি প্রদায়ক শক্তি। আরও বলা হয়ে থাকে, অন্তর এসবের রক্ষক। একটি সাম্রাজ্যের

রক্ষক শ্রেণি সংশোধিত হলে প্রজাগণও সংশোধিত হয়ে যায়। রক্ষক শ্রেণি অসংশোধিত হলে প্রজাগণও অসংশোধিত রয়ে যায়। প্রতারণা, বিদ্বেষ, হিংসা, কুণ্ঠতা, কৃপণতা, অহংকার, গরিমা, লৌকিকতা, সুখ্যাতি-প্রবণতা, কুটিলতা, লোভ-লালসা, আল্লাহর ফায়সালায় অসন্তুষ্টি ইত্যাকার আত্মিক ব্যাধি থেকে অন্তরের পবিত্রতা অর্জিত হলেই মানবসমাজ পবিত্র থাকে। প্রায় চল্লিশটির মত আত্মিক ব্যাধি রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এসব থেকে মুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ অন্তর্ধারী মহান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করুন।



## ০৭. সপ্তম হাদিস

### দ্বীন সৎ পরামর্শ ও নিষ্ঠার নাম

عَنْ أَبِي رُقَيْةٍ تَمِيمٍ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হযরত আবু রুকাইয়াহ তামিম দারী রা. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দ্বীন হল নিষ্ঠার নাম। আমরা বললাম, এ নিষ্ঠা কার প্রতি?

তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি, তার কিতাবের প্রতি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, মুসলিম শাসকবর্গের প্রতি এবং সাধারণ মুসলমানদের প্রতি।<sup>৩০</sup>

ব্যাখ্যা:

ইমাম খাত্তাবী রহ. বলেন, (نَصِيحَتُهُ) নসিহত একটি সারগর্ভ শব্দ। এর অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। অন্যান্য ভাষাবিদগণ বলেন, এর সাধারণ অর্থ:

১. কল্যাণ কামনা করা।
২. আন্তরিক মনোভাব পোষণ করা।
৩. সৎ পরামর্শ দান করা। প্রভৃতি।

বিশ্লেষিত অর্থে: ১. সৎ পরামর্শ প্রত্যাশী ব্যক্তির সফলতা লাভ করা।

২. আন্তরিক মনোভাব নিয়ে কারো কল্যাণে নিবেদিত হওয়া।

কতিপয় ভাষাবিদ বলেন, আরবি প্রবাদ: نصح الرجل توبه (লোকটি নিজের কাপড় সেলাই করল) এ থেকে (نَصِيحَةُ) নাসিহাহ শব্দটি উদ্ভূত।

৩০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৫৫, সুনানে আবু দাউদ, ৪৯৪৪, সুনানে নাসাঈ, ৪১৯৭, ৪১৯৮, মুসনাদে আহমদ, ১৬৯৪০, ১৬৯৪১, ১৬৯৪৫, ১৬৯৪৬, ১৬৯৪৭।

কাপড় সেলাই করার সময় মানুষ যে কল্যাণ চিন্তা করে, এটিকেই ভাষাবিদগণ উপদেশের জন্য উপমিত করেছেন। এ ছাড়াও সেলাইকারী কাপড়ের ছিন্নতা রোধ করার সময় যে কল্যাণ কর্ম সম্পাদন করে, এর সাথে ভাষাবিদগণ উপদেশ বা নিষ্ঠার তুলনা করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, আরবি প্রবাদ نَصَحْتُ الْعَسَلَ مِنَ الشَّمْعِ (মোম থেকে মধু স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে বা নিংড়ানো হয়েছে) থেকে এটি উদ্ভূত। এক্ষেত্রে উপদেশ-নিষ্ঠাকে ধোকা থেকে মুক্ত থাকার বিষয়কে মধুর মধ্যে জীবাণুর মিশ্রণ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়টির সহিত ভাষাবিদগণ তুলনা করেছেন।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠার মানে হল, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তার সাথে অন্য কারো অংশিদারিত্ব স্থাপন না করার প্রতি নিবিষ্ট হওয়া। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি আবর্তন করা আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা পোষণের অন্তর্ভুক্ত।

- তার গুণাবলিতে অবিকল অবিকৃতরূপে বিশ্বাস স্থাপন। সর্বময় পূর্ণাঙ্গ ও প্রতাপসমৃদ্ধ গুণাবলির অধিকারী বলে তাকে মান্য করা।
- সবধরনের অপূর্ণতা তার থেকে মুক্ত থাকার বিশ্বাস স্থাপন।
- তার আনুগত্যের প্রতি নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ।
- তার অবাধ্যতা থেকে নিজেকে মুক্তকরণ।
- তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কারো প্রতি ভালবাসা পোষণ।
- তার সন্তুষ্টির জন্যই কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ।
- তার অনুগত বান্দাকে প্রীতি প্রদান।
- তার অবাধ্য বান্দার প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন।
- তাকে অস্বীকারকারী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তির সাথে জিহাদ সম্পাদন।
- তার নিয়ামতের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।



- আল্লাহ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে একনিষ্ঠতা পোষণ।
- উল্লিখিত সকল বিষয়ে তাঁর সকাশে নিজে প্রার্থনা করা ও অপরকে এতে উৎসাহ প্রদান।
- সকল মানুষ, বিশেষত এক্ষেত্রে মর্যাদাবান মানুষের সাথে কোমলতা ও সৌজন্য প্রদর্শন।

মৌলিকভাবে এ সকল বিষয় বান্দার কল্যাণের উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা কোন নিষ্ঠাবান বান্দার কল্যাণকামিতা ও নিষ্ঠা থেকে সম্পূর্ণই অমুখাপেক্ষী।

আর কিতাবুল্লাহর প্রতি নিষ্ঠার অর্থ হল এটিকে আল্লাহর অবতীর্ণ বার্তা বলে বিশ্বাস স্থাপন করা। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়াদি এর অনুবর্তী করে নেওয়া।

- মানবীয় কথা-বার্তার কোনটিই এর সদৃশ নয়।
- সৃষ্টি জগতের কেউই এমন কোন কিতাব তৈরিতে সক্ষম নয়।
- একে অতীব বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন।
- যথাযথরূপে তেলাওয়াত করণ।
- এর সমীপে নতি প্রদর্শন।
- তিলাওয়াতের সময়কালে এর বর্ণগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ।
- বিকৃতি সাধনকারীদের অপব্যখ্যার কবল থেকে একে রক্ষা করণ।
- একে আঘাতকারীদের থেকে প্রতিহত করণ।
- এর বিষয়বস্তুকে সত্যায়ন।
- বিধানাবলী মান্যকরণ।
- এর জ্ঞান ও উপমাসমূহের অনুধাবন।
- এর উপদেশমালার আলোকে শিক্ষা গ্রহণ।

- এর অলৌকিকতা নিয়ে গবেষণা করণ।
- এর মুহকাম (সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন) আয়াত অনুযায়ী আমল সম্পাদন।
- এর মুতাশাবিহাত (অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক) আয়াতসমূহকেও মান্যকরণ।
- এর ব্যাপকতা (عموم) ও নির্দিষ্টতা (خصوص) সম্পর্কে আলোকপাত।
- এর নাসিখ মানসুখ (বিধান রহিতকারী ও বিধান রহিত আয়াত) সম্পর্কিত গবেষণা।
- এর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারণ।
- এর প্রতি মানব সমাজকে আহ্বান।

এসব বিষয়ই কুরআনের প্রতি নিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নিষ্ঠার মানে হল:

- রিসালাতের সত্যায়ন করা।
- তার আনীত সকল বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা।
- আদেশ নিষেধ মেনে চলা।
- জীবিত ও মৃত অবস্থায় তার দ্বীনের সহায়তা করা।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রুর বিরোধিতা এবং বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব রাখা।
- যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা।
- সুন্নাহ ও আদর্শ বাস্তবায়ন করা।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত প্রচার করা।
- তার আদর্শের বহুল প্রসার ঘটানো।
- এর প্রতি আরোপিত অপবাদ প্রতিহত করা।
- ইলমে নবুওয়াতের ব্যাপক অনুশীলন ও গবেষণা করা।
- ইলম শিক্ষা লাভ, শিক্ষা দান, এর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব তুলে ধরা।



- হাদিস পাঠ করার আদব বজায়ে রাখা ও হাদিস পাঠকালে সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত কথা বলা থেকে বিরত থাকা।
- নববি শিক্ষার ধারক আলেমগণকে শ্রদ্ধা করা।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিষ্টাচার গ্রহণ করা ও তার চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া।
- তার পরিবার পরিজন ও সাথীবর্গকে ভালোবাসা।
- বিদআত প্রবর্তক ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবির দোষ বর্ণনাকারীকে এড়িয়ে চলা।

মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি নিষ্ঠা:

- সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
- সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ।
- সৎকাজে পরামর্শদান।
- অসৎকাজে নিবৃত্তকরণ।
- নম্রতা ও দয়ার মন্ত্রণা প্রদান।
- মুসলমানদের যে সমস্ত অধিকার তার ঔদাসীন্যে রয়েছে, সে সম্পর্কে সচেতনতা দান।
- তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইচ্ছা বর্জন।
- তাদের মান্যতার জন্য সাধারণ মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ।

ইমাম খাতাবী রহ. আরো কয়েকটি যুক্ত করেছেন।

- তাঁদের পেছনে নামায আদায়করণ।
- তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ।
- তাঁদের নিযুক্ত প্রতিনিধির কাছে যাকাত (বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর) আদায় করণ।

- তাঁদের পক্ষ থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পেলে তাদের বিরুদ্ধে তরবারী কোষমুক্ত করে বিদ্রোহের ইচ্ছা বর্জন করা।
- তাঁদের ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রশংসা পরিহারকরণ।
- তাঁদের তরে সদা কল্যাণের আবাহন।

ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, (نصيحة) নসিহত তথা নিষ্ঠাকেই দ্বীন ও ইসলাম বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর দ্বীন যেমনিভাবে বাচনিকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি আমাল তথা কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। তিনি আরো বলেন, নিষ্ঠা একটি আবশ্যিক বিষয়, যার পালনকারীকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হয়, এবং পরিহারকারীকে বঞ্চিত করা হয়।

তিনি এও বলেছেন, যদি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি জানে যে, তার পরামর্শ গ্রাহ্য হবে ও তার কথা মান্য হবে এবং সে নিজের ক্ষেত্রে সকল অপ্রীতিকর বিষয় থেকে নিরাপত্তাবোধ করে, তবে নসিহত তথা সৎপরামর্শ দান করা তার জন্য আবশ্যিক। আর নিরাপত্তাহীনতার আশংকা করলে সেক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ইবনে বাত্তাল রহ.এর এ বক্তব্যের উপর প্রশ্ন হতে পারে

সহিহ বুখারিতে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصُ.

“তোমাদের কেউ তার দ্বীনী ভাইয়ের কাছে সৎ পরামর্শ কামনা করলে তার কল্যাণ সাধন করা ও সৎপরামর্শ দান করা উচিত।”<sup>৬১</sup>

تعليق البخاري: كتاب البيوع: باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ ٦١.



এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, কেউ পরামর্শ চাইলে তাকে সৎপরামর্শ দান করা বা কল্যাণ কামনা করা আবশ্যিক হয়। এমনিতেই কারো প্রতি নিষ্ঠা পোষণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, এখানে অপরভাই কর্তৃক সৎ পরামর্শ কামনার শর্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে সৎপরামর্শ দানের বিষয়টি শর্তযুক্ত ও জটিল হয়ে যায়।

এর উত্তর হল, এ হাদিসটি পার্শ্ব বিষয় তথা বিবাহ ও মানুষের সামাজিক আচরণবিধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। আর প্রথমটি (খাতাবীর বক্তব্যটি) ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যিক দ্বীনী বিষয়াদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

## ০৮. অষ্টম হাদিস

### মুসলমানের মর্যাদা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

অনুবাদ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল, মানুষেরা এ সাক্ষ্য দান করত নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে তাদের সাথে লড়াই করতে আদেশ করা হয়েছে। যখনই তারা এহেন সাক্ষ্য দিবে, যেন তখনই তারা ইসলামসম্মত কোন অধিকার ব্যতিরেকে আমার কাছ থেকে নিজেদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করে নিল। আর তাদের হিসাব নিকাশ তো আল্লাহর কাছে।<sup>৬২</sup>

ব্যাখ্যা: “আমাকে লড়াই করতে আদেশ করা হয়েছে:” এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নির্দেশক ক্রিয়া সাধারণভাবে ওয়াজিবের বিধান সাব্যস্ত করে থাকে।

“যখনই তারা এ দুটি বিধান পালন করে” তখনই তারা ইসলাম সম্মত কোন অধিকার ব্যতিরেকে আমার কাছ থেকে নিজেদের প্রাণ ও ধন সম্পদ সংরক্ষণ করে নিল।

৬২. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-২৫, ২৯৪৬, সহিহ মুসলিম, ২২, মুসনাদে আহমদ, ৫১১৪, ৫১১৫, ৫৬৬৭



প্রশ্ন হতে পারে,

হুজ্জ ও সাওম ইসলামের রোকন হওয়া সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দুটিকে এখানে উল্লেখ করেননি কেন?

উত্তরে বলা হবে, সাওম পরিত্যাগের দরুণ মানুষের সাথে লড়াই করা যায় না। বরং তাকে আবদ্ধ রেখে পানাহার বন্ধ করে দেওয়া যায়। তেমনিভাবে হুজ্জের ক্ষেত্রেও বিলম্বিত করণের অবকাশ থাকায় লড়াইয়ের সুযোগ রহিত। উল্লিখিত তিনটি পরিত্যাগের দরুণ লড়াইয়ের অবকাশ রয়েছে বিধায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই হযরত মুআয বিন জাবাল রা.-কে ইয়ামান অভিযুখে প্রেরণের সময়েও এ তিনটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন।

“ইসলামসম্মত কোন অধিকার ব্যতিরেকে” ইসলামসম্মত অধিকার বলতে যাবতীয় ওয়াজিব ও ফরজ আমলসমূহ। সুতরাং ফরজ আমল পরিত্যাগকারী, বিদ্রোহী তথা ইসলামি খেলাফতের বিরুদ্ধাচরণকারী, সন্ত্রাসী, আক্রমণকারী, যাকাত অস্বীকারকারী, মুখাপেক্ষী মানুষ ও মূল্যবান পশুপালের পানি আটককারী, আঘাতকারী, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণপরিশোধে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী, বিবাহিত ব্যভিচারী, জুমুআহ ও ওযু পরিত্যাগকারী প্রমুখ ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ। শাফেয়ী মাযহাব মতে, যেহেতু জামাতে নামায আদায় করা ফরযে আইন বা কেফায়াহ, তাই উক্ত মাযহাব মতে জামাত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করা বৈধ।

“তাদের হিসাব নিকাশ তো আল্লাহর সকাশে” অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও রাসুল সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করত নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করল, তারা যেন এসবের মাধ্যমে নিজেদের জান-মাল হেফাজত করে নিল। আর এগুলো পরিচ্ছন্ন ও সঠিক নিয়তে পালন করে থাকলে পালনকারী বান্দা মুমিন বলে গণ্য হবে। আর শাসকের তরবারী থেকে

ভীত হয়ে বাঁচার উদ্দেশ্যে করে থাকলে যে মুনাফিক সদৃশ এবং তার প্রকৃত হিসাব আল্লাহর অবগতিতে রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা সকল গোপনীয়তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। এমনিভাবে যে জানাবাতের গোসল বা ওয়ু ব্যতিরেকে নামায আদায় করে অথবা বাড়িতে গোপনে খেয়ে নিজেকে রোযাদার দাবি করে, তবে তার কথা মেনে তাকে তরবারীর শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। প্রকৃত হিসাব তো আল্লাহর সকাশেই সংরক্ষিত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।



## অধিক প্রশ্নের নিষেধাজ্ঞা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা আবদুর রহমান ইবনে সখর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমাদের জন্য যা আমি নিষিদ্ধ করেছি, তা থেকে বিরত থাকবে। আর যে সকল বিষয়ে আদেশ করি, যথাসাধ্য তা পালন করবে। কেননা, অধিক প্রশ্ন ও নবিগণের সাথে মতভিন্নতাই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছে।<sup>৬০</sup>

ব্যাখ্যা: “তোমাদের জন্য যা আমি নিষিদ্ধ করেছি, তা থেকে বিরত থাকবে,” অর্থাৎ, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ তোমরা সর্বোত্তমভাবেই পরিহার কর। এর কোনটিই গ্রহণ বা পালন করো না। আর এই নিষেধাজ্ঞা অবৈধতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। কেননা, মাকরুহ বা অপছন্দনীয়তার অর্থে প্রযুক্ত নিষেধাজ্ঞার কর্মটি সম্পাদন করা অবৈধ নয়।

আভিধানিক অর্থে (نهي) নাহি তথা নিষেধাজ্ঞার মৌলিক অর্থ: বাধা প্রদান করা।

“যে সকল বিষয়ে আদেশ করি, যথাসাধ্য তা পালন করবে”।

৬০. সহিহ বুখারি, ৭২৮৮, সহিহ মুসলিম, ১৩৩৭, জামিউত তিরমিযি, ২৬৭৯, সুনানে ইবনে মাজাহ, ১, ২।

এতে নিম্নোক্ত কয়েকটি মাসআলা উদ্ভাবিত হয়। যথা:

১. অযুর জন্য অপ্রতুল পানি থাকলে তায়াম্মুম করা ওয়াজিব।
২. ফিতরার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সা' না থাকলে যতটুকু আছে, ততটুকুই দান করা ওয়াজিব।
৩. স্বজন-স্ত্রী ও গবাদি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য না থাকলেও অতটুকুই তাদেরকে দান করা ওয়াজিব।
৪. পক্ষান্তরে, একজন ক্রীতদাসের কিয়দংশের মালিক হলে কাফফারার ক্ষেত্রে তাই আযাদ করা ওয়াজিব নয়। কেননা, এক্ষেত্রে ভিন্ন আরেকটি পন্থা অর্থাৎ, সাওমের মাধ্যমে কাফফারা আদায়ের অবকাশ রয়েছে।

“অধিক প্রশ্ন করা ও নবিগণের সঙ্গে মতভিন্নতাই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছে”

জেনে রাখা উচিত: প্রশ্ন কয়েক প্রকার।

১. দ্বীনের অবশ্য পালনীয় বিষয় সমূহ তথা অযু, নামায, সাওম, লেনদেনের বিধি-বিধান প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির প্রশ্ন উত্থাপন। এ ধরনের প্রশ্ন ওয়াজিব।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَلَبُ الْعِلْمِ  
فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য দ্বীনি ইলম অন্বেষণ করা ফরজ।<sup>৬৪</sup>

এ হাদিসটি এক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে মানুষের নীরবতার কোন অবকাশ নেই।

৬৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২২৪।



আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

তোমরা না জানলে জ্ঞানবানদের সমীপে প্রশ্ন করে জেনে নাও।<sup>৬৫</sup>

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসু জিহ্বা ও জ্ঞানী আত্মা প্রদত্ত হয়েছি। এভাবেই তিনি নিজের জ্ঞান গরিমার বর্ণনা দিয়েছেন।

২. শুধু নিজের আমলের জন্য নয়, বরং সামগ্রিক বিধান তথা ফাতওয়া ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়াদির এবং দ্বীনের প্রজ্ঞা ও প্রাজ্ঞতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿٦٦﴾

দ্বীনের প্রজ্ঞাজ্ঞানের অভিপ্রায়ে তোমাদের প্রতিটি দল থেকে উপদল বের হয়ে স্বজাতির সমীপে প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত থাকা উচিত।<sup>৬৬</sup>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন,

أَلَا لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ.

তোমাদের মধ্যকার উপস্থিত ব্যক্তির যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে তা পৌঁছে দেয়।<sup>৬৭</sup>

আল্লাহ কর্তৃক অনাবশ্যক কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া। এ হাদিসে বর্ণিত অধিকহারে প্রশ্ন উত্থাপন মূলত এক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা,

৬৫. সূরা নাহল, আয়াত- ৪৩

৬৬. সূরা তাওবা, আয়াত- ১২২

৬৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং-১০৩

কখনো প্রশ্নের মাধ্যমে আগত উত্তরের বাধ্যবাধকতার দরুণ কোন কষ্টকর বিধানও আরোপিত হয়ে যায়। এ জন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহবশত কতিপয় বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাই এ সম্পর্কে আর জানতে চেওনা।<sup>৬৮</sup>

হযরত আলী রা. এর সূত্রে বর্ণিত, সূরা আলে ইমরান এর ৯৭ নং আয়াত,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا<sup>ط</sup>

বাইতুল্লাহ গমনে সক্ষম মানুষের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হজ্জ পালন করার বিধান রয়েছে।

এই আয়াত অবতীর্ণ হলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে বসল, হে আল্লাহর রাসুল, প্রতি বছরই হজ্জ পালন করতে হবে নাকি? এভাবে সে দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি হ্যাঁ বলতে উদ্যত হয়েছিলাম। আল্লাহর শপথ, আমি হ্যাঁ বললেই প্রতি বছর হজ্জ পালন করা আবশ্যিক হয়ে যেত। অথচ তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হতে না। তোমাদের ব্যপারে আমি যা বর্জন করেছি, সেখানেই আমাকে রেখে দাও। কারণ, নবিগণের সাথে ভিন্নমত পোষণ ও বহুল প্রশ্ন উত্থাপনই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই তোমাদেরকে আমি যে বিষয়ে নির্দেশ দেই, তোমরা যথাসাধ্য তা পালন করতে সচেষ্ট হও। আর কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা



আরোপ করলে তা পরিহার করে চল। তখনই আব্দুল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতরণ করেন:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ব্যাপারে যা প্রকাশিত হলে তোমরা বিব্রতবোধ করবে, সে সম্পর্কে তোমরা প্রশ্নোত্তর না করোনা।<sup>৬৯</sup>

অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি, তা নিয়ে তোমরা অযাচিত কৌতুহল দেখাতে যেওনা। এ আয়াতে আরোপিত নিষেধাজ্ঞাটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কালের সাথেই সম্পৃক্ত।

মোটকথা, ইসলামি শরিয়তের স্থিরতা লাভ ও তাতে পরিবর্ধনের আশংকা দূরীভূত হওয়ার পর যথা কারণেই নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের বৃহৎ একটি অংশ আয়াতে মুতাশাবিহাতের মর্মার্থ নিয়ে প্রশ্ন করা মাকরুহ সাব্যস্ত করেছেন।

আব্দুল্লাহ তাআলা বলেন,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

দয়াময় প্রভু আরশে সমাসীন রয়েছেন।<sup>৭০</sup>

এক ব্যক্তি ইমাম মালিক রহ. কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, আব্দুল্লাহ তাআলার আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি তো সর্বজনবিদিত। তবে এর ধরন-প্রকৃতি সম্পূর্ণই অজ্ঞাত। এ সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যিক। প্রশ্ন উত্থাপন সম্পূর্ণ বিদআত। হে প্রশ্নকর্তা,

৬৯. সূরা মায়িদা, আয়াত- ১০১

৭০. সূরা তাহা, আয়াত- ৫

তোমাকে একজন অসৎলোক বলেই মনে হয়। হে লোক সকল, তোমরা একে আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও।

আয়াতে মুতাশাবিহাত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের দুটি মাযহাব রয়েছে।

১. সালাফ তথা পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোন সুযোগই নেই।

২. খালাফ তথা পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম বলেন, শুধুমাত্র জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করার খাতিরে প্রশ্ন করার অবকাশ রয়েছে।

কতিপয় আলেম বলেছেন, পূর্ববর্তীদের মাযহাব তথা প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ না থাকা অধিক নিরাপদ। আর পরবর্তীদের মাযহাব তথা প্রশ্নোত্থাপনের অবকাশ থাকা অধিক জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত।



## হালাল ও পবিত্র বিষয়কেই অবলম্বন করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ.. يَا رَبَّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغَدَّيْ بِالْحَرَامِ، فَأَتَى يُسْتَجَابُ لَهُ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বিষয়কেই কবুল করেন। তিনি রাসুলগণকে যে বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন, সাধারণ মুমিনগণকেও সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

হে রাসুলগণ, তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর ও সৎকাজ সম্পাদন কর।<sup>৭১</sup>

অন্যত্র বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরকে প্রদত্ত পবিত্র জীবিকা গ্রহণ কর।<sup>৭২</sup>

৭১. সূরা আল মুমিনুন, আয়াত- ৫১।

৭২. সূরা বাকারা, আয়াত- ১৭২।

অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত-শ্রান্ত ধুলোমলিন ও এলোকেশি হয়ে আকাশ পানে দুহাত উত্তোলন করে আল্লাহকে ডাকে। অথচ তার খাবার, পানীয় ও পরিধেয় বস্ত্র হারামে মিশ্রিত এবং তার শরীরও হারামে গঠিত। তবে তার দোয়া কীভাবে কবুল হবে?<sup>১৭</sup>

ব্যাখ্যা: “আল্লাহ তাআলা পবিত্র।”

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الظَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أُعْطِيتَ، وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ، وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَجْتَ.

হযরত আয়িশা রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ, যার ওয়াসিলা নিয়ে ডাকলে তুমি দান কর, যার ওয়াসিলা নিয়ে চাইলে তুমি সাড়া দাও, যে নাম দ্বারা অনুগ্রহ কামনা করলে তুমি অনুগ্রহ কর, যা দিয়ে সচ্ছলতা প্রার্থনা করলে তুমি সচ্ছলতা দান কর, তোমার সে সকল পূতঃপবিত্র প্রিয়তম বরকতময় কল্যাণী নামের ওয়াসিলায় আমি তোমার সকাশে প্রার্থনা করছি।<sup>১৮</sup>

মূলপাঠে উল্লিখিত (طَيِّبٌ) তায়্যিব শব্দটির অর্থ পবিত্র। বিশ্লেষিত অর্থে এর মানে; যাবতীয় অপূর্ণতা ও নিকৃষ্টতা থেকে মুক্ত। তা (فُذُوءٌ) তথা মহাপবিত্র এর সমার্থক।

কেউ কেউ বলেছেন, নির্মল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহর নামসমূহের পরিচয় লাভকারী ও তার প্রশংসায় নিরত বান্দা, যারা সৎকাজের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশকারী, তাদের পবিত্রতা এবং তাদের সম্পাদিত

১৭. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-১০১৫, জামিউত তিরমিযি, ২৯৮৯, মুসনাদে আহমাদ, ৮৩৪৮, সুনানে দারেমি, ২৭৫৯।

১৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৮৫৯।



আমলসমূহের পবিত্রতাকে তায়্যিব বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ বা মহাপবিত্র বাক্য এটি (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) “লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ” তথা আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য ও পালনকর্তা নেই।

“তিনি শুধু পবিত্র বিষয়ই গ্রহণ করেন।” অর্থাৎ, হারাম সাদাকা দ্বারা তার নৈকট্য অর্জন করা যায়না। পুরাতন ও কীটযুক্ত শস্যাদানা প্রভৃতি নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য সদকা করা মাকরুহ। তদ্রূপ, সন্দেহযুক্ত জিনিস সদকা করাও মাকরুহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَيَسَّوْا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

তোমরা নিম্নমানের জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয়ের ইচ্ছা করো না।<sup>৭৫</sup>

সুতরাং যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র সম্পদ ছাড়া অন্য কোন দান গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ লৌকিকতা, অহংকার, খ্যাতিপ্রবণতা প্রভৃতির দোষ থেকে নিষ্কলুষ আমল ছাড়া কবুল করেন না। তাই আল্লাহ তাআলা হাদিসোক্ত দুটি আয়াত বান্দাদের জন্য নির্দেশনারূপে অবতারণা করেছেন। এখানে পবিত্রতার মানে হালাল। যদি কোন ব্যক্তি ইবাদতের শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে ও জীবনধারণের লক্ষ্যে খাদ্য গ্রহণ করে, তবে সে সাওয়াব লাভ করবে। পক্ষান্তরে, শুধুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণার্থে খাদ্যগ্রহণ করলে সাওয়াব লাভ করবে না।

“হারাম খাদ্যে গঠিত শরীর।” এ হাদিসে উল্লিখিত (غذي) শব্দটির আরো একটি সমার্থবোধক আরবি শব্দ রয়েছে, (شبع) এর অর্থ খাদ্য দ্বারা গঠিত। এ ছাড়াও আরেকটি শব্দ আছে (غداء) এর অর্থ দুপুরের খাবার। কুরআন শরীফে আছে, اِنَّ غَدَاءَنَا اَرْثُكُمْ اَرْثُكُمْ অর্থ: আমাদের দুপুরের খাবার নিয়ে আসো।<sup>৭৬</sup>

৭৫. সূরা বাকারা, আয়াত- ২৬৭।

৭৬. সূরা কাহাফ, আয়াত ৬২।

“তার দোয়া কীভাবে কবুল হবে?” অর্থাৎ, তার প্রার্থনায় আল্লাহ কর্তৃক সাড়াদানের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। এ জন্যই আল্লাহর অতিপ্রিয় বান্দাগণ দোয়া কবুলের জন্য হালাল ভক্ষণ শর্তায়িত করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে, এটি শর্ত নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইবলিসের সকল মন্দ প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে বলেছেন,

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

আজ থেকে তুমি অবকাশপ্রাপ্ত।”

অথচ ইবলিস হালাল ভক্ষণ করে না।



## ১১. একাদশ হাদিস সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، سَبَطِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجَالِهِ  
مَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ.  
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

অনুবাদ: আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে একটি বাণী শিখে সংরক্ষণ করেছি। “যা তোমাকে সংশয়ে নিপতিত করে, তা পরিহার কর। আর যা তোমাকে সন্দেহপ্রবণ করে না, তা গ্রহণ করো”।<sup>৭৮</sup>

ব্যাখ্যা: এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, (পূর্বোক্ত ষষ্ঠ হাদিস মোতাবেক) তাকওয়াবান ব্যক্তির জন্য হারাম ভক্ষণ করা অবৈধ তা বটেই, বরং সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি গ্রহণ করাও শোভনীয় নয়।

“যা সন্দেহপ্রবণ করে না” মানে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত খাবার, যাতে অন্তর প্রশান্ত হয় ও মন শান্তি লাভ করে।

৭৮. জামে তিরমিযি, হাদিস নং-২৫১৮, সুনানে নাসাঈ, ৫৭১১, মুসনাদে আহমাদ, ১৭২৩, ১৭২৭।

## ১২. দ্বাদশ হাদিস ইসলামের সৌন্দর্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ.

حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অনর্থক বিষয়াদি পরিহার করা ইসলামি সৌজন্যবোধের অন্তর্ভুক্ত।”

ব্যাখ্যা: “অহেতুক বিষয়াদি পরিহার করাই মুসলিমের সৌজন্য।” যে সকল কথা ও কাজে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন কল্যাণ নেই, তা বর্জন করাই শ্রেয়।

হযরত আবু যর গিফারী রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইবরাহিম আ.-এর সহিফাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, উক্ত সহিফাসমূহ সম্পূর্ণই উপদেশমূলক ঘটনাবলিতে ভরপুর।

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قَالَ: كَانَتْ أَمْثَالًا كُلِّهَا: أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُسَلِّطُ الْمُبْتَلَى الْمَغْرُورُ، إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَكِنِّي بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ وَكَانَ فِيهَا أَمْثَالٌ: وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ: سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا

৭৯. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং-২৩১৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৭৬।



رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسَاعَةً يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ، وَسَاعَةً يُفَكِّرُ فِي صُنْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،  
وَسَاعَةً يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ  
ظَاعِنًا إِلَّا لِثَلَاثٍ: تَزَوُّدًا لِمَعَادٍ، أَوْ مَرَمَّةً لِمَعَاشٍ، أَوْ لَذَّةً فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ، وَعَلَى  
الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ، حَافِظًا لِللِّسَانِ، وَمَنْ حَسِبَ  
كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَغْنِيهِ.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قَالَ: كَانَتْ  
عِبْرًا كُلُّهَا: عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ هُوَ يَفْرَحُ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدْرِ  
ثُمَّ هُوَ يَنْصَبُ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا ثُمَّ اطمأنَّ إِلَيْهَا،  
وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ هُوَ لَا يَعْمَلُ. ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
فَهَلْ بِأَيْدِينَا شَيْءٌ مِمَّا كَانَ فِي يَدَيِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِمَّا أَنْزَلَ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، اقْرَأْ يَا أَبَا ذَرٍّ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى.

এর কিছু উদ্ধৃতি:

“হে ধোকাগ্রস্ত শাসক, রাশি রাশি সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য আমি তোমাকে  
ধরায় প্রেরণ করিনি। বরং অত্যাচারিতের প্রার্থনা পূরণের জন্য প্রেরণ  
করেছি। কারণ, অত্যাচারিতের প্রার্থনা আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না  
যদিও সে কাফের হয়।

কোন বোধজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির বোধিপরাঙ্গি না ঘটা পর্যন্ত তার জন্য  
চারটি বিশেষ ক্ষণ থাকে।

- একটি ক্ষণ আল্লাহর সমীপে গোপনে প্রার্থনার জন্য।
- আরেকটি ক্ষণ আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য।
- আরেকটি ক্ষণ নিজেকে নিয়ে ভাবার জন্য।
- আরো একটি ক্ষণ রয়েছে, এ তিনটি অর্জনের উদ্দেশ্যে  
মহাপরাক্রমশালী ও সম্মানের আধার আল্লাহর সমীপে প্রার্থনার জন্য।



শেষোক্ত ক্ষণটি উপরোক্ত তিনটি ক্ষণের কবুলিয়তের ক্ষেত্রে বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ও অনুগ্রহ স্বরূপ।

হে আবু যর, ইবরাহিম আ.-এর সহিফাসমূহ থেকে এগুলো আমি তোমাকে জানিয়ে দিলাম।

উক্ত সহিফাসমূহে আরো রয়েছে:

কোন বিবেকবান ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শুধুমাত্র নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় অর্জনে প্রচেষ্টাশীল হয়।

১. জীবনপথের পাথেয় সংগ্রহকরণ।

২. জীবনধারণের ব্যয় নির্বাহ।

৩. শুধু হালাল গ্রহণেই প্রশান্তি লাভ।

এ ছাড়াও কোন সুস্থমানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির বোধিবিকৃতি না ঘটে থাকলে সে নিজ যুগ সম্পর্কে সচেতন হয় ও আত্মসম্মান রক্ষায় অগ্রগামী হয়। বাকসংযমী হয় ও কথাবার্তার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অর্থবোধক বিষয় ছাড়া অহেতুক বাক্যব্যয়ে লিপ্ত হয় না।

বর্ণনাকারী সাহাবি রা. বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা-মাতা আপনার তরে উৎসর্গিত হোক। মুসা আলাইহিস সালাম-এর সহিফায় কী রয়েছে? তিনি বললেন, এগুলোও উপদেশমূলক ঘটনাবলিতে ভরপুর। যেমন: এটি আমার কাছে খুবই আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় যে, দোজখ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী কীভাবে হাসে? এটিও আমার কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হয় যে, মৃত্যুর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনকারী কীভাবে আনন্দ উদযাপন করে? পৃথিবীকে তার অধিবাসীসহ আবর্তনের প্রত্যক্ষদর্শনকারী কীভাবে ধরণীর মহাপ্রলয়ের বিষয়ে নিষ্পৃহ হয়ে থাকে সেটিও আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। তাকদির তথা আল্লাহর ভাগ্য সংরক্ষণের বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন সত্ত্বেও মানুষ কীভাবে ক্রোধান্বিত



হয়, এটিও আমার কাছে অবাককর বিষয় মনে হয়। পরকালের হিসাব নিকাশে বিশ্বাস স্থাপনের পরেও মানুষের আমল না করা এর চেয়েও বেশি বিস্ময়কর।

বর্ণনাকারী সাহাবি রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা আপনার তরে উৎসর্গিত হোক উভয় নবির সহিফাসমূহে আরো কোন বিষয় রয়েছে কি? তিনি বললেন, আরো আছে হে আবু জর। এ কথা বলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন:

أَفْلَحَ مَنْ تَزَيَّ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

যে আত্মশুদ্ধি সাধন করেছে ও প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করেছে, সেই সফলকাম। তোমরা তো পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাক। অথচ পরকালই উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। এ বাণীগুলো পূর্ববর্তীদের গ্রন্থাবলি তথা ইবরাহিম আ. ও মুসা আ.-এর সহিফাসমূহে রয়েছে।<sup>৮০</sup>

বর্ণনাকারী সাহাবি আরো বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতামাতা আপনার তরে উৎসর্গিত হোক। আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে সদা আল্লাহভীতি অর্জনের উপদেশ দেই। কেননা, এটিই তোমার সবকিছুর মূল।

উক্ত সাহাবি আরো বলেন, আমি আরো কিছু উপদেশ চাইলে তিনি বলেন, কুরআন তিলাওয়াত কর। আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। তবে তিনিও উর্ধ্ব জগতে তোমায় স্মরণ করবেন।

পরক্ষণেই আরো উপদেশ চাইলাম। তিনি বললেন, জিহাদে অংশগ্রহণ কর। কেননা, এটিই ঈমানদার ব্যক্তির দুনিয়া বিমুক্ততা। নিরবতা অবলম্বন কর। এটি তোমার কাছ থেকে শয়তান বিতাড়নের উপায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি দ্বীনি সাহায্য স্বরূপ। সদা সত্য কথা

৮০. সূরা আ'লা, আয়াত- ১৪-১৯।

বল, যদিও তা তিক্ত হয়। কোন তিরসকারীর বিদ্রূপ যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তোমাকে বাধাগ্রস্ত না করে। তোমার আত্মীয়-স্বজনেরা সম্পর্ক-বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলেও তুমি তা গ্রহণিত করতে সদা সচেষ্টি হও।<sup>৮১</sup>

পরিশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قَالَ: بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ مَا يَجْهَلُ مِنْ نَفْسِهِ، وَ يَتَكَلَّفُ مَا لَا يَغْنِيهِ. يَا أَبَا ذَرٍّ: لَا عَقْلَ كَالْتَذْيِيرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكُفِّ، وَلَا حُسْنَ كَحُسَنِ الْخُلُقِ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

নিজের সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অনর্থক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে সামর্থ্য ব্যয় করা, কোন ব্যক্তির নিকৃষ্টতার জন্য এ-ই যথেষ্ট।

হে আবু যর, চেষ্টা সাধনার চেয়ে বড় কোন চাতুর্য নেই। হারাম বর্জনের চেয়ে বড় কোন তাকওয়া নেই। সুকুমারবৃত্তির চেয়ে উত্তম কোন বিষয় নেই।



১৩. এষোদশ হাদিস

## ঈমানের পূর্ণতা

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

অনুবাদ: আবু হামযা আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা নিজের ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করা পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।<sup>৮২</sup>

“নিজের ভাইয়ের জন্য পছন্দ করা” এ হাদিসে উল্লিখিত (اخ) ভ্রাতৃত্বকে ব্যাপক ভ্রাতৃত্ব বলে ব্যাখ্যা করাই উত্তম। যেন কাফের ও মুসলিম উভয়েই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং, একজন মুসলিম নিজের পছন্দকৃত বিষয় অর্থাৎ, ইসলামের উপর অটল থাকাকে যেমনিভাবে অপর মুসলিমের জন্য পছন্দ করবে, তেমনি কাফের ভাইয়ের জন্য ইসলাম গ্রহণকে পছন্দ করবে। এ কারণেই কাফেরের জন্য হিদায়েতের দুআ করা মুস্তাহাব। যে নিজের পছন্দকৃত বিষয় অন্যের বেলায় পছন্দ করে না, এ হাদিস থেকে তার ঈমানের অপূর্ণাঙ্গতা প্রমাণিত হয়।

এ হাদিসে উল্লিখিত ভালবাসা বা পছন্দ করার মানে হল, কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা। ভালবাসা মানে মানবিক ভালবাসা নয়, বরং ধর্মীয় ভালবাসা। কেননা, মানবীয় স্বভাব কখনো কল্যাণার্জন ও নিজ অপেক্ষা

৮২. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-১৩ সহিহ মুসলিম, ৪৫, জামিউত তিরমিযি, ২৫১৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৬৬, সুনানে দারেমি, ২৭৮২, সুনানে নাসাই, ৫০১৬, ৫০১৭, ৫০৩৯, মুসনাদে আহমদ, ১২৮০১।

অন্যের মর্যাদা লাভকে অপছন্দ করে থাকে। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে মানবীয় মন্দ স্বভাবের বিরোধিতা করে নিজের ভাই অর্থাৎ, অন্য মানবের জন্য দোয়া করা ও নিজের পছন্দকৃত বিষয় অন্যের মাঝে আনয়নের লক্ষ্যে প্রার্থনা করা আবশ্যিক। মানুষ নিজের পছন্দকৃত বিষয় অপর ভাইয়ের জন্য কামনা না করলে হিংসুক বলে গণ্য হয়।

ইমাম গায়ালী রহ. এর মতে, হিংসার ধরন তিনটি। যথা:

১. অপরের সম্পত্তির বিলোপ সাধন করে নিজের জন্য এর আশা পোষণ করা।
২. নিজের জন্য অপরের অনুরূপ একটি অর্জিত না হলেও তার কাছ থেকে এর বিলোপ কামনা করা, অথবা মেনে না নেওয়া। এটি প্রথম প্রকার থেকে নিকৃষ্টতম।
৩. অপরের সম্পত্তির বিলোপ কামনা না করলেও মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব অপছন্দ করা এবং তার বড়ত্ব অপছন্দ করে সমকক্ষতা কামনা করা। এটিও নিষিদ্ধ। কেননা, এতে আল্লাহ কর্তৃক বণ্টনের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়।

আল্লাহ বলেন,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٧﴾

তারা তোমার প্রভুর দয়া বণ্টন করতে পারবে নাকি? আমিই তাদের মাঝে পার্থিব জীবনের সুখগুণাচ্ছন্দ্য বণ্টন করে দিয়েছি। একের তুলনায় অপরকে কম-বেশি মর্যাদা দান করেছি। যেন এক শ্রেণি অপর শ্রেণিকে মান্য করে। তোমার প্রভুর অনুগ্রহ তাদের সঞ্চয়ন ও সমন্বয় অপেক্ষা উত্তম।<sup>৩০</sup>

৮৩. সূরা যুখরুফ, আয়াত-৩২।



সুতরাং যে আল্লাহর বণ্টনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল, সে যেন তাঁর বণ্টননীতি ও প্রজ্ঞার বিরোধিতা করল। প্রত্যেক মানুষ আত্মসংশোধন করে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি জ্ঞাপন ও স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ করে নিজ শত্রুর জন্য দোয়া করা অবশ্যক।

## ১৪. চতুর্দশ হাদিস

### মুসলমানের প্রাণদণ্ডের প্রেক্ষাপট

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثٌ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّفْسِيسُ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত প্রবাহিত করা শুধুমাত্র নিম্নোক্ত বিষয়ত্রয়ের কোন একটির দরুণ হালাল হতে পারে।

১. বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ।
২. প্রাণনাশের বিনিময়স্বরূপ।
৩. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে বা সত্যনিষ্ঠ দল হতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করার শাস্তিস্বরূপ।<sup>৮৪</sup>

“বিবাহিতের ব্যভিচার”: অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইসলামের আইন মোতাবেক বিশুদ্ধভাবে সংঘটিত বিবাহোত্তর সহবাস করার পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, তাকে প্রস্তরাঘাত করা হবে। এ বিধান বাস্তবায়নের জন্য ব্যভিচারের সময়কালীন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা শর্ত নয়। কেননা, ইতোপূর্বেই তার প্রতি অকৌমার্যের বিশেষণ যুক্ত হয়ে গেছে।

৮৪. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬৮৭৮, সহিহ মুসলিম, ১৬৭৬, জামিউত তিরমিযি, ১৪০২, সুনানে আবু দাউদ, ৪৩৫২, সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৫৩৪, সুনানে নাসাই, ৪০১৬, ৪৭২১, সুনানে দারেমি, ২৩৪৪, ২৪৯১।



### “প্রাণনাশের বিনিময়ে প্রাণদণ্ড”:

ইসলামের নির্দেশিত সমকক্ষতার শর্তে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। সুতরাং কাফেরের প্রাণের বিনিময়ে মুসলিমকে এবং ক্রীতদাসের বিনিময়ের স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। এ বিধান শুধুমাত্র শাফেয়ী মাযহাব মতে। হানাফী মাযহাব মতে নয়।

### “ইসলামধর্ম ত্যাগকারী সত্যনিষ্ঠ জামাত হতে বিচ্ছিন্ন”:

এর মানে আসমানি ধর্মত্যাগী মুরতাদ। মুরতাদ কখনো জামাত বা সত্যনিষ্ঠ দলের সমর্থকও হয়ে থাকে। যেমন: কোন ইয়াহুদি খৃস্টান হলে সত্যনিষ্ঠ দলের (আসমানি ধর্মের) গণ্ডি থেকে বেরোয় না। তদ্রূপ, কোন খৃষ্টান ইয়াহুদি হলেও সত্যনিষ্ঠ দলের সীমা থেকে বেরিয়ে যায় না। এক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। কেননা, সে সত্যনিষ্ঠ দল থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে স্বধর্ম পরিত্যাগ করেছে। এর অবশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে হত্যা করা যাবে।

**দ্রষ্টব্য:** সত্যনিষ্ঠ দল বলতে এখানে আসমানিধর্ম বুঝানো হয়েছে।

এখানে দুটি মত রয়েছে: বিশুদ্ধ মতে, কোন ইয়াহুদি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে হত্যা না করে নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের সাথে যুক্ত করা হবে। দ্বিতীয় মতে, হত্যা করা হবে। কেননা, সে পূর্ববর্তী ধর্মের অসারতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পূর্বের ধারণা মতে বাতিল ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়ে ধর্মান্তরের প্রতি ধাবিত হয়েছে। অথচ, বাতিল ধর্মের প্রতি আসক্ত হওয়াটাও অপরাধ। তাই তাকে ইসলাম গ্রহণ না করার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। আরও একটি অপরাধের কথাতো আগেই বলা হয়েছে। আর তা হল বাতিল ধর্মের প্রতি আসক্তি।

## ১৫. পঞ্চদশ হাদিস

### অতিথিপরায়াণতা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে; নতুবা নীরব থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। এ ছাড়াও যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, যে যেন অতিথিকে সম্মান করে।<sup>৮৫</sup>

ব্যাখ্যা: “কল্যাণকর কথা বলা নতুবা চুপ থাকা”: ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, এ কথার মর্ম হল, মুমিন ব্যক্তি কথা বলতে চাইলে চিন্তা ভাবনা করে কথা বলা উচিত। চিন্তা-ভাবনার পর উদ্দিষ্ট কথায় কোন দোষ না পাওয়া গেলে তবেই তা বলা উচিত। দোষ বা সন্দেহ অনুভূত হলে নীরবতাই শ্রেয়।

মরক্কোয় মালেকী মাযহাবের সমকালীন শীর্ষ আলেম ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে আবু যায়দ রহ. বলেন,

নিম্নোক্ত চারটি হাদিসের মাধ্যমে যাবতীয় কল্যাণমূলক শিষ্টাচার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়।

৮৫. সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৬৪৭৫, ৫১৮৫, ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬১৩৮, সহিহ মুসলিম, ৪৭, ১৪৬৮, জামিউত তিরমিযি, ২৫০০, সুনানে আবু দাউদ, ৫১৫৪, মুসনাদে আহমাদ, ৭৬২৬



১ম হাদিস:

قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،  
যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন উত্তম কথা বলে, নতুবা  
নীরব থাকে।<sup>৮৬</sup>

২য় হাদিস:

وَقَوْلُهُ ﷺ: "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ"  
যাবতীয় অহেতুক কার্যকলাপ বর্জন ইসলামি সৌজন্যবোধের অন্তর্ভুক্ত।<sup>৮৭</sup>

৩য় হাদিস:

وَقَوْلُهُ ﷺ لِلَّذِي اخْتَصَرَ لَهُ الْوَصِيَّةَ "لَا تَغْضَبْ"  
জনৈক ব্যক্তি সংক্ষেপে সদুপদেশ কামনা করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না।<sup>৮৮</sup>

৪র্থ হাদিস:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ  
لِنَفْسِهِ."<sup>৮৯</sup>

তোমাদের সকলে নিজের ভালো লাগার বিষয় অপরের জন্য পছন্দ  
না করলে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবে না।<sup>৯০</sup>

বর্ণিত আছে, আবুল কাসেম আল কুশায়রী রহ. বলেন, যথাসময়ে  
নীরবতা অবলম্বন ভালো মানুষের গুণ। তেমনি যথাসময়ে কথা বলাও

৮৬. সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৬৪৭৫, ৫১৮৫, ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬১৩৮, সহিহ মুসলিম, ৪৭,  
১৪৬৮, জামিউত তিরমিযি, ২৫০০, সুনানে আবু দাউদ, ৫১৫৪, মুসনাদে আহমাদ,  
৭৬২৬।

৮৭. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং-২৩১৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৭৬।

৮৮. সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৬১১৬

৮৯. সহিহ বুখারী, হাদিস নং-১৩

উত্তম স্বভাবের পরিচায়ক। তিনি আরো বলেন, আমি আবু আলী দাককাক রহ.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সত্য কথা না বলে নীরব থাকে, সে বোবা শয়তান।

এ ছাড়াও বহুসংখ্যক বর্ণনাকারীর সূত্রে হিলয়াতুল ওলামা ও হিলয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেছেন, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কথা না বলাই শ্রেয়। তদ্রূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে স্বেপার্জিত অর্থও ব্যয় করা উচিত নয়। তিনি আরো বলেন, যদি তোমরা নিজেদের কথাবার্তা সংরক্ষণের জন্য কাগজ ক্রয় করতে, তবে বহু অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকতে পারতে।

বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قِلَّةُ  
الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَغْنِيهِ"

অনর্থক বিষয়ে বাকসংযম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।<sup>৯০</sup>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

الْعَافِيَةُ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ: تِسْعَةٌ أَجْزَاءٍ مِنْهَا صَمْتُ، إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  
تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ.

নিরাপত্তা দশটি ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে নয়ভাগই নীরবতা ও বাকসংযমের মধ্যে নিহিত। আর মাত্র একভাগ আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়।<sup>৯১</sup>

৯০. আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ লিল খতিব, হাদিস নং-৬০৪।

৯১. এই হাদিসটি মারফু নয়, ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া ইমাম আওয়ায়ি রহ. এর সনদে আল ইয়লাহ ওয়াল ইনফিরাদ নামক কিতাবে এটি বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং-৩৭। মোটকথা: এটি মুনকার, হযরত ইবনে আব্বাস ও আলি রা. এর সূত্রে এ হাদিসের কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং একে ইমাম আওয়ায়ি উক্তি বলাটাই বাঞ্ছনীয়।



হাদিসে আছে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ صَمَتَ نَجَا".

যে নীরবতা অবলম্বন করে, যে মুক্তি লাভ করে। তদ্রূপ যে কথা বলে, সে অন্যের শিকারে পরিণত হয়।<sup>৯২</sup>

জৈনিক ব্যক্তিকে একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেন তুমি সদা নীরব থাক? তিনি বলেছিলেন, আমি কখনো নীরবতার দরুণ লজ্জিত হইনি। বরং কথা বলতে গিয়েই বারবার অপদস্ত হয়েছি।

এ বিষয়ে আরো দুটি সুবচন প্রণিধানযোগ্য:-

১. জিহ্বার সৃষ্ট ক্ষত হাতের সৃষ্ট ক্ষতের মত।
২. জিহ্বা একটি হিংস্র কুকুর। একে মুক্ত করে দেওয়া হলে বারবার কামড়ায়, ক্ষত করে।

কবিতা:

يَمُوتُ الْفَتَى مِنْ عَثْرَةِ بِلْسَانِهِ وَلَيْسَ يَمُوتُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرَّجُلِ

فَعَثْرَتُهُ مِنْ فِيهِ تَرْمِي بِرَأْسِهِ وَ عَثْرَتُهُ بِالرَّجْلِ تَبْزِي عَلَى الْمَهْلِ

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, পদস্থলনের কারণে মানুষ মৃত্যুবরণ করে না। বরং বাকস্থলনের কারণেই মানুষ মৃত্যুবরণ করে। বাকস্থলনের তীর মূলসহ আঘাত হানে। আর পদস্থলন প্রতিষেধকের সুযোগ রাখে। নীরব নিশ্চুপ মানুষেরাই সফলতা অর্জন করে। তার কথাগুলো মূল্যবান মুক্তারূপে গণ্য করা হয়।

৯২. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং- ৬৪৮১।

কবিতা:

قَدْ أَفْلَحَ السَّائِكُ الصَّمُوتُ      كَلَامُهُ قَدْ يُعَدُّ قُوَّةً  
مَا كُلُّ نَظِيٍّ لَهُ جَوَابُ      جَوَابُ مَا يُكْرَهُ السُّكُوتُ  
وَاعْجَبًا لِأَمْرِي ظُلُومٌ      مُسْتَيِّقِينَ أَنَّهُ يَمُوتُ

শান্ত ও নীরব মানুষেরাই সফল হয়। তাদের কথাবার্তা গণ্য হয়। সবকথার প্রত্যুত্তর দেওয়া যায় না। অপছন্দনীয় কথার প্রত্যুত্তর হলো নীরব থাকা।

এমন অত্যাচারী ব্যক্তির জন্য আশ্চর্য যে নিজেকে মরণশীল বলে দৃঢ়বিশ্বাসী। (মৃত্যুবরণ করার কথা জানার পরও কীভাবে অত্যাচার করে?) আতিথেয়তা: কাযী ইয়ায রহ. বলেন, ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান যে মান্য করে, অতিথির সম্মানদান ও প্রতিবেশীর মর্যাদা রক্ষা করা তার জন্য আবশ্যিক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ."

জিবরাঈল আ. আমাকে এমনভাবে প্রতিবেশীর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করতেন, আমার মনে হত, খুব শীঘ্রই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হবে।<sup>৯০</sup>

مَنْ آذَى جَارَهُ مَلَكَهُ اللَّهُ دَارَهُ

তিনি আরো বলেছেন, যে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তার সম্পদ ছিনিয়ে প্রতিবেশীর মালিকানাভুক্ত করে দেবেন।<sup>৯১</sup>

৯০. সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৬০১৫।

৯১. قال الزمخشري: عن النبي ﷺ قال: مَنْ آذَى جَارَهُ أَوْرَثَهُ اللَّهُ دَارَهُ: قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. كذا موسوعة ابن حجر الحديث. ٢١١٥٩. في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس: (٢١١٥٩) أورده في الكشف ولعله مثل سائر وليس بجديد. قلت: فلعل بعدهم قال هذا المثل بعبارة: من آذى جاره ملكه الله داره.



আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

প্রতিবেশী আর সহকর্মীদের প্রতি তোমরা সদাচরণ কর।<sup>৯৫</sup>

প্রতিবেশী চার ধরনের হয়ে থাকে। যথা:

১. একই ঘরে একত্রে বসবাসকারী। যেমন:

কবি বলেন, (أَجَارَتْنَا بِأُتَيْتِ إِنَّكَ طَالِي) পরিস্থিতি যদিও আমাদের

একই ঘরের প্রতিবেশী বানিয়েছে, তথাপিও তুমি মুক্ত।

২. সংলগ্ন বাড়িতে বসবাসকারী।

৩. চতুর্পাশের চল্লিশটি বাড়ির বাসিন্দা।

৪. একই জনপদে বসবাসকারী।

কুরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রতিবেশী সম্পর্কিত।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۖ

তারপর তারা তোমাদের সাথে মাত্র কয়েকদিন প্রতিবেশীরূপে

একত্রে বসবাস করতে পারবে।<sup>৯৬</sup>

সুতরাং আত্মীয়ও মুসলিম প্রতিবেশির তিন দফা অধিকার রয়েছে।

অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশির অধিকার দুইটি। অনাত্মীয় অমুসলিম

প্রতিবেশির অধিকার মাত্র একদফা।

আতিথেয়তা ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি নৈতিক বিধান। এটি

সকল নবি রাসূল ও পুণ্যবানদের গুণ।

ইমাম লাইস ইবনে সাদের মতে, একদিনের আতিথেয়তা ওয়াজিব।

আতিথেয়তার আবশ্যিকতা কার উপর? এ নিয়ে ইমামগণ মতানৈক্য

৯৫. সূরা নিসা, আয়াত- ৩৬।

৯৬. সূরা আহযাব, আয়াত- ৬০।

পোষণ করেছেন। অর্থাৎ, মেহমানদারির আবশ্যকতা শুধুই গ্রামবাসীর প্রতি, না শহর ও গ্রাম উভয়ের বাসিন্দাদের প্রতি? ইমাম শাফেয়ী ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাকিমের মতে, উভয় শ্রেণির উপর মেহমানদারী ওয়াজিব। ইমাম মালেক ও সাহনুন রা. এর মতে, মেহমানদারী শুধুই গ্রামের বাসিন্দাদের উপর ওয়াজিব। কেননা, শহরাঞ্চলে মুসাফিরগণ আবাসিক হোটেলে অবস্থান করতে পারবে। আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজার থেকে ক্রয় করতে পারবে। তারা এ মাসআলার প্রমাণস্বরূপ নিম্নোক্ত হাদিসটি পেশ করে থাকেন।

الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ الْمَدَرِ

“আতিথেয়তার দায়িত্ব গ্রামবাসীর উপরই বর্তায়, শহরবাসীর উপর নয়।” কিন্তু এটি জাল বর্ণনা।



## ১৬. ষোড়শ হাদিস

### ক্রোধের কদর্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি বেশ কয়েকবার দ্বিগুণ্তি করলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কথা বললেন।<sup>৯৭</sup>

ব্যাখ্যা: (لَا تَغْضَبْ) ক্রোধান্বিত হয়ো না মানে ক্রোধ প্রকাশ করো না। নিষেধাজ্ঞা এখানে মৌলিক ক্রোধের প্রতি আরোপিত হয়নি। কেননা, ক্রোধ মানব প্রকৃতিরই অংশ, যা মানুষ নিবারণ করতে পারে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ ذَاتَ يَوْمٍ بِنَهَارٍ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَنَا... فَخَيَّرَهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْئَةِ، وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْئَةِ، قَالَ: وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ تَتَوَقَّدُ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ، وَانْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ؟ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَجْلِسْ. أَوْ قَالَ: فَلْيَلْصِقْ بِالْأَرْضِ.

৯৭. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬১১৬, জামিউত তিরমিযি, ২০২০, মুসনাদে আহমাদ, ৮৭৪৪, ১০০১১।

“তোমরা ক্রোধ থেকে বেঁচে থাক। এটি আদম সন্তানের অভ্যন্তরে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা কয়লার মত। তোমরা কি দেখ না, কেউ ক্রোধান্বিত হলে তার চক্ষুদ্বয় কীভাবে রক্তিমবর্ণ ধারণ করে আর শিরাগুলো ফুলে ওঠে? তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হলে সে যেন বসে যায় অথবা শুয়ে পড়ে।”<sup>১৮</sup>

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي عِلْمًا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبْعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ: «لَا تَغْضَبُ وَلَكَ الْجَنَّةُ»<sup>১৯</sup>

জনৈক ব্যক্তি একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে আরয করল, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন, যা আমাকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না। তবেই তোমার জন্য জান্নাতের ফায়সালা হবে।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ صَنْعَانِيُّ مُرَادِيٌّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ. قَالَ: إِذْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ بِكَلَامٍ أَغْضَبَهُ. قَالَ: فَلَمَّا أَنْ غَضِبَ قَامَ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْنَا وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَطِيَّةٍ - وَقَدْ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ

১৮. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-১১৫৮৭।

১৯. عن أبي الدرداء قال قلت يا رسول الله دلني عمل يدخلني الجنة قال: لا تغضب ولك الجنة. ১৯. তাবরানী ফিল মুযামুল আওসাত, ২৩৫৩-নং হাদিস, এবং মু' যামুয যাওয়ায়েদ হাইসামি, হাদিস নং-১২৯৯০, তাবরানী ফিল কাবির ওয়াল আওসাত এবং ইসনাদুল কাবিরে বর্ণনা রয়েছে যে, বর্ণনাকারীগণ সিকাহ-নির্ভরযোগ্য। তবে ইমাম নববী রহ. এর মূল ইবারতে হাদীসে শব্দের কিছু পার্থক্য রয়েছে।



الشَّيْطَانُ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُظْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. حكم الحديث: إسناده ضعيف

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তান আগুনের সৃষ্ট। পানি আগুনকে নির্বাপিত করে দেয়। তাই তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হলে সে যেন ওযু করে নেয়।<sup>১০০</sup>

وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ: قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا: " إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَلْيُضْطَجِعْ

“আবু যর গিফারী রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, দণ্ডায়মান অবস্থায় তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হলে সে যেন বসে পড়ে, এতেও রাগ প্রশমিত না হলে সে যেন শুয়ে যায়।”<sup>১০১</sup>

হযরত ইসা আ. একদা হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে বললেন, আমি তোমাকে একটি অতীব উপকারী ইলম শিক্ষা দিতে চাই। আর তা হল ক্রোধান্বিত না হওয়া। ইয়াহইয়া আ. বললেন, এটা কীভাবে সম্ভব? ইসা আ. বললেন, তোমার অন্তঃস্থিত কোন দোষ তোমাকে অবহিত করা হলে তুমি বলবে, আমার গোনাহ সম্পর্কে তুমি অবহিত করেছ। আমি আল্লাহর সমীপে ক্ষমাপ্রার্থনা করব। আর তোমার মধ্যে অনুপস্থিত কোন বিষয়ে অবগত করা হলে আল্লাহর শোকর আদায় কর। কারণ, তিরস্কারযোগ্য বিষয়টি আল্লাহ তোমার মধ্যে সৃষ্টি করেননি। এটি তোমার প্রতি আরোপিত সংশুণ।

১০০. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-১৭৯৮৫, সনদ দুর্বল।

১০১. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-২১৩৪৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৭৮৪।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ : " لَا تَغْضَبُ " .

আমর ইবনুল আস রা. বলেন, আমি আল্লাহর ক্রোধ থেকে নিরাপত্তাদায়ক গুণ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না।<sup>১০২</sup>

হযরত লোকমান হাকিম আ. তার পুত্রকে বলেন, কোন লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার পূর্বে ক্রোধান্বিত করে মানুষটিকে যাচাই করে নাও। রাগান্বিত হয়েও সে তোমার প্রতি সুবিচার করলে তাকে গ্রহণ কর। নতুবা পরিত্যাগ কর।



## ১৭. সপ্তদশ হাদিস

### প্রাণিকুলের প্রতি দয়া ও নম্রতা

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ  
الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا  
الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذُبِيحَتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হযরত আবু ইয়াল্লা শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত,  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা  
সকল বস্তুর প্রতি বিনম্রতা ও উত্তম পন্থা আবশ্যক করেছেন। তাই প্রাণি  
যবাইয়ের সময় তোমরা উত্তমরূপে যবাই সম্পন্ন করবে। ছুরি ধারালো  
করে নিবে ও যে প্রাণিকে যবাই করা হবে, সেটিকে কষ্ট দেওয়া থেকে  
বিরত থাকবে।<sup>১০০</sup>

ব্যাখ্যা: এখানে উত্তম পন্থার মানে হল,

- কেসাস তথা প্রাণদণ্ডের মাধ্যমে কোন মুসলিমকে হত্যা করার সময়  
কেসাসের যন্ত্রপাতি খোঁজ না করা। (আগেই বন্দোবস্ত করে রাখতে  
হবে।)
- নিস্তেজ অস্ত্র দ্বারা কেসাসের দণ্ড সম্পাদন না করা।
- যবাইয়ের ছুরি ধারালো করে নেওয়া।
- প্রাণিকে কষ্ট না দেওয়া।

১০০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-১৯৫৫, সুনানে আবু দাউদ, ২৮১৫, সুনানে নাসাই, ৪৪০৫,  
সুনানে দারেমি, ২০১৩, মুসনাদে আহমদ, ১৭১১৩।

## ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস

- সম্পূর্ণ নিষ্ণাণ হওয়া পর্যন্ত কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কর্তন না করা।
- প্রাণির সামনে ছুরিতে ধার না দেওয়া।
- যবাইয়ের পূর্বে তার সম্মুখে পানি দেওয়া।
- দুগ্ধবতী প্রাণি যবাই না করা।
- শাবকবতী প্রাণির শাবক দুধপান থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া ও দুগ্ধদানের শেষ পর্যায়ে পৌঁছা পর্যন্ত যবাই না করা।
- এক প্রাণির সম্মুখে আরেক প্রাণি যবাই না করা।



## ১৮. আষ্টাদশ হাদিস

### উত্তম স্বভাব ও সচ্চরিত্র

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِحُلُقٍ حَسَنٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي بَعْضِ النُّسخِ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অনুবাদ: হযরত আবু যর জুনদুব ইবনে জুনাদাহ ও আবু আব্দুর রহমান মুয়ায ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় কর। মন্দকাজের পরে তা মুছে ফেলার জন্য তৎক্ষণাৎ সৎকাজ করো। মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর।<sup>১০৪</sup>

ব্যাখ্যা: “সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।” অর্থাৎ, জনসম্মুখে প্রকাশ্যে আল্লাহকে যেরূপ ভয় কর, তদ্রূপ নির্জনেও আল্লাহকে ভয় কর। সর্বখানে, সর্বকালে আল্লাহভীতি লালন কর। আল্লাহ তাআলা বান্দার সার্বিক অবস্থা সম্যক অবগত, এ ধ্যান অন্তরে রাখা তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে বড় সহায়ক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ④

যেখানেই তিন ব্যক্তির গোপন কথা হয়, সেখানেই আল্লাহ তাআলা চতুর্থজন (মর্যাদার স্তরে নয়) হিসেবে রয়েছেন। পাঁচজনের গোপন কথা হলে সেখানেও আল্লাহ ষষ্ঠ হিসেবে থাকেন। এর অধিক কিংবা কম

১০৪. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং-১৯৮৭, সুনানে দারেমি, ২৮৩৩, মুওয়াত্তা মালেক, ২৬২৬, মুসনাদে আহমাদ, ২১৩৫৪।



ব্যক্তির গোপন কথার মাঝেও আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। পরবর্তীতে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ লোকসকলকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ।<sup>১০৫</sup>

বস্তুত, বৈধ ও করণীয় বিষয়াবলি সম্পাদন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলি বর্জনের সমন্বিত বিষয়টিই তাকওয়া।

“মন্দকর্মের পর তৎক্ষণাৎ সৎকর্ম সম্পাদন করা।” অর্থাৎ, কোন মন্দকাজ করে ফেললে আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেটি মোচনার্থে সৎকাজ কর।

জেনে রাখা উচিত, হাদিসের বাহ্যিক অর্থানুসারে, পুণ্যকর্ম দশটি হলেও তা শুধুমাত্র একটি মন্দকর্ম প্রতিহত করে। সৎকর্ম আধিক হলেও (যুক্তিবিদ্যার সূত্রানুযায়ী) তা অধিক মন্দকর্মকে মোচন করে না। আসলে এ হাদিসটি বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। বরং প্রকৃত বিষয় হল, একটি পুণ্যকর্ম দশটি মন্দকর্ম মোচন করে। এ কথার সমর্থনে হাদিস রয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَالْأَلْفُ وَخَمْسُمِائَةٌ فِي الْمِيزَانِ.

প্রত্যেক নামাযের পরই আল্লাহ আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ দশবার করে পড়বে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সংখ্যার হিসেবে একে পাঁচগুণ করা হলে দেড়শত বার হয়। আর এতে দশগুণ পুণ্যদান করা হলে পুণ্যের পরিমাণ দেড় হাজার হয়।<sup>১০৬</sup>

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّكُمْ يَفْعَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةً سَيِّئَةً. তিনি আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে দৈনিক দেড় হাজার মন্দকর্ম করে?

১০৫. সূরা মুজাদলাহ, আয়াত- ৭

১০৬. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৫০৬৫



এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মন্দকর্ম প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সওয়াবের দ্বিগুণ করাও কার্যকর হয়। হাদিসের বাহ্যিক অর্থ অনুসারে, শুধুমাত্র আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্দকর্মই পুণ্যকর্ম দ্বারা প্রতিহত হয়। আর পরনিন্দা, চোগলখুরী, ক্রোধ প্রভৃতি বান্দার অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যায়কে পুণ্যকর্ম মোচন করে না। বরং বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট অপরাধ মোচনের জন্য উক্ত বান্দার পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণা অপরিহার্য। এ ছাড়া, ক্ষমা চাওয়ার সময় অপরাধের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করাও শর্ত। যেমন: আমি তোমার প্রতি অমুক অমুক বিষয়ে অবিচার করেছি।

এ হাদিস থেকে আরো একটি বিষয় প্রতীয়মান হয়, তা হল প্রত্যেক বান্দার আত্ম-সমালোচনা ও নিজ আমলের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা আবশ্যিক।

وَيُرَوَّى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا،

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিজেদের আমলের হিসাব নিকাশ করো পরিণাম দিবসে তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে।<sup>১০৭</sup>

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার বাণী,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

এই আয়াতের ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ তোমাদের হিসাব গ্রহণের পূর্বে নিজেরাই নিজেদের হিসাব নাও। এ বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর এবং আগামী দিবসে প্রেরিত কর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর।<sup>১০৮</sup>

“মানুষের প্রতি সদাচরণ করা”- জেনে রাখা উচিত, আরবি (خُلِّقَ حَسَنٌ) খুলুকে হাসান শব্দটি মানুষের প্রতি যাবতীয় সদাচরণ ও তাদের কষ্ট দূরীভূত করণের সার্বিক সমন্বয়কারী শব্দ।

১০৭. জামিউত তিরমিযি, হাদিস নং-২৪৫৯।

১০৮. সূরা হাশর, আয়াত- ১৮।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكُمْ لَنْ تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسْعَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. الْمُسْتَذْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ-  
১২৪: ১ - ৩৯১ الحاکم النیسابوری

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ধন-সম্পদের মাধ্যমে কিছুতেই মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। বরং সহাস্যবদন ও সদাচরণের মাধ্যমে মানুষের সন্তুষ্টি সাধন কর।”

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

তিনি আরো বলেন, চরিত্রবান ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।”

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ... أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ.

‘আমর ইবনে আবাসা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উত্তম ব্যবহার তথা সদাচরণ।”

এ ছাড়া পূর্বেও (ষোড়শ হাদিসে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী অতিবাহিত হয়েছে, তিনি বলেছিলেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলার কোন একজন নবি আ. স্বীয় স্ত্রীর অনাচার সম্পর্কে আল্লাহর সমীপে অভিযোগ করলে তার প্রতি ওয়াহি অবতরণ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, স্ত্রীর অনাচার সম্পর্কিত এ কষ্টকে আমি তোমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপায় বানিয়েছি।

১০৯. আল মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন খণ্ড-১ হাদিস নং-১২৪, উফুক-৩৯১।

১১০. জামিউত তিরমিযি, হাদিস নং-১৯৮৭। মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-২২০৫৯।

১১১. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-১৯৪৩৫।



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম চরিত্রবানই পূর্ণাঙ্গতম ঈমানদার। আর নিজ স্ত্রীদের নিকট উত্তম বলে স্বীকৃত স্বামীরাই সর্বোত্তম।<sup>১১২</sup>

رُوي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، فَأَكْرَمُوهُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِهِمَا.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে, আল্লাহ তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাই সদাচরণ ও বদান্যতার মাধ্যমে এর পূর্ণতা বিধান কর। কেননা, এ দুটি বিষয় ছাড়া ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে না।<sup>১১৩</sup>

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার বাণী:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝

ক্ষমার নীতি গ্রহণ কর। সৎকাজের আদেশ দাও এবং মুর্খদের থেকে দূরে থাক।<sup>১১৪</sup>

উক্ত আয়াতের শানে নুযুল ও তাফসির সম্পর্কে একটি হাদিস আছে,  
حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ-هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ- عَنْ أُمِّیْ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ أَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ.

১১২. জামিউত তিরমিযি, হাদিস নং-১১৬২।

১১৩. হাদিসটি কিছুটা ভিন্ন শব্দে আরো দীঘ পাওয়া যায়, ইবনে আসাকিরের তারিখে: দিমাশকিতে (৫০/২৮৯) হাদিস নং-৫৮৪৫, কানযুল উম্মাল-১৬৯৭৩।

১১৪. সূরা আরাফ, আয়াত- ১৯৯।

অর্থ: উক্ত আয়াত অবতরণের সময় জিবরাঈল আ. এটির ব্যাখ্যায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেন, যে তোমার প্রতি অবিচার করেছে, তাকে ক্ষমা করে দাও। যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিল করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। আর যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর।<sup>১১৫</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ①

মন্দাচারের বিনিময়ে সর্বোত্তম আচরণ কর। তাহলে তোমাদের মধ্যস্থিত শত্রুতা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হবে।<sup>১১৬</sup>

আল্লাহ তাআলার আরো একটি বাণী:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ②

হে নবি, নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের আধার।<sup>১১৭</sup>

قَالَ: سُئِلْتُ عَائِشَةُ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ. مسند

احمد ১৩/১০৮০

এ আয়াতের তাফসির হিসেবে হযরত আয়েশা রা.-এর একটি বাণী বর্ণিত আছে, কুরআন কারিমই ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বভাব-চরিত্র।<sup>১১৮</sup>

কুরআনের অনুজ্ঞাতেই তিনি নির্দেশ দান করতেন। কুরআনের সম্ভৃষ্টিতে তিনিও সম্ভৃষ্ট থাকতেন এবং এর অসম্ভৃষ্টিতে তিনিও অসম্ভৃষ্ট থাকতেন।

১১৫. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, সুনানে কুবরা।

১১৬. সূরা হামীম সাজদাহ, আয়াত-৩৪।

১১৭. সূরা কলম, আয়াত-৪।

১১৮. মুসনাদে আহমাদ হাদিস নং-২৫৮০১৩



## ১৯. উনবিংশ হাদিস

### তাকদির ও খোদায়ী ফায়সালাৰ প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، إِنِّي أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ؛ إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

অনুবাদ: আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একদা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পশ্চাতে অবস্থানকালে তিনি আমাকে বলেছেন, হে বৎস, আমি তোমাকে কতিপয় নীতিবাক্য শিক্ষা দিতে চাই। তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখ, তিনিও তোমাকে স্মরণ করবেন। আল্লাহকে স্মরণ রাখলে তোমার সম্মুখেই তাকে অনুভব করবে। প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর সকাশেই প্রার্থনা করবে এবং সাহায্য কামনা করলে তাঁর সমীপেই কামনা করবে।

জেনে রেখো, সকল মানুষ একজোট হয়ে তোমার কোন উপকার সাধন করতে চাইলেও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন,

তার অন্যথা কোন উপকার সাধন করতে পারবে না। তদ্রূপ, সবাই মিলে তোমার ক্ষতি সাধন করতে চাইলেও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তার অন্যথা তোমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তাকদিরনামার সব কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর ভাগ্যলিপিও শুকিয়ে গেছে।”<sup>১১৯</sup>

অন্য বর্ণনায় আছে, সচ্ছলতার সময় তুমি আল্লাহকে স্মরণ করলে অসচ্ছলতার সময় তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন। যা তোমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, জেনে রেখো, তা তোমার প্রাপ্য ছিল না। আর যা তুমি পেয়ে গেছ, তা তোমার হাতছাড়া হওয়ার ছিল না। আরো জেনো, ধৈর্যের সাথেই আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। দুঃখের সাথেই সুখ রয়েছে। দুর্দশার পরেই সুসময় আসে। ছুটে যাওয়া আল্লাহর বিধান সংরক্ষণ করলে তিনি তোমার রক্ষা করবেন।<sup>১২০</sup>

ব্যাখ্যা:

আল্লাহর বিধান সংরক্ষণ কর” অর্থাৎ, তাঁর আদেশ সংরক্ষণ ও অনুজ্ঞা পালন কর। তার নিষিদ্ধ বিষয়াদি পরিহার কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে বিপদাপদে রক্ষা করবেন, তোমার ইহকাল ও পরকাল সংরক্ষণ করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

ঈমানদার পুরুষ বা নারী সৎকর্ম করলে আমি তাকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবন দান করব।<sup>১২১</sup>

১১৯. জামিউত তিরমিযি, হাদিস নং-২৫১৬, মুসনাদে আহমদ, ২৬৬৯, ২৭৬৩, তিরমিযির ভাষ্য মতে, এটি হাসান সহিহ হাদিস।

১২০. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-২৮০৩

১২১. সূরা নাহল, আয়াত- ৯৭।



বান্দার অনেক বিপদ-আপদ আল্লাহর নির্দেশাবলি লংঘনের কারণেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ①

তোমাদের প্রতি আপতিত বিপদাপদ তোমাদেরই কর্মফল।<sup>১২২</sup>

“তোমার সম্মুখে তাকে অনুভব করবে”: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সচ্ছলতার সময় আল্লাহর প্রতি অভিমুখী হলে অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহ তোমাকে সহায়তা করবেন। কুরআন কারিমে সুস্পষ্টরূপে আল্লাহ বলেছেন, অসচ্ছল অবস্থায় সম্পাদিত সৎকাজ খুবই উপকারী। এটি এর সম্পাদনকারীকে সচ্ছলতার দিকে নিয়ে আসে। আর বিপদকালীন সম্পাদিত অসৎকাজ তার পালনকারীকে আরো কঠিন বিপদের মুখে ঠেলে দেয়।

হযরত ইউনুস আ.-এর ঘটনার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ② لَكِثَّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ③

যদি সে তাসবিহ আদায় না করত, তবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় তাকে মাছের পেটে অবস্থান করতে হত।<sup>১২৩</sup>

কুরআন কারিমের অন্য সূরায় ফেরাউনের বচন উদ্ধৃত হয়েছে,

قَالَ أَمْنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُوءَا إِسْرَءِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ④  
أَلَنْ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ⑤

বনি ইসরাঈলদের বিশ্বাস স্থাপিত বিষয় “আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই” এ মর্মে আমিও বিশ্বাস স্থাপন করলাম। ফেরাউন এ কথা বললে ফেরেশতা বলেছিলেন, এখন ঈমান আনছ? পূর্বে তো অবাধ্যতা করেছিলে এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে?<sup>১২৪</sup>

১২২. সূরা শূরা, আয়াত- ৩০।

১২৩. সূরা সাফফাত, আয়াত- ১৪৩-১৪৪।

১২৪. সূরা ইউনুস, আয়াত- ৯০-৯১।



“প্রার্থনা করলে আল্লাহর সকাশেই করবে:” আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে বান্দার গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা সমীচীন নয়, হাদিসে এর প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি ভরসা করা উচিত।

মোটকথা, বান্দার যাচিত বিষয়টি সৎপথ প্রদর্শন, কুরআন-সুন্নাহর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, রোগমুক্তি, পার্থিব বিপদাপদ ও পরকালীন আযাব থেকে মুক্তি, এ জাতীয় মানুষের কাছে চাওয়ার মত বিষয় না হলে আল্লাহর কাছে চাওয়া যেতে পারে। আর যাচিত বিষয়টি শিল্পপতি ও পেশাদার শ্রেণি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বশীল মানুষের কাছে চাওয়ার মত বিষয় হলে, তাদের অন্তর বিগলিত করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করা যেতে পারে, হে আল্লাহ, তুমি নিজ বান্দাদের অন্তরে নম্রতার মুকুল সৃষ্টি করে দাও।

আর সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষিতার কোন দোয়া আল্লাহর কাছে করা যাবে না। হযরত আলী রা. একদা এমন দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষিতা দান কর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনেই বলে উঠলেন, হে জ্ঞানী, এরূপ বলো না। কেননা, আল্লাহর সৃষ্টিজগত একে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেই। বরং তুমি এভাবে দোয়া কর, হে আল্লাহ, তোমার সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে অমুখাপেক্ষিতা দান কর।

আল্লাহর সৃষ্ট কারো কাছে প্রার্থনা করা ও তাদের প্রতি নির্ভরতা অবলম্বন করা সম্পূর্ণই নিন্দিত। পূর্ববর্তী নবিগণের প্রতি আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে আল্লাহ তাআলার বাণী বর্ণিত হয়েছে, আমার দরজা খোলা থাকা অবস্থায় অন্য দরজায় করাঘাত করার অনুতাপ তোমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে বাজে কি?

আমি অসীম ক্ষমতাধর সম্রাট তোমাদের প্রভু হওয়া সত্ত্বেও অন্য কারো সমীপে বিপদ মুক্তির আশা করা যায় কি? যে বান্দা আমার কাছে



প্রার্থনা না করে অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করে, তাকে আমি লাঞ্ছনার পোশাক পরিয়ে মানুষের মাঝে ঘুরাই।

“জেনে রেখো, সকল মানুষ একজোট হয়ে তোমার উপকার সাধন করতে চাইলেও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তার অন্যথা তোমার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না।”

মানুষ কখনো কখনো প্রেমাস্পদের সততার আশা এবং ঘণিতের অনিষ্টতার আশংকা করে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে উপকার লাভের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন।

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَضْرٌ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিপদাক্রান্ত করলেও একমাত্র তিনিই উদ্ধারকারী। আবার তিনি তোমার কোন কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা পোষণ করলেও তা রুখে দেওয়ার মত কেউ নেই।<sup>১২৫</sup>

এ আয়াতের সাথে বাহ্যত বিরোধী কিছু আয়াত আছে, যেগুলো হযরত মুসা আ.-এর উদ্ধৃত বক্তব্যরূপে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন। তবে এগুলো এই আয়াতের সম্পূর্ণ নেতিবাচকতা প্রকাশ করে না।

যথা:

قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ⑤

“মূসা ও হারুন আ. বললেন, প্রভু, “আমরা আশংকা করছি, তারা আমাদের প্রতি প্রান্তিকতা প্রদর্শন বা সীমালংঘন করবে।”<sup>১২৬</sup>

فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ⑥

“আমি আশংকা করছি, তারা আমাকে মেরে ফেলবে।”<sup>১২৭</sup>

১২৫. সূর ইউনুস, আয়াত- ১০৭।

১২৬. সূরা ত্বাহা, আয়াত- ৪৫।

১২৭. সূরা শুয়ারা, আয়াত- ১৪ সূরা কাসাস, আয়াত -৩৩।

## يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের আশংকা আমলে নাও।<sup>১২৮</sup>

নিচের এ আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায়, মুসা আ.-কে আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তা দিলেও তিনি শঙ্কিত ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত কেউ তাকে কিছুই করতে পারেনি।

মূলকথা হল, নিরাপত্তা ও ধ্বংস একমাত্র আল্লাহর হাতেই। মানুষ স্বভাবত ভয় উৎকণ্ঠা এড়িয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার বিভিন্ন উপকরণের শরণাপন্ন হয়। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

## وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

হে মানুষেরা, তোমরা নিজেদের হাত (সত্তা) কে ধ্বংসে নিপতিত করো না।<sup>১২৯</sup>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণীসমূহও মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তিপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করে।

১- وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ- مسند احمد ২৮০৩

২- ... لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمْهُمْ فَأَصْبِرُوا

১. জেনে রাখ, ধৈর্যের পরই আল্লাহর সাহায্য আসে।<sup>১৩০</sup>

২. শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করো না। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করো। কদাচিৎ শত্রুর মুখে পড়লেও ধৈর্য ধরো, পলায়ন করো না। এমনভাবে, বিপদকালে ধৈর্য ধারণের পরবর্তী সময়েই আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়।<sup>১৩১</sup>

১২৮. সূরা নিসা, আয়াত- ৭১।

১২৯. সূরা বাকারা, আয়াত- ১৯৫।

১৩০. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং-২৮০৩।

১৩১. সহিহ বুখারী হাদিস নং-২৯৬৬।



“দুর্দশার পরই সুসময় আসে”: হাদিসে বর্ণিত আরবি (كرب) কুরাব শব্দটির মানে প্রচণ্ড বিপদ। সুতরাং বিপদের প্রচণ্ডতা তীব্রতর হলেই পরক্ষণে আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা দান করেন। আরবিতে প্রবাদ আছে, কিছুক্ষণ কষ্ট ভোগ কর, তবেই সচ্ছলতা লাভ করবে।

“দুঃখের সাথেই সুখ রয়েছে”:

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ

একটি দুঃখ কিছুতেই দুটি সুখকে পরাস্ত করতে পারে না।<sup>১৩২</sup>

কথাটির তাৎপর্য হল, আল্লাহ তাআলা সূরা ইনশিরাহে দুঃখের প্রতিশব্দ (عُسْرٌ) উসরকে দ্বিরুক্ত করেছেন আবার সচ্ছলতা সুখের প্রতি শব্দ (يُسْرٌ) ইউসরকেও দ্বিরুক্ত করেছেন। তবে (عُسْرٌ) উসর শব্দটি নির্দিষ্টতার সাথে আর (يُسْرٌ) ইউসর শব্দটি অনির্দিষ্টতার সাথে। আরবদের প্রচলিত ভাষারীতি অনুযায়ী, নির্দিষ্টতাচক বিশেষ্য দ্বিরুক্ত হলে অভিন্ন বিষয়ই উদ্দিষ্ট হয়। আর অনির্দিষ্ট বিশেষ্য দ্বিত্ব হলে ভিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হয়। সূরা ইনশিরাহে এই নীতি মোতাবেক সুখের প্রতিশব্দ দুইটি এবং দুঃখের প্রতিশব্দ একটি। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ: ০২৮/২

একটি দুঃখ কিছুতেই দুটি সুখকে পরাস্ত করতে পারে না।

## ২০. বিংশ হাদিস

### লজ্জা ইমানের অঙ্গ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ الْبَذَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ التُّبَّوَةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَجِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

অনুবাদ: আবু মাসউদ উকবাহ ইবনে আমের আনসারী রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিম্নোক্ত বাক্যটিই নবুওয়াতের প্রথম নীতিবাক্যস্বরূপ মানুষকে দান করা হয়েছে-তোমার লজ্জা না থাকলে যাচ্ছেতাই করতে পার।<sup>১৩৩</sup>

ব্যাখ্যা: “তোমার লজ্জা না থাকলে যাচ্ছে তাই করতে পার।” অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও মানুষের কাছে লজ্জিত না হওয়ার মত কোন কর্মের ইচ্ছা পোষণ করলে তা কর, নতুবা কর না। এ হাদিসের উপরই সমগ্র ইসলামের মানদণ্ড স্থাপিত।

“যাচ্ছে তাই করতে পার” এ অনুজ্ঞাটি বৈধতাবাচক অনুজ্ঞা। কেননা, শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কাজ নিষিদ্ধ না হলে স্বভাবতই সেটি বৈধ।

কেউ কেউ হাদিসটির নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাও করেছেন:

তুমি আল্লাহর কাছে লজ্জিত বা সংকুচিত না হলে, এবং তার নিগূঢ় পর্যবেক্ষণে না থাকলে নিজেকে সকল নিষিদ্ধ কর্মের আধার বানাও, স্বেচ্ছাচারিতা করো। এ ব্যাখ্যানুসারে অনুজ্ঞাটি ধমকির অর্থে প্রযুক্ত, বৈধতার অর্থে নয়।

১৩৩. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬১২০, ৩৪৮৩, ৩৪৮৪, সুনানে ইবনে মাজহ, ৪১৮৩, মুসনাদে আহমদ, ১৭০৯০, ১৭০৯৮।



এটি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীদ্বয়ের মত:

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

তোমরা যাচ্ছে তাই কর।<sup>১৩৪</sup>

وَأَسْتَفْزِرُ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ<sup>১৩৫</sup> وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝

যথাসম্ভব নিজের আওয়াজ দ্বারা তাদেরকে উত্তেজিত কর। নিজের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে তাদের মাঝে শোরগোল সৃষ্টি করো। ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির ক্ষেত্রে তাদের অংশিদার হও আর লালসা ব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুত, শয়তান শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে।<sup>১৩৫</sup>

এ দুটি আয়াতে ধমকি প্রদান করা হয়েছে মাত্র। বৈধতা প্রদান করা হয়নি।

১৩৪. সূরা হামিম সাজদাহ, আয়াত- ৪০।

১৩৫. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৬৪।

## ২১. একবিংশ হাদিস

### ইসলামের প্রতি অবিচলতা

عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: আবু আমর, বর্ণনান্তরে, আবু আমরাহ সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, একদা আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে ইসলামের এমন একটি বাণী শোনান, যা সম্পর্কে আপনি ছাড়া আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, অতঃপর এর উপরই অটল অবিচল থাক।<sup>১০৬</sup>

ব্যাখ্যা: কুরআনে কারিমে আছে, فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ, তোমাকে যেসকল দৃঢ়তা অবলম্বনের আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেসকল দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আদিষ্ট বিষয়াদি সম্পাদন আর নিষিদ্ধ কার্যাবলি বর্জনই দৃঢ়তাজনের উপায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا<sup>১</sup>

সুতরাং (হে নবী) তোমাকে যেভাবে হুকুম করা হয়েছে, সে অনুযায়ী তুমি নিজেও সরল পথে স্থির থাকো এবং যারা তাওবা করে তোমার সঙ্গে আছে তারাও। আর সীমালঙ্ঘন করো না।<sup>১০৭</sup>

১০৬. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৩৮, জামিউত তিরমিযি, ২৪১০, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৭২, সুনানে দারেমি, ২৭৫২, মুসনাদে আহমদ, ১৫৪১৬।

১০৭. সূরা হুদ, আয়াত- ১১২।



আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

যারা আল্লাহকে নিজেদের পালনকর্তা স্বীকার করত দৃঢ়তা অবলম্বন করে, তাদের সমীপে ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন।<sup>১৩৮</sup>

তাফসিরের কিতাবসমূহে আছে, তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হলে তারা বলবে, আমাদের সন্তান-সন্ততি পৃথিবীতে কেমন আছে? তাদের রুটি-রুজির কী অবস্থা? উত্তরে ফেরেশতাগণ বলবেন,

نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

“দুনিয়া ও আখিরাতে আমরাই তোমাদের স্বজন, অভিভাবক।”<sup>১৩৯</sup>

অর্থাৎ, তোমাদের পর আমরাই পৃথিবীতে ওদের দায়িত্ববান। একথা শুনে তাদের চক্ষু শীতল হয়ে মুদে আসবে।

১৩৮. সূরা হামিম সাজদাহ, আয়াত- ৩০।

১৩৯. সূরা হামিম সাজদাহ, আয়াত- ৩১।

## ২২. দ্বাবিংশ হাদিস

### জান্নাতের সহজ পথ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  
وَمَعْنَى حَرَّمْتُ الْحَرَامَ: اجْتَنَبْتُهُ. وَمَعْنَى أَحْلَلْتُ الْحَلَالَ: فَعَلْتُهُ مُعْتَقِدًا حِلَّهُ.

অনুবাদ: আবু আবদুল্লাহ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি শুধুমাত্র ফরয নামাযসমূহ আদায় করি, রমযানে রোযা রাখি, হালালকে হালাল মনে করি, হারামকে হারাম মনে করি, এ ছাড়া অন্য আমল না করি, তবে কি আমি জান্নাতে প্রবেশ করব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।<sup>১৪০</sup>

ব্যাখ্যা: হারামকে হারাম মনে করার মানে হল, তা পরিত্যাগ করা। হালালকে হালাল মনে করার মানে হল, তার বৈধতা মেনে পালন করা।

লোকটি বলতে চেয়েছেন, আমি হালালকে হালাল মেনে তার আবশ্যক বিষয়াবলি সম্পাদন করব। আর হারামকে হারাম জেনেই পরিত্যাগ করব।

১৪০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-১৫, মুসনাদে আহমাদ, ১৪৩৯৪, ১৪৭৪৭।



## ২৩. এয়োবিংশ হাদিস

### যাবতীয় কল্যাণ ও শুভার্থের সমাহার

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: আবু মালেক হারেস ইবনে আসেম আশআরী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। আলহামদুলিল্লাহ মিয়ানকে পরিপূর্ণ করে দেয়। আর সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ আসমান যমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে দেয়। নামায আলোকবর্তিকা স্বরূপ। সদকাহ প্রমাণ স্বরূপ। ধৈর্য জ্যোতি স্বরূপ। আর কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে দলিল স্বরূপ। সকল মানুষ প্রত্যুষে উঠে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। এরপর নিজেকে মুক্ত করে বা ধ্বংস করে।<sup>১৪১</sup>

ব্যাখ্যা: “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ” এ হাদিসে উল্লিখিত পবিত্রতাকে ইমাম গায়ালী রহ. হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি অন্তরের যাবতীয় ব্যাধি থেকে পবিত্রতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ, ঈমান মূলত এর মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে। তাই যে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত দুটি সাক্ষ্য প্রদান করে, তার ঈমান অর্ধেক অর্জিত হয়।

১৪১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২২৩, জামিউত তিরমিযি, ৩৫১৬, সুনানে নাসাই, ২৪৩৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৮০, সুনানে দারেমি, ৬৭৯, মুসনাদে আহমাদ, ২২৯০২, ২২৯০৮।



আর বাকি অর্ধেক অর্জনের জন্য যাবতীয় আত্মিক ব্যাধি থেকে পবিত্র হওয়া আবশ্যিক। তাই সেসব থেকে অন্তর পবিত্র না হলে ঈমান অপূর্ণই থেকে যায়।

কতিপয় ওলামায়েকেরাম বলেন, পবিত্র আত্মা নিয়ে যে নামায আদায় করে, সে যেন দৈহিক ও আত্মিক উভয় প্রকার পবিত্রতা নিয়েই নামায আদায় করে। আর যে শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের পবিত্রতা নিয়ে নামাযে প্রবেশ করল, সে শুধু একটি পবিত্রতা নিয়ে নামায আদায় করল। আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র বান্দার অন্তঃকরণের প্রতিই দৃষ্টি দেন। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক ও দৈহিক অবয়বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। বরং অন্তরের অবস্থার প্রতিই দৃষ্টিপাত করে থাকেন।<sup>১৪২</sup>

“সুবাহানাল্লাহ এবং সুবাহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ মিয়ান এবং আসমান যমিনের মধ্যবর্তী স্থানটি পরিপূর্ণ করে দেয়” নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা এ হাদিসের প্রতি আপত্তি উত্থাপিত হয়:

قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ، عَلَّمَنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ وَادْعُوكَ بِهِ قَالَ: يَا مُوسَى قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبِّ، إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخْصِنِي بِهِ قَالَ: يَا مُوسَى أَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَغَامِرُهُنَّ غَيْرِي، وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ فِي كَفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللَّهُفِي كَفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

হযরত মুসা আ. একদা আরয করেছিলেন, হে প্রভু, আমাকে জান্নাতে প্রবেষ্টকারী একটি আমল বাতলে দেন। আল্লাহ তাআলা তখন

১৪২. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৬৪।



বলেছিলেন, হে মুসা, বল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সাততবক আসমান-যমিন এক পাল্লায় রেখে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” অপর পাল্লায় রাখা হলে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”র পাল্লাটিই ভারী হবে।<sup>১৪৩</sup>

জানা কথা যে, আসমান যমিন এতদুভয়ের মধ্যস্থিত বিষয়াদির চেয়েও প্রশস্ত। আর “আলহামদুলিল্লাহ” মিয়ানের পাল্লা ভারী করে আরও অতিরিক্ত হয়, তবে আসমান-যমিনের মধ্যবর্তী স্থানকেও পূর্ণ করা “আলহামদুলিল্লাহ” যিকরের জন্য আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত হয়। কেননা, আসমান-যমিনের মধ্যবর্তী স্থানের চেয়েও মিয়ানের পাল্লাই প্রশস্ততর। আর “আলহামদুলিল্লাহ” এককভাবেই এটিকে পূর্ণ করে, তবে তো পাল্লার চেয়েও সংকীর্ণ বিষয় অর্থাৎ, আসমান-যমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে এমনিতেই পূর্ণ করে দেওয়ার কথা।

এ আপত্তি দূরীভূত করার উপায় হল, হাদিসের মর্মার্থ আসলে এমন, “আলহামদুলিল্লাহ” যিকির আকারবিশিষ্ট কোন পদার্থ হলে আসমান-যমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে দিত আর ওয়নের ক্ষেত্রে মিয়ানের পাল্লাতে যথেষ্ট ওজনদার হত। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে, এর সাওয়াব মিয়ানের পাল্লাকে ভারী করে দেয়। আর এটি আকৃতিসম্পন্ন কোন পদার্থ হলে আসমান যমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে “সুবহানাল্লাহ” র সাথে মিলে পূর্ণ করত।

“নামায আলোকবর্তিকা স্বরূপ”: অর্থাৎ, নামাযের পুণ্য ও সাওয়াব আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, অন্ধকার পথ মাড়িয়ে মসজিদে গমনকারীদের জন্য কিয়ামতের দিবসে পরিপূর্ণ জ্যোতি লাভের সুসংবাদ দাও।<sup>১৪৪</sup>

১৪৩. সহিহ ইবনে হিব্বান, ৬২১৮৭। সুনানে কুবরা, নসাই, ১০৬৭০।

১৪৪. জামিউত তিরমিযি, হাদিস নং-২২৩।



“সদকাহ প্রমাণ স্বরূপ”: দানকারীর জন্য সদকাহ ঈমানের বিশুদ্ধতার প্রমাণ। যেহেতু এটি স্বীয় দানকারীর সততা ও নিষ্কলুষতার প্রমাণ, তাই একে সদকাহ বলে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, মুনাফিক কদাচিৎ নামায আদায় করলেও সদকা প্রদান করা তার পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে উঠে না।

“ধৈর্য জ্যোতিস্বরূপ”: অর্থাৎ, প্রশংসনীয় ধৈর্য জ্যোতি স্বরূপ। পার্থিব ঘাত-প্রতিঘাত, বিপদ-আপদ ও আল্লাহর আনুগত্যের বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা জ্যোতি স্বরূপ। এ বাক্যটির অর্থ হল, ধৈর্যধারণকারী সদা-সর্বদাই অফুরন্ত সাওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে।

“সকল মানুষ প্রত্যুষে নিজেকে বিক্রি করে”: এর মানে সকল মানুষ নিজের জন্য প্রচেষ্টা করে, প্রয়াস চালায়। কেউ আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য নিজেকে বিক্রি করে নিজ সত্তাকে পরকালীন আযাব থেকে মুক্ত করে। আর কেউ শয়তান ও প্রবৃত্তির আনুগত্যের মাধ্যমে স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করলে আল্লাহ উক্ত পাঠকারীর এক চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। দুইবার পাঠ করলে তিন-চতুর্থাংশ আর চারবার পাঠ করলে সম্পূর্ণ সত্তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। দোয়াটি এই-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمَسِّي:  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ،  
أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ مِنَ  
النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلَاثَةَ  
أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার প্রভুত্ব, তোমার আরশের বাহকমণ্ডলী, সম্মানিত নবিগণ ও সকল সৃষ্টিজীবের সাক্ষ্য দিয়ে সকালে উপনীত



হয়েছি। নিশ্চয়, তুমিই প্রভু। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তুমি একক, অদ্বিতীয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।<sup>১৪৫</sup>

এ দুআর ফযিলত নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে, মনিব নিজ ক্রীতদাসের কিয়দংশ মুক্ত করে দিলে ক্রমান্বয়ে অবশিষ্টাংশের প্রতিও তো মুক্তির বিধান আরোপিত হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা প্রথম এক চতুর্থাংশ মুক্ত করে দিলেও ফলত অবশিষ্টাংশের প্রতি মুক্তির বিধান তো আরোপিত হয়নি। এমনটি কেন?

এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ক্রীতদাস নিজের মনিবের পক্ষ থেকে কিয়দংশ মুক্তির বিধান পেলে বাকি অংশের আযাদির বিধান আরোপণ বাধ্যতামূলক ও জবরদস্তিপূর্ণ। বান্দার মত আল্লাহর প্রতি বাধ্যতামূলক বিধান আরোপিত হয় না। আর আল্লাহর ইচ্ছা বহির্ভূত বিষয়ও আল্লাহর প্রতি প্রযুক্ত হয় না। এসব থেকে তিনি সম্পূর্ণই পবিত্র। তাই অবশিষ্টাংশের প্রতি মুক্তির বিধান আরোপিত হয়নি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে সেসব মুমিনদের প্রাণ-সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, দুশমনকে হত্যা করে ও নিজেরা নিহত হয়। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যথাযথরূপেই বিবৃত হয়েছে। তোমরা যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা

১৪৫. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫০৬৯।

পূর্ণ করে থাক, এবং নিজেদের সম্পাদিত চুক্তিতে আনন্দ লাভ কর।  
জেনে রেখ, এটিই মহান সফলতা।<sup>১৪৬</sup>

কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পাদিত এ চুক্তি অপেক্ষা উত্তম কোন চুক্তি আজও সংঘটিত হয়নি। এতে স্বয়ং আল্লাহই ক্রেতা। আর বিক্রেতা হলেন মুমিনগণ। বিক্রয়মূল্য জান্নাত। পণ্য মুমিনের প্রাণ-সম্পদ। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মূল্য পরিশোধের পূর্বেই বিক্রেতা পণ্য সমর্পণে বাধ্য। আর ক্রেতা প্রথমেই মূল্য পরিশোধে বাধ্য নয়।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা হল, জিহাদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাণোৎসর্গকরণ আল্লাহর তাআলা মুমিনদের প্রতি আবশ্যিক করে দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, মহান মনিব আল্লাহ তাঁর তুচ্ছ বান্দাগণের নিকট থেকে কীভাবে তাদের প্রাণ ক্রয় করেন? এ সকল প্রাণ তো তাঁরই অধিকারভুক্ত।

উত্তরে বলা হবে, প্রথমে আল্লাহ তাদের সাথে মুকাতাবাহ (বিভিন্ন শর্তের মাধ্যমে দাসমুক্তি) চুক্তি সম্পাদন করে অতঃপর তাদের প্রাণসমূহ ক্রয় করেছেন। মুকাতাবাহর শর্তস্বরূপ তাদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোযা প্রভৃতি আবশ্যিক করে দিয়েছেন। এ সব বিধান পালন করলে মুকাতাবাহ চুক্তির ফলস্বরূপ তারা স্বাধীন সত্ত্বায় পরিণত হবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।



## ২৪. চতুর্বিংশ হাদিস

### মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُمُوا. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمَكُمْ. يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكَسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا صَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفَجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفِيكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হযরত আবু যর গিফারী রা. এর সূত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ, আমি নিজেকে জুলুম-অত্যাচার থেকে পবিত্র রেখেছি। আর তোমাদের

মাঝেও তা নিষিদ্ধ করেছি। সুতরাং তোমরা পারস্পরিক অত্যাচারে লিপ্ত হয়ো না।

হে আমার বান্দাগণ, আমি যাকে হেদায়েত দান করি, সে ব্যতীত তোমাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে তোমরা হেদায়াত প্রার্থনা করো, আমি হেদায়াত দান করব।

হে আমার বান্দাগণ, আমি যাকে জীবিকা প্রদান করি, সে ছাড়া সকলেই অভুক্ত। সুতরাং আমার কাছে তোমরা জীবিকা প্রার্থনা কর, আমি জীবিকা প্রদান করব।

হে আমার বান্দাগণ, আমি কাউকে পরিচ্ছদিত না করলে তোমরা সকলেই পরিচ্ছদহীন থাকবে। তাই তোমরা আমার নিকট পরিচ্ছদ কামনা কর, আমি তোমাদের পরিচ্ছদিত করব।

হে আমার বান্দাগণ, তোমরা দিবারাত্রি অপরাধ করে চলেছ, আমি সকল অপরাধ মার্জনা করি। তাই তোমরা আমার সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব।

হে আমার বান্দাগণ, আমার ক্ষতি সাধন করার কোনই ক্ষমতা তোমাদের নেই। তাই তোমরা আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেও না। তদ্রূপ আমার উপকার সাধন করার ক্ষমতাও তোমাদের নেই আর তোমরা তা পারবেও না।

হে আমার বান্দাগণ, যদি পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের, জ্বিন ও মানবের সকলে সৃষ্টিজীবের সর্বাধিক পরহেজগার ব্যক্তির ন্যায় মহত্তম আত্মার অধিকারী হয়, তবুও আমার রাজত্বে সামান্যতম বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে না।

হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি, জ্বিন ও মানবের সকলে সৃষ্টিজীবের সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় নিকৃষ্টতম



অন্তরের অধিকারী হলেও আমার রাজত্ব-ক্ষমতায় সামান্যতম হ্রাস ঘটাতে পারবে না।

হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি, মানব-দানবের সকলে সুউচ্চ ভূমিতে উপনীত হয়ে আমার নিকট বৈষয়িক প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের সবারই প্রার্থনা পূরণ করি, তবে সাগরে প্রক্ষিপ্ত সুঁচের মাথায় ধারণকৃত পানি পরিমাণও আমার কাছ থেকে হ্রাস ঘটবে না। হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের যাবতীয় আ'মাল আমি তোমাদের জন্য নিকাশিত করে সেগুলো তোমাদেরকেই প্রতিদান স্বরূপ প্রত্যাৰ্পন করি। সুতরাং কেউ কোন কল্যাণ লাভ করলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর অন্যকিছু লাভ করলে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।<sup>১৪৭</sup>

ব্যাখ্যা: “আমি নিজেকে জুলুম-অবিচার থেকে পবিত্র রেখেছি”: জুলুম তথা অবিচার ও অত্যাচার আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব। কেননা, অত্যাচার মানে সীমালংঘন ও অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ। এ দুটিই আল্লাহর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

“তোমরা পারস্পরিক অত্যাচারে লিপ্ত হয়ো না”: অর্থাৎ, একজন অপরের প্রতি অত্যাচার করলে এর প্রতিফলে সে পূর্বোক্ত ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করা। পরে আবার প্রথমজন দ্বিতীয় জনের প্রতি অবিচার করা। হাদিসে এটি নিষেধ করা হয়েছে।

তোমরা দিবারাত্রি অপরাধ করে চলেছ: এর আরবি ইবারত (تخطأون) তাখতায়ুনা বাবে (سمع) সামিয়া থেকে। তবে এটি বাবে (إفعال) ইফয়াল থেকেও হতে পারে। তখন এর উচ্চারণ হবে (تخطئون) (তুখতিউন)।

প্রচলিত অর্থে, এ শব্দটি সেচ্ছাকৃত অন্যায় ও অনিচ্ছাকৃত ভুল উভয় অর্থেই ব্যহৃত হয়। যে বানানরীতি এখানে আমি বর্ণনা করেছি, এটিই অধিক প্রচলিত ও সঠিক। একে অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

১৪৭. সহিহ মুসলিম, ২৫৭৭, জামিউত তিরমিযি, ২৪৯৫, সুনাতে ইবনে মাজাহ, ৪২৫৭, মুসনাদে আহমাদ, ২১৩৬৭, ২১৪২০, ২১৫৪০।

আল্লাহর তাআলার নিম্নোক্ত বাণীতে অন্য রীতিও পরিলক্ষিত হয়:-

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ۝

“নিশ্চয় মানবহত্যা বিরাট অপরাধ”।

সূরা বনী ইসরাঈলের একত্রিশতম এ আয়াতে (خَطَا) খাতা শব্দের (خ) খা বর্ণে যের যবর উভয়টিই প্রমাণিত।

“যদি তোমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি... আমার রাজত্বে সামান্যতম বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে না”: আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে অমুখাপেক্ষী, এটি যৌক্তিক ও প্রচলিত উভয় প্রকারের প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত। কোন সৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ তাআলা নিজের কোন বিষয় বৃদ্ধি করেন না। সমগ্র আসমান-যমিন ও এর মধ্যবর্তী সবকিছুর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আল্লাহর অধিকারভুক্ত। তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণই অমুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

আল্লাহ যা ইচ্ছাপোষণ করেন, তা-ই সৃষ্টি করেন।<sup>১৪৮</sup>

এ মহাবিশ্ব ধ্বংস করে আরেকটি সৃষ্টি করতেও তিনি সক্ষম। যিনি সব কিছু সৃষ্টিতে সক্ষম, স্বভাবতই তিনি সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী হবেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ নিজেই নিজের সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

“কেউ-ই আল্লাহর রাজত্ব ক্ষমতায় অংশিদার নন”<sup>১৪৯</sup>

১৪৮. সূরা আল ইমরান, আয়াত-৪৭।

১৪৯. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ১১১।



এ আয়াতের শেষাংশে তিনি নিজেকে অন্য কোন সহযোগী, সহায়তাকারী থেকেও অমুখাপেক্ষী ঘোষণা করে বলেছেন,

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا

“আর বশ্যকুলের কেউই তাঁর বন্ধু বা সহযোগী নন।”<sup>১৫০</sup>

সুতরাং সম্মান ও পরাক্রমতার সর্বিক গুণাবলি সদাই তার ক্ষেত্রে প্রমাণিত। তেমনি অপমান ও নীচুতার দোষ থেকে তিনি পবিত্র। উপরোক্ত গুণাবলি যার মাঝে বিদ্যমান থাকে, তিনি অনুগতের আনুগত্য থেকে স্বভাবতই অমুখাপেক্ষী। যদি সকল মানুষ সৃষ্টিজীবের সর্বাধিক পরহেয়গার ব্যক্তির ন্যায় তাঁর ইবাদত আনুগত্য করে ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, বিরোধিতা ও অবাধ্যতা না করে, তথাপি আল্লাহ এতে কোনরূপ উপকৃত বা লাভবান হবেন না। এতে তার রাজত্ব ক্ষমতায় কিছুই বৃদ্ধি ঘটবে না। বান্দাগণের পক্ষ হতে তার উদ্দেশ্যে কৃত ইবাদত তাঁরই তাওফিক ও সাহায্যে সম্পাদিত হয়। এ ছাড়াও ইবাদত তাঁর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক বিশেষ নিয়ামত। যদি সকল সৃষ্টিকুল সর্বাপেক্ষা অবাধ্য ইবলিসের ন্যায় তাঁর অবাধ্যতা করে, তার যাবতীয় আদেশ নিষেধের বিরুদ্ধাচারণ করে, তবুও তার কোনরূপ ক্ষতি হবে না। তার ক্ষমতার পূর্ণতায় অসম্পূর্ণতা সৃষ্টি হবে না। কেননা, তিনি চাইলেই তাদের সবাইকে ধ্বংস করে অন্যদেরকে সৃষ্টি করতে পারেন। তাই তিনি মহাপবিত্র ও সুমহান। ইবাদতে তাঁর কোন লাভ নেই। অবাধ্যতায় তাঁর কোন ক্ষতি নেই।

“সাগরে প্রক্ষিপ্ত সুঁচের অগ্রভাগের পানি পরিমাণও আমার থেকে হ্রাস ঘটাতে পারবে না”: মূল আরবি পাঠে সুঁচের অগ্রভাগের কথা নেই। শুধু সুঁচের কথা আছে। এটা সকলেরই জানা, সুঁচ বলে এখানে তার অগ্রভাগ বুঝানো উদ্দেশ্য। এটাও প্রত্যক্ষ যে, সুঁচের অগ্রভাগস্থ সামান্য পানি

১৫০. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১১১।

সমুদ্রের পানির হ্রাস ঘটাতে পারে না। সাধারণ দৃষ্টিতে বা পরিমাণে এর কোন প্রভাবও পড়ে না।

“কোন কল্যাণ লাভ করলে যেন সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে”: অর্থাৎ, যেহেতু আল্লাহ পরম অনুগ্রহ করে তাকে ইবাদতের তাওফিক দিয়েছেন, তাই কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত।

কোন অকল্যাণ প্রাপ্ত হলেও বান্দার নিজেকেই ভৎসনা করা উচিত। কেননা, সে নিজেই নিষিদ্ধ কাজ করেছে ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে।



## ২৫. পঞ্চবিংশ হাদিস

### যিকরের ফযিলত

عن أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: {أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بَضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ}. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّاتِي أَحَدُنَا شَهَوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ؟ قَالَ: {أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হযরত আবু যর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবি রা. তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, ধনী লোকেরাই তো সব নেকি নিয়ে গেল। আমাদের মত তারাও নামায আদায় করে, রোযা পালন করে। তবে তাদের সম্পদের আধিক্যের দরুণ তারা সদকা প্রদান করে। (তাই তাদের নেকিও অধিক)। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তো তোমাদের জন্যও সদকার অনুরূপ বিষয় রেখেছেন। তোমাদের প্রত্যেক তাসবিহের বিনিময়ে সদকার সাওয়াব। তাকবিরের বিনিময়ে সদকার সাওয়াব। তাহমিদের বিনিময়ে সদকার সাওয়াব। তাহলিলের বিনিময়ে সদকার সাওয়াব। সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের বিনিময়ে সদকার সাওয়াব। এ ছাড়াও প্রত্যেকের বৈধ রতিক্রিয়ার বিনিময়ে সদকার সাওয়াব।

রয়েছে। সকলে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, যৌন চাহিদা পূরণ করলেও সওয়াব হবে? তিনি বললেন, মনে কর, যদি সে তা হারাম উপায়ে চরিতার্থ করত তবে কি তার পাপ হত না? তদ্রূপ, হালাল পথে পূরণ করলেও সওয়াব হবে।<sup>১৫১</sup>

জ্ঞাতব্য: ওলামায়ে কেরাম বলেন, সহবাস ও যৌন চাহিদা চরিতার্থ করণের মাঝে বহুসংখ্যক কল্যাণকর বিষয় রয়েছে।

১. দৃষ্টি সংযত করণ।
২. ব্যভিচার হতে আত্মসংরক্ষণ
৩. পার্থিব সভ্যতার পূর্ণতাদায়ক বংশ-পরিক্রমা কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ ও বর্ধন।

উক্ত সকল বিষয়ই ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। তাই সকল নবী-রাসুলগণও এহেন চাহিদা সম্বলিত মানুষ ছিলেন। সাধারণভাবে অন্যান্য প্রবৃত্তিমূলক চাহিদার অনুশীলন অন্তরকে পাষণ করে দেয়। কিন্তু এটি অন্তরকে নম্র ও বিগলিত করে।

১৫১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-১০০৬, ৭২০, জামিউত তিরমিযি, ১৯৫৬, সুনানে আবু দাউদ, ১২৮৫, ১২৮৬, ৫২৪৩, মুসনাদে আহমাদ, ২১৩৬৩, ২১৪২৭, ২১৪৬৯, ২১৪৭৩, ২১৪৮২, ২১৪৮৪, ২১৫৪৮।



## ২৬. ষড়বিংশ হাদিস

### কল্যাণার্জনের বহুবিধ পন্থা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ؛ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের প্রতিটি সরু অঙ্গ-অস্থির পরিবর্তে সদকা রয়েছে। সূর্যোদয়ের প্রতিটি দিন দুজন মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করা সদকা স্বরূপ। মানুষকে সাওয়ারীতে আরোহণে সাহায্য করা এবং তার বোঝাই পণ্য তুলে দেওয়া সদকা স্বরূপ। কালিমায়ে তাইয়্যিবার পাঠ সদকা স্বরূপ। নামাযে গমনের প্রত্যেক পদক্ষেপ সদকা স্বরূপ। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত করা সদকা স্বরূপ।<sup>১৫২</sup>

ব্যাখ্যা:

“মানবদেহের প্রতিটি অস্থিগিরার জন্য সদকা রয়েছে”: বর্ণিত আছে, মানব শরীরে এরূপ অস্থিগিরা মোট তিনশত ষাটটি। এগুলোর প্রতিটির পরিবর্তে সদকা করার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রতিনিয়তই উক্ত আমলগুলো মানুষের জন্য সদকারূপে গণ্য হয়। তাসবিহ, তাহলিল, তাকবির এবং

<sup>১৫২</sup> সহিহ বুখারি, ২৭০৭, ২৮৯১, ২৯৮৯, সহিহ মুসলিম, ১০০৯, মুসনাদে আহমাদ, ৭৮৪১, ৮১১১।

মসজিদে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপ, তদ্রূপ সকল পুণ্যকর্ম মানুষের জন্য সদকার মত। তাই যে এ পুণ্যময় কর্মগুলো দিনের প্রথমভাগে সম্পাদন করল, সে যেন নিজ দেহাবয়বের যাকাত আদায় করে একে হেফাজত করে নিল।

وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَكَعَتَيْنِ مِنَ الصُّحِيِّ تَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ.

হাদিস শরীফে আছে, চাশতের সময় দু' রাকাত নামায আদায় এই আমলগুলোর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।<sup>১৫৩</sup>

عَنْ نُعَيْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنِ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

হযরত নুয়াইম রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান, দিবসের প্রথম ভাগে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে চার রাকাত নামায আদায় কর। দিবসের প্রথম থেকে শেষভাগ পর্যন্ত আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। অর্থাৎ, তোমার সকল বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করব।<sup>১৫৪</sup>

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "يُضْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَاةٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ؛ فَكُلُّ نَسِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّحِيِّ.

সহিহ মুসলিম হাদিস নং-৭২০, মুসনাদে আহমদ, ২১৪৭৫।

১৫৪. সুনানে আবু দাউদ, ১২৮৯, মুসনাদে আহমদ, -২২৪৭১, ২২৪৬৯, ২২৪৭০, ২২৪৭২, ২২৪৭৪, ২২৪৭৫।



## ২৭. সপ্তবিংশ হাদিস

### পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: {اسْتَفْتِ قَلْبَكَ؛ الْبِرُّ مَا أَطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوَكَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَدِي الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالدَّارِمِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

অনুবাদ: হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নেক কাজ হল সদাচরণ। আর যা তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে, এবং মানুষের কাছে তা প্রকাশিত হওয়া তুমি অপছন্দ কর, তাই পাপ।<sup>১৫৫</sup>

হযরত ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ রাযি. বলেন, একদা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নিকট আসলে তিনি বলেন, পুণ্যকর্মের সংজ্ঞা জানতে এসেছ? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস কর। যে বিষয়ে তোমার অন্তর প্রশান্ত থাকে, আত্মা শান্তি লাভ করে, তাই পুণ্যকর্ম। আর যা মনে অনুতাপ সৃষ্টি করে ও দোটানা ভাব জাগায়, তাই পাপ (যদিও সাধারণ ও কতিপয় জ্ঞানী মানুষেরা সেটার বৈধতার সিদ্ধান্ত দেয়)।<sup>১৫৬</sup>

১৫৫. সহিহ মুসলিম, ২৫৫৩, জামিউত তিরমিযি, ২৩৮৯, মুসনাদে আহমাদ, ১৭৬৩১,

১৭৬৩২, ১৭৬৩৩, সুনানে দারেমি, ২৮৩১।

১৫৬. সুনানে দারেমি, ২৫৭৫, মুসনাদে আহমাদ, ১৭৯৯৯, ১৮০০১, ১৮০০৬।

হাদিস হাসান। এ হাদিসটি আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম দারেমীর মুসনাদদ্বয়ে হাসান সনদে পেয়েছি। বন্ধনীয়ুক্ত বাক্যটি উক্ত দুই কিতাবে রয়েছে। একে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মুদরাজ বা সংযুক্তি মনে করা হয়।

ব্যাখ্যা: “নেক কাজ হলো উত্তম স্বভাব:” এ সম্পর্কিত আলোচনা অষ্টাদশ হাদিসের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যায় অতিবাহিত হয়েছে।

ইবনে ওমর রা. বলেন, (কবিতা)

الْبِرُّ أَمْرٌ هَيِّنٌ، وَجُهُ طَلِيقٌ، وَلِسَانٌ لَيِّنٌ.

সদাচরণ একটি সরল বিষয়। প্রশস্ত চেহারা ও বিনম্র কথাবার্তা এর অন্তর্ভুক্ত।

নিম্নোক্ত আয়াতে সংকর্মের সর্বোত্তম সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

তবে সৎ ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে।<sup>১৫৭</sup>

“যা তোমার অন্তরে অনুতাপ সৃষ্টি করে, তাই পাপ”: অর্থাৎ, যাতে তোমার অন্তর প্রশান্ত হয় না, বরং সততই অনুতাপে আলোড়িত হয়, তাই পাপ। এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, মানুষের কোন কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা হলে প্রথমে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এর ফলে অন্তর স্থিরতা লাভ করলে তবেই সম্পাদন করা উচিত। সন্দেহ-সংশয় সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা ষষ্ঠ হাদিসে অতিক্রান্ত হয়েছে।

يُرَوَّى أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْضَى بَيْنَهُ بِوَصَايَا مِنْهَا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتُمْ فَعْلَ شَيْءٍ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ قُلُوبُكُمْ فَلَا تَفْعَلُوهُ فَإِنِّي لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ



إِضْطَرَبَ قَلْبِي. وَإِذَا أَرَدْتُمْ فِعْلَ شَيْءٍ فَانْظُرُوا فِي عَاقِبَتِهِ فَإِنِّي لَوْ نَظَرْتُ فِي عَاقِبَةِ الْأَكْلِ مَا أَكَلْتُ مِنَ الشَّجَرَةِ. وَإِذَا أَرَدْتُمْ فِعْلَ شَيْءٍ فَاسْتَشِيرُوا الْأَخْيَارَ فَإِنِّي لَوْ اسْتَشَرْتُ الْمَلَائِكَةَ لَأَشَارُوا عَلَيَّ بِتَرْكِ الْأَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ.

বর্ণিত আছে, হযরত আদম আ. অনাগত সকল মানুষের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উপদেশ দিয়ে গেছেন।

১. তোমরা কোন কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা করলে যদি অন্তর অস্থির হয়ে পড়ে, তবে তা করো না। কেননা, যখন আমি বেহেশতের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, আমার আত্মা অস্থির হয়ে পড়ছিল।
২. কোন কাজ করার ইচ্ছা হলে তার পরিণাম ভেবে নাও। কেননা, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের পরিণাম ভাবলে আমি তা ভক্ষণ করতাম না।
৩. কোন কাজ করার পূর্বে সৎলোকের সাথে পরামর্শ কর। কেননা, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের পূর্বে ফেরেশতাগণের পরামর্শ চাইলে হয়ত তারা আমায় ভক্ষণ না করার পরামর্শ দিতেন।<sup>১৫৮</sup>

“যে সম্পর্কে মানুষের অবগতি অপছন্দ কর”: কেননা, সন্দেহযুক্ত খাবার খাওয়া এবং সংশয়যুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়া মানুষের দৃষ্টিতে তিরস্কারযোগ্য বিষয়। তদ্রূপ, একই মায়ের স্তন্যগ্রাহী রমণীকে বিবাহ করা নিন্দনীয় কাজ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لِأَيِّ إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ.

১৫৮. সাফওয়াতুল আখবার ও মুনতাকাল আছার থেকে সংগৃহীত।

এ হাদিসে রয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবি রা. কে বলেছিলেন, কীভাবে তোমাদের দুজনের বিয়ে সম্ভব? কারণ, দুজনে একই মায়ের দুধ পান করেছ বলে জনরব উঠেছে।<sup>১৫৯</sup>

তদ্রূপ, মানুষ কোন হারামের চর্চা করলে তাও অন্যান্যের নিকট প্রকাশ পাওয়া অপছন্দ করে। যেমন: অপরের সম্পদ ভক্ষণ করা। মালিকের সন্তুষ্টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে তা বৈধ। সন্তুষ্টি নিয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকলে ভক্ষণ করা হারাম। তদ্রূপ, গচ্ছিত আমানতের মধ্যে মালিকের অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করাও হারাম। কারণ, মানুষ জানতে পারলে তিরস্কার করবে। হস্তক্ষেপকারী নিজেও এ বিষয়ে মানুষের অবগতি চায় না। সে জানে যে, এতে লোক-নিন্দার ভয় রয়েছে।

“যদিও সাধারণ ও কতিপয় জ্ঞানী মানুষেরা এর বৈধতার সিদ্ধান্ত দেন”: যেমন: তোমার নিকট কোন অধিকাংশ হারাম সম্পদবিশিষ্ট মানুষের পক্ষ থেকে হাদিয়া আসার ফলে অন্তরে তার বৈধতা নিয়ে সংশয় তৈরি হল। তখন কেউ তা ভক্ষণে বৈধতার সিদ্ধান্ত দিলেও ভক্ষণ না করাই তাকওয়ার দাবি। কেননা, এটি সংশয় দূরীভূত করে না। তদ্রূপ, কোন নারী অন্য পুরুষের সাথে একই মায়ের দুধ পান করেছে বলে সাক্ষ্য দিল। সাক্ষ্যের শর্ত পূরণ না হওয়ায় কেউ বিবাহ বৈধতার সিদ্ধান্ত দিলেও তাতে সন্দেহ রয়েই যাবে। এক্ষেত্রে লোকদের কথা উপেক্ষা করে তাকওয়া অবলম্বন করাই শ্রেয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

১৫৯. সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৮৮।



## ২৮. অষ্টাবিংশ হাদিস

### সুন্নাহ গ্রহণের অপরিহার্যতা

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعَرَبَاذِيِّ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا. قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অনুবাদ :- আবু নাজিহ ইরবাস ইবনে সারিয়াহ রা. বলেন, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন উপদেশ দিলেন, যাতে অন্তর প্রকম্পিত হল ও চোখ অশ্রুপ্লাবিত হল। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, মনে হয় তা বিদায়ী উপদেশ। তাই আমাদেরকে কিছু অন্তিম নীতিবাক্য বলে যান। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং আনুগত্য ও মান্যতার উপদেশ দেই। যদি কোন ক্রীতদাসও তোমাদের আমির নিযুক্ত হয়, তবুও তাকে মান্য করবে। কেননা, তোমরা যারা আমার ইত্তিকালের পর জীবিত থাকবে, তারা বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার আদর্শ এবং সৎপথপ্রাপ্ত ও সত্যনিষ্ঠ খলিফাগণের আদর্শ পেষণদন্ত দ্বারা আকড়ে ধরবে। আর নবোদ্ভাবিত বিষয়াদি থেকে সাবধান থাকবে। কেননা, সকল বিদআত পথভ্রষ্টতা।<sup>১৬০</sup>

<sup>১৬০</sup>. সুন্নাহ আবু দাউদ, ৪৬০৭, জামে তিরমিযি, ২৬৭৬, সুন্নাহ ইবনে মাজাহ, ৪২, ৪৩, সুন্নাহ দারেমি, ৯৬।

ব্যাখ্যা:

“পেষণদন্ত দ্বারা আকড়ে ধর”: মানুষ যখন পেষণদন্ত দ্বারা কামড়ে ধরে, তখন সবগুলো দাঁত একত্র হয়ে কামড় মজবুত হয়। এটি আসলে সর্বশক্তি নিয়োগ করার প্রবচন। আদর্শ কামড়ে ধরার মানে হল একে গ্রহণ করা, প্রবৃত্তি ও বিদআতপন্থীদের মতামতবিরোধী হওয়া।

“সত্যনিষ্ঠ ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের আদর্শ”: সত্যনিষ্ঠ ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণ বলতে ইসলামের প্রথম চার খলিফা তথা হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রা. কে বুঝানো হয়েছে।

“পেষণদন্ত”: সর্বশেষ মাড়ির দাতকে পেষণদন্ত (نَوَاجِدُ) বলে। এ ছাড়াও কোন কোন অভিধানে এগুলো (أَيَّابُ) তথা কর্তনদন্তের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ রয়েছে।



## ২৯. উনত্রিংশ হাদিস

### কল্যাণ অর্জনের উপায়

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ. قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ؛ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. ثُمَّ تَلَا: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. حَتَّى بَلَغَ: يَعْمَلُونَ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟

قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخِدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অনুবাদ: হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. বলেন, একদা আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাতে প্রবিষ্টকারী ও দোযখ থেকে মুক্তিদাতা আমলটি আমাকে বাতলে দিন। তিনি বললেন, তুমি অনেক বড় বিষয় জানতে চেয়েছ। অথচ আল্লাহ এটি যার জন্য সহজ করে

দিয়েছেন, তার জন্য অনেক সোজা। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। নামায কায়েম করবে। রমযানে রোযা রাখবে। বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।

তিনি আরো বললেন, আমি তোমাকে প্রভূত কল্যাণার্জনের সবগুলো উপায় একে একে বলে দিই। রোযা ঢাল স্বরূপ। পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয়, তেমনি সদকাহও পাপ মুছে দেয়। এ ছাড়াও মধ্য রাতের নামায পাপ মোচন করে। অতঃপর তিনি কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা হতে পৃথক থাকে। তারা অন্তরে জাহান্নামের ভয় লালন ও জান্নাতের আশা পোষণ করে নিজেদের প্রভুকে ডাকে। আর আমার প্রদত্ত জীবিকা হতে দান করে। তাদের সৎকর্মের প্রতিদান সারূপ এমন বিষয় চক্ষুর আড়াল রয়েছে, সে সম্পর্কে জানে না কেউই।<sup>১৬১</sup>

আমি তোমাকে সকল আমলের মূল, ভিত্তি ও শীর্ষ চূড়া সম্পর্কে বলে দিই? আমি বললাম, নিশ্চয়ই বলুন, হে আল্লাহর রাসুল। তিনি বললেন, সমস্ত আমলের মূল হল ইসলাম গ্রহণ তথা আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ। এর ভিত্তি হল সালাত। শীর্ষ চূড়া জিহাদ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে এসব অর্জনের উপায় বলে দিই? আমি বললাম, নিশ্চয়ই বলে দিন হে আল্লাহর রাসুল। তখন তিনি নিজের জিহ্বা টেনে ধরে বললেন, একে নিয়ন্ত্রণ কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি নিজেদের কথাবার্তার জন্য ধৃত হব? তিনি বললেন, আরে বোকা, তোমার মা তোমায় হারিয়ে ফেলুক, মানুষকে তাদের চেহারা বা নাকের ছিদ্র দেখে জাহান্নামে নিক্ষেপ

১৬১. সূরা আলিফ লাম সাজদাহ, আয়াত-১৬-১৭।



করা হবে না। বরং তাদের মুখের অনৈতিক ফসলই তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।<sup>১৬২</sup>

ব্যাখ্যা: মূল আরবি পাঠে শব্দ আছে ذُرْوَةٌ سَنَامٍ মানে উটের কুঁজের শীর্ষ ভাগ। অর্থাৎ, ইসলামের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরো আছে مَلَاكُ الشَّيْءِ তথা ইসলামের মূল উদ্দেশ্য।

“তোমার মা তোমায় হারিয়ে ফেলুক”: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতার্থে এ কথা বলেননি। বরং এটি সাধারণে প্রচলিত একটি আরবি প্রবচন মাত্র।

“জিহ্বার অনৈতিক ফসল”: মানুষের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত অপরাধসমূহ। যথা:- চোগলখুরি, পরনিন্দা, মিথ্যাচার, অপবাদ আরোপ, কুফরি কথাবার্তা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরণ প্রভৃতি। এ ছাড়াও কথা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন না করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ কথা অনুযায়ী কর্ম বাস্তবায়ন না করা আল্লাহর নিকটে অনেক বড় অপরাধ।<sup>১৬৩</sup>

১৬২. জামিউত তিরমিযি, ২৬১৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৯৭৩, সুনানে নাসাই, ২২২৪, ২২২৫, ২২২৬।  
১৬৩. সূরা সফ, আয়াত- ৩।

## শরিয়তের সীমা যথাযথ সংরক্ষণ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.

অনুবাদ: আবু সালাবা খুশানী জুরশুম ইবনে নাশির রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা কতিপয় আবশ্যিক বিধান আরোপ করেছেন। এগুলো তোমরা অমান্য করো না। আর কতিপয় সীমা নির্ধারণ করেছেন। এগুলো তোমরা লংঘন করো না। আর কতক বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন। সেগুলো তোমরা ভঙ্গ করো না। তোমাদের প্রতি অনুগ্রহবশত কতক বিষয়ে নীরব থেকেছেন। সেগুলো নিয়ে তোমরা আলোকপাত করতে যেও না।<sup>১৬৪</sup>

ব্যাখ্যা:

নিষিদ্ধ বিষয় লংঘন করো না” অর্থাৎ, সেগুলোতে লিপ্ত হয়ো না।

“অনুগ্রহবশত কিছু বিষয় নীরব থেকেছেন” এ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বেই নবম হাদিসের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যায় গত হয়েছে।

১৬৪. সুনানে দারাকুতনী, ২৫/১৮৩২,

وخرجه الترمذي، وابن ماجه من رواية سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان، عن سلمان قَالَ: سُمِّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ السَّنَنِ، وَالْجَنَنِ، وَالْفِرَاءِ؟ فَقَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ"

তিরমিযি হাদিস নং- ১৭২৬, ইবনে মাজাহ, ৩৩৬৭।



## ৩১. একত্রিংশ হাদিস দুনিয়াবিরাগের মর্মার্থ

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ. فَقَالَ: ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ. حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدٍ حَسَنَةٍ.

অনুবাদ: আবুল আব্বাস সাহল বিন সাআদ সায়েদী রা. বলেন, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে জনৈক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যাতে আল্লাহ ও মানবকুল আমাকে ভালোবাসবেন। তখন তিনি বললেন, দুনিয়াবিরাগী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের কাছে যে সম্পদ আছে, তা থেকে তুমি বিমুখ হও। তবে মানুষেরাও তোমাকে ভালোবাসবে।<sup>১৬৫</sup>

ব্যাখ্যা:

“দুনিয়া বিরাগী হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন”: অপ্রয়োজনীয় বিষয় হালাল হলেও তা পরিত্যাগ করা এবং যৎসামান্যেই তুষ্ট থাকার মানেই হল যুহদ তথা দুনিয়াবিরাগ। আর সন্দেহযুক্ত যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ করাই হল তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, দুনিয়াবিরাগী মানুষেরাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। কেননা, তারা সমগ্র জগৎ থেকে শুধুমাত্র আল্লাহর পছন্দনীয়

<sup>১৬৫</sup> ইবনে মাজাহ প্রমুখ হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। হাদিস নং-৪১০২।

বিষয়গুলোকেই পছন্দ করেন। তদ্রূপ আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয়গুলোই অপছন্দ করেন। সর্বোপরি, এতেই নিজেদের শান্তি খুঁজে পান।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, যদি সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান মানুষদের জন্য উপদেশ দান করা হয়, তবে দুনিয়াত্যাগীদের জন্যই দেওয়া উচিত। নিম্নোক্ত কবিতায় বিবৃত সূক্ষ্ম উপদেশটি তাদের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে।

كُنْ زَاهِدًا فِيمَا حَوْتُهُ أَيْدِي الْوَزِيِّ  
تُضْحِي إِلَيَّ كُلَّ الْأَنَامِ حَبِيبًا  
أَوْ مَا تَرَى الْخُطَافَ حَرَّمَ زَادَهُمْ  
فَعْدَا رَبِّيبًا فِي الْحُجُورِ قَرِيبًا.

অর্থ:- জগদ্বাসীর হস্তে ধারণকৃত সম্পদ থেকে বিমুখ হও, তবে ধরণীর সকলের কাছে প্রিয়পাত্রে পরিণত হবে। তোমরা কি ডাকাত দলকে দেখনা? যারা নিজেদের রসদপত্র হারাম পন্থায় উপার্জন করে। আর সকালবেলায় ধনী হয়ে গুহায় আত্মগোপন করে।

অর্থাৎ, ডাকাত দলকে দেখেও আমরা তাওয়াক্কুলের শিক্ষা অর্জন করতে পারি।

পৃথিবীর প্রতি আসক্তির নিন্দাবাদে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য:

وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِنَّ طَعْمُهَا  
فَلَمْ أَرَهَا إِلَّا غُرُورًا وَبَاطِلًا  
وَمَا هِيَ إِلَّا حَيْفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ  
فَإِنْ تَجَنَّبَهَا كُنْتَ سَلَمًا لِأَهْلِهَا  
فَدَعْ عَنْكَ فُضْلَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا  
وَسِيقٌ إِلَيْنَا عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا  
كَمَا لَاحَ فِي ظَهْرِ الْقَلَاءِ سَرَابُهَا  
عَلَيْهَا كِلَابٌ هَمُّهُمْ اجْتِنَابُهَا  
وَإِنْ تَجَنَّبَهَا نَارَ عَتِكَ كِلَابُهَا  
حَرَامٌ عَلَى نَفْسِ الثَّقِيِّ إِرْتِكَابُهَا



অর্থ: যে পার্থিব বিষয়াদির স্বাদ গ্রহণ করতে চায়, সে জেনে রাখুক, আমি এর স্বাদ গ্রহণ করেছি। আর এর মিষ্টতা ও শাস্তি আমাদের প্রতি মেলে ধরা হয়েছে।

আমি একে শুধুই প্রবঞ্চক ও অহেতুকরূপে পেয়েছি। ধূ ধূ মরুভূমিতে যেমন মরীচিকারা ধোঁকা দেয়।

এটি শুধুই এক স্পন্দনহীন মরদেহ। তার উপর চড়াও হয়ে আছে কতগুলো কুকুর। এর আকর্ষণ তাদেরকে প্রলুব্ধ করে রেখেছে।

যদি তুমি একে বর্জন কর, তবে তার অধিবাসীদের নিকট তুমি নিরাপদ হয়ে গেলে। আর যদি তুমি দুনিয়ার অতিরিক্ত বিষয়সমূহ অবলম্বন কর, কুকুরগুলো তোমার সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে।

উদ্ভূত বিষয়সমূহকে পরিহার কর। কেননা, তাকওয়াবান ব্যক্তির জন্য এসবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া হারাম।

“পুণ্যবান, সাধু ব্যক্তির জন্য পার্থিব বিষয়ে আসক্তি হারাম”-এ বক্তব্যের দ্বারা সাধুশ্রেণির মানুষের জন্য পার্থিব আনন্দ-উচ্ছাস নিষিদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। তবে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

তারা পার্থিব বিষয়াদির আনন্দ উচ্ছ্বাসে মত্ত ছিল। অথচ পার্থিব বিষয়াদি কেবল ভোগ্যপণ্য।<sup>১৬৬</sup>

ইমাম বাগাভী রহ. আল্লাহ তাআলার এ বাণীর তাফসিরে الدُّنْيَا দুনিয়া শব্দটির (المذمومة) নিন্দিত বিশেষণ যুক্ত করে বিষয়টি স্পষ্ট করে

দিয়েছেন। অর্থাৎ, যথেষ্ট পরিমাণের অধিক কামনা করা নিন্দনীয়। তবে শুধু যথেষ্ট পরিমাণ কামনা করা আবশ্যিক।

কতিপয় ওলামায়ে কেলাম বলেছেন, যথেষ্ট পরিমাণ কামনা করার নাম হাদিসে উল্লিখিত দুনিয়া তথা পার্থিব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং প্রয়োজনাতিরিক্ত কামনা করাই পার্থিব লালসার অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে তারা নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন।

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ ۝

“নারী, সন্তান-সন্ততি, সুপিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যমণ্ডিত সেতু, শ্বেত ললাট বিশিষ্ট অশ্ব, পশুপাল, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি লোভনীয় বিষয়ের আসক্তি আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য পসরা হিসেবে সজ্জিত করে দিয়েছেন। এ সবই পার্থিব বিষয়ের উপকরণ। আর আল্লাহর সমীপেই সর্বোত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।”<sup>১৬৭</sup>

সুতরাং আল্লাহর এ বাণী পূর্বোক্ত সচ্ছলতা ও প্রশস্ততা কামনার প্রতি ইঙ্গিতবহ। অর্থাৎ, প্রয়োজন পরিমাণ সচ্ছলতা কামনা করা দোষণীয় নয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, প্রয়োজনাতিরিক্ত হালাল সম্পদ কামনা করা একটি পরীক্ষাস্বরূপ, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা একত্ববাদে বিশ্বাসীদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।

কবি বলেন,

لَا دَارَ لِلْمَرءِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَسْكُنُهَا إِلَّا الَّتِي كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ يَبْنِيهَا  
فَإِنْ بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهَا وَإِنْ بَنَاهَا بِشَرٍّ خَابَ بَانِيهَا

১৬৭. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৪।



الْأَنفُسُ تَرْغَبُ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الزَّهَادَةَ فِيهَا تَرُكُ مَا فِيهَا  
فَاغْرِسْ أَصُولَ الثَّقِيِّ مَا دُمْتَ مُجْتَهِدًا وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا قِيَهَا

অর্থ: মৃত্যুর পর মানুষের বসবাসের কোন গৃহ নেই। তবে মৃত্যুর পূর্বে সে যা নির্মাণ করে শুধু তা রয়েছে। যদি সে কল্যাণ দিয়ে নির্মাণ করে, তবে তার আবাস শুভ হয়। আর অকল্যাণ দিয়ে নির্মাণ করলে নির্মাতার পরিণাম অশুভ হয়।

মানুষের মন সাধারণত পৃথিবীর প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে। অথচ তুমি জান, এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে পরিত্যাগ করাই প্রকৃত সংযম। তাই সাধনা করে তাকওয়ার ভীত স্থাপন করো। আর জেনে রাখো, মৃত্যুর পরে তুমি এর নাগাল পাবেই।

আর যদি কেউ গৌরবমূলক প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক অহংকার অথবা মানুষের প্রতি তাচ্ছিল্য সমেত গৌরব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পার্থিব উল্লাসে মত্ত হয়, তবে তা নিন্দিত। আর কেউ একে নিজের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করে আনন্দিত হলে তা প্রশংসনীয়।

হযরত ওমর রা. বলেন, হে আল্লাহ, আমরা কেবলমাত্র তোমার প্রদত্ত বিষয়াদি দ্বারাই আনন্দিত হই। আল্লাহ তাআলা পার্থিব বিষয়ে ভারসাম্যরক্ষক লোকদের সম্পর্কে বলেন,

وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝

আর যারা অপচয় ও কুণ্ঠতা ব্যতিরেকে ব্যয় করেও এতে ভারসাম্য রক্ষা করে, (তরাই আল্লাহর প্রিয়বান্দা)।<sup>১৬৮</sup>

قَالَ ﷺ: مَا خَابَ مَنْ اسْتَشَارَ، وَلَا نَدَمَ مَنْ اسْتَخَارَ، وَلَا إِفْتَقَرَ مَنْ اقْتَصَدَ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কল্যাণ কামনা করে এবং পরামর্শ প্রার্থনা করে, সে কখনো লজ্জিত ও অপদস্থ হয় না।

আর যে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুনীতি অবলম্বন করে, সে কখনো দেউলিয়া হয় না।<sup>১৬৯</sup> যে পার্থিব বিষয়াদির স্বাদ গ্রহণ করতে চায়, সে জেনে রাখুক, আমি এর স্বাদ গ্রহণ করেছি। আর এর মিষ্টতা ও শাস্তি আমাদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি একে শুধুই প্রবঞ্চক ও অহেতুকরূপে পেয়েছি। ধূ ধূ মরুভূমিতে যেমন মরীচিকারা ধোঁকা দেয়।

প্রবাদ আছে, জীবিকার্জনে সদাচার তোমার অর্ধেক ব্যয় নির্বাহ করে। আর প্রয়োজনীয় বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকাকেই সদাচার বলে। পুণ্যবান মানুষেরা বলে গেছেন, যে হালাল উপার্জন করে ও সুপরিমিত ব্যয় করে, সেই মর্যাদাবান।



## ৩২. দ্বাত্রিংশ হাদিস

### অনিষ্ট ও ক্ষতিসাধনের নিষেধাজ্ঞা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

অনুবাদ: আবু সাঈদ সা'আদ ইবনে সিনান খুদরী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন অনিষ্ট নয়, কোন ক্ষতিসাধন নয়। অর্থাৎ, অনিষ্ট এবং ক্ষতি সাধনের কোন বিষয় ইসলাম সমর্থন করে না।<sup>১৭০</sup>

ইবনে মাজাহ, দারাকুতনী প্রমুখ মারফু সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক রা. মুয়াত্তায়ে আমর ইবনে ইয়াহইয়ার সূত্রে তার পিতার মাধ্যমে আবু সাঈদকে বাদ দিয়ে সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসের আরো অনেক সূত্র রয়েছে, যেগুলো পরস্পরকে শক্তিশালী করে।

ব্যাখ্যা: “কোন ক্ষতি সাধন নয়”: অর্থাৎ, পূর্বকৃত অপরাধ অথবা ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকার ব্যতীত তোমাদের কেউ যেন কারো ক্ষতি সাধন না করে।

১৭০. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২৩৪০, মুয়াত্তা মালেক, ২১৭১, ২৩৩৭, মুসনাদে আহমাদ, ২২৭৭৮।

“কোন অনিষ্ট নয়”: তোমার ক্ষতি সাধনকারীকে পাল্টা ক্ষতিসাধন করো না। কেউ তোমাকে গালমন্দ করলে তুমি তাকে গালমন্দ করো না। তদ্রূপ, কেউ তোমাকে প্রহার করলে তুমিও তাকে পাল্টা প্রহার করতে যেও না। বরং কোন মন্দবাক্য ব্যয় না করে বিচারকের সমীপে নিজের অধিকার চেয়ে নিবে। দুই ব্যক্তি পরস্পর গালমন্দ করলে বা অপবাদ আরোপ করলেই দেনা-পাওনা আদায় হয়ে যায় না। বরং প্রত্যেকেই বিচারকের ফায়সালাতে স্বাধিকার লাভ করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْمُتَسَابِّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيِ الْإِثْمُ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ".

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন, পরস্পর মন্দ বাক্যব্যয়ীদের কার্যকলাপের দায় তাদের উপরই বর্তায়। তবে যে অত্যাচারিত হয়েছে, সে যদি পরবর্তীতে অতিরিক্ত কোন বিষয় দ্বারা সীমালংঘন না করে, তাহলে প্রথমবারে অত্যাচারী ব্যক্তি গুনাহের অংশিদার হবে।<sup>১৭১</sup>

১৭১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২৫৮৭।



### ৩৩. ত্রয়স্ত্রিংশ হাদিস

#### বিচারকার্যে প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

অনুবাদ: আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি সকল মানুষের দাবি মোতাবেক বিচার করা হত, তবে এক মানুষ অপর মানুষের সম্পদ ও প্রাণ দাবি করে বসত। তাই দলিল-প্রমাণ আনয়ন বাদীর দায়িত্ব। আর শপথ করা বিবাদীর দায়িত্ব।<sup>১৭২</sup>

ব্যাখ্যা: যেহেতু বাদী বাহ্যিক অবস্থার প্রতিকূল দাবি করে, তাই প্রমাণ পেশকরার দায়িত্বও তার প্রতিই বর্তায়। আর এক্ষেত্রে মূলনীতি হল দায়মুক্তি। অতএব বিবাদী যেহেতু মূলনীতি অর্থাৎ, দায়মুক্তির অনুকূলে দাবি করে, তাই শপথ করার দায়িত্বও তার প্রতিই বর্তায়।

নিম্নোক্ত কয়েকটি মাসআলা এ মূলনীতির বিধান বহির্ভূত। এসব বিষয় যেহেতু বাদীর একান্ত ব্যক্তিগত ও অন্যদের অজ্ঞাত, তাই বাদীর কথা এসব ক্ষেত্রে বিনা প্রমাণে গ্রহণযোগ্য হবে।

যথা:

১. পিতা তার সন্তানের পিতৃত্বের দাবি করলে তা মেনে নেওয়া হবে চারিত্রিক নিষ্কলুষতার প্রয়োজনে।

<sup>১৭২</sup> হাদিসটি হাসান, বাইহাকী ও অন্যান্যরা এভাবে বর্ণনা করেছেন। এর কিয়দংশ সহিহাইনে (বুখারি-৪৫৫২, ও মুসলিমে-১৭১১) রয়েছে। ইবনে মাজাহ, ২৩২১।

২. বাস্তবিক প্রমাণসহ উত্তেজিত নির্বোধের বিবাহকাজ্জার দাবি মেনে নেওয়া হবে। (অর্থাৎ, এমন নির্বোধ ব্যক্তি যার দায়িত্ব তার অভিভাবকের উপর, সে যদি বিবাহের প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করে, তবে আদালতের কোন প্রমাণ ছাড়াই তার বাহ্যিক লক্ষণ অনুযায়ী দাবি গ্রহণযোগ্য হবে।)
৩. তৃতীয় লিঙ্গের কোন ব্যক্তি নিজেকে পুরুষ বা নারী দাবি করলে তা মেনে নেওয়া হবে।
৪. স্বপ্নদোষের মাধ্যমে কোন বালকের বয়ঃপ্রাপ্তির দাবি মেনে নেওয়া হবে।
৫. জীবিকা লাভের আশায় নিকটাত্মীর অসচ্ছলতার কথা বিনা প্রমাণে ধর্তব্য হবে। (উদাহরণত: যায়েদ খালেদের নিকটাত্মীয়। খালেদের কাছ থেকে যায়েদ জীবিকা লাভের আশায় নিজেকে অসচ্ছল দাবি করলে তা বিনা প্রমাণে গ্রহণযোগ্য হবে।)
৬. যে সমস্ত দেনা পাওনা বিনিময়হীনভাবে আবশ্যিক হয় যথা: স্ত্রীর মহর, যামানত, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণের মূল্য প্রভৃতি এসব ক্ষেত্রে কেউ যদি নিজেকে অসচ্ছল দাবি করে, তবে তা বিনা প্রমাণে গ্রহণযোগ্য হবে।
৭. হয়েয, তুহর বা গর্ভপাতের মাধ্যমে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ইদ্দত সমাপনের দাবি।
৮. পূর্ব স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর তালাক প্রাপ্তির দাবি ও পরবর্তী স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার দাবি।
৯. আমানত রক্ষিত ব্যক্তির কাছ থেকে চুরির মাধ্যমে আমানতের বস্তু হারিয়ে যাওয়া বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দাবি।
১০. কোন মহল্লায় মরদেহ পাওয়া যাওয়ার পর এলাকাবাসীর সম্মিলিত শপথ (কাসামাহ)<sup>১৩</sup> গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

১৩. \*কাসামাহ: কোন মহল্লায় যদি লাশ পাওয়া যায় এবং তার হত্যাকারী অজ্ঞাত থাকে, তাহলে যদি নিহতের অভিভাবকগণ এই দাবি করে যে, ঐ মহল্লার লোকেরাই তাকে হত্যা করেছে, তবে ফিকহে হানাফী মতে, ঐ মহল্লার পঞ্চাশ জন ব্যক্তি কসম করে=



কেননা, মরদেহ পাওয়া গেলে বাদীকেই শপথ করতে হয়।  
(এ মাসআলা শাফেয়ি মাযহাব মতে)

১১. লিআন<sup>১৭৪</sup> তথা স্বামী যদি স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, এবং স্ত্রী অস্বীকার করে, তখন বিচারকের সম্মুখে তাদের এই শপথ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। এর কারণ এই যে, এখানে স্বামী অপবাদ দানকারী হলেও দুজনেই শপথকারী। আর জানা কথা যে, শপথকারীর প্রতি প্রমাণ উপস্থিত করা আবশ্যিক নয়।
১২. লিআনের মামলা চলাকালীন স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাসের দাবি করলে বিনা প্রমাণে গ্রহণযোগ্য হবে। এখানে স্ত্রী অস্বীকার করলেও স্বামী নিজ দাবি সত্য বলে প্রমাণ করতে প্রয়াসী থাকে, এবং স্বামীর দাবিটাই মেনে নেওয়া হয়। তবে স্ত্রী সন্তান প্রসবকারী না হলে ভিন্ন কথা। (তখন স্বামীর দাবি মেনে নেওয়া হয় না।) তদ্রূপ, স্বামী ঈলার<sup>১৭৫</sup> সময়কালে সহবাসের দাবি করলেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

= বলবে যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং হত্যাকারী কে তাও জানি না। যদি তারা এই কসম করে তাহলে কিসাস মাফ হয়ে যাবে, দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর যদি তারা কসম করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে দিয়তও ওয়াজিব হবে না। আর ফিকহে শাফেয়ি মতে, যদি সেখানে নিদর্শন থাকে, তাহলে নিহতের অভিভাবকগণ পঞ্চাশবার এভাবে কসম করবে যে, মহল্লাবাসীরাই তাকে হত্যা করেছে। অভিভাবকরা এভাবে কসম করলে মহল্লাবাসীর প্রতি দিয়ত ওয়াজিব হবে।

১৭৪. লিআন: ব্যভিচারের মামলায় বাদীকে ব্যভিচারের পক্ষে চারজন পুরুষ স্বাক্ষরী উপস্থিত করতে হয়, তাহলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি চারজন স্বাক্ষরী উপস্থিত করতে অপারগ হয়, তাহলে ঐ অন্যায় দেখেও বিষয়টি চেপে যেতে হবে। অন্যথায় বাদীর উপর অপবাদের দ-বিধি কার্যকর হবে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর কেউ যদি অন্য জনকে ব্যভিচার করতে দেখে, তাহলে সে আদালতে চারজন পুরুষ স্বাক্ষরী উপস্থিত করতে পারলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় তার উপর অপবাদের দ-বিধি কার্যকর হবে না। বরং এক্ষেত্রে লিআনের সুযোগ রয়েছে। লিআন হচ্ছে, সে বলবে, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে ব্যভিচার করতে দেখেছি। এরূপ চারবার বলবে, এবং চারবার বলার ফলে স্বামী-স্ত্রী চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পঞ্চমবারে বলবে যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, তাহলে আমার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।
১৭৫. ঈলা: স্বামী যদি স্ত্রীর নিকটে যাবে না বলে কসম করে, এটিকেই ঈলা বলা হয়।



১৩. নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তির নিজ গৃহে নামায আদায়ের দাবি।
১৪. যাকাত অনাদায়কারী ব্যক্তির যাকাত আদায়ের দাবি। তবে, দরিদ্র জনসাধারণ যদি তা অস্বীকার করে আর তারা সীমিত সংখ্যক হয়, তাহলে তাকে এ কথার পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে।
১৫. এ ছাড়াও, কেউ নিজেকে দরিদ্র দাবি করে যাকাত প্রার্থনা করলে তাকে যাকাত প্রদান করা হবে। শপথের প্রয়োজন নেই। তবে কোন পরিবার নিজেদেরকে দরিদ্র দাবি করলে প্রমাণ পেশ করা আবশ্যিক।
১৬. যদি কেউ রমযান মাসের ত্রিশতম দিনে পানাহারের পর ঊনত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ দেখেছে বলে দাবি করে, তবে সে দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, (পানাহারের মাধ্যমে) সে নিজেই নিজের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে ফেলেছে। আর খাওয়ার পূর্বে এমন দাবি করলে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু দৃঢ় হবে না। তাই গোপনেই পানাহার করা উচিত। কেননা, এ ক্ষেত্রে কারো একক সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।

“শপথ করা বিবাদীর দায়িত্ব”: এরূপ শপথকে (يَمِينُ الصَّبْرِ) ইয়ামিনুস সবর বলে। যেহেতু এটি শপথকারী ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বাঁধা প্রদান করে, তাই একে ইয়ামিনুস সবর বলে। এর অপর নাম মিথ্যা শপথ। ইয়ামিনুস সবর বলে নামকরণ করার কারণ এই যে, বঞ্চনা মানে ধৈর্য। এ ছাড়াও একই কারণে আরবি লোকসাহিত্যে নিহত ও দাফন বিলম্বিত ব্যক্তিকে ধৈর্যের পাত্র বলা হয়।

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَفْتَتِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা শপথের মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ হরণ করে, আল্লাহর তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন।<sup>১৭৬</sup>

১৭৬. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৪৫৫০।



এ শপথ শুধুমাত্র অতীতকালে সংঘটিত কর্মের উপরই হয়ে থাকে।  
কুরআনে কারিমের বহুস্থানে এ শপথের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

যথা :-

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ وَابِلَا  
لَمْ يَنَالُوا<sup>১৭৭</sup>

তারা নিজেদের কথিত বিষয়ের উপর আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে।<sup>১৭৭</sup>

কাফেরদের বচন উদ্ধৃত করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ<sup>১৭৮</sup>

“আল্লাহর শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না”- তাদের এই মিথ্যা বচনটি  
ছাড়া আর কোন শপথ নেই।<sup>১৭৮</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>১৭৯</sup>

নিশ্চয় যারা স্বল্পমূল্যে বা তুচ্ছমূল্যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের  
শপথসমূহ বিক্রি করে, পরকালে তাদের ভাগ্যে কোন কল্যাণ নেই।  
কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না। তাদের প্রতি  
রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। পৃথিবীতেও আল্লাহ তাদের অন্তর  
পরিচ্ছন্ন করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।<sup>১৭৯</sup>

বিবাদীর পক্ষ থেকে শপথ গ্রহণের সময় সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে  
বিচারকের জন্য শেষোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করা উচিত।

১৭৭. সূরা তাওবাহ, আয়াত- ৭৪।

১৭৮. সূরা আনআম, আয়াত- ২৩।

১৭৯. সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ৭৭।

## ৩৪. চতুস্ত্রিংশ হাদিস

### অসৎকাজে বাধাপ্রদান ঈমানের অঙ্ক

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি কোন গর্হিত কাজ দেখতে পায়, তবে সে যেন হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। তাতে সক্ষম না হলে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করবে। তাতেও সক্ষম না হলে অন্তর দিয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে। আর এটাই ঈমানের দুর্বলতম স্তর।<sup>১৮০</sup>

ব্যাখ্যা:

“এটিই ঈমানের দুর্বলতম স্তর”: এর মানে এই নয় যে, অক্ষম কোন ব্যক্তি নিজ অন্তর দ্বারা ঘৃণা করলে তার ঈমান হাদিসোক্ত অন্যান্যদের তুলনায় দুর্বল হয়ে যাবে। বরং উদ্দেশ্য হল, এটি একেবারে ঈমানের সাধারণতম স্তর। কেননা, আমলই ঈমানের ফলাফল। আর অসৎকাজে নিষেধের ক্ষেত্রে হাত দিয়ে রুখে দেওয়া ঈমানের সর্বোচ্চ ফলাফল। প্রতিহতকারী এতে নিহত হলে শহিদ বলে গণ্য হবে।

১৮০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-৪৯, জামিউত তিরমিযি, ২১৭২, সুনানে আবু দাউদ, ১১৪০, ৪৩৪০, সুনানে ইবনে মাজাহ, ১২৭৫, ৪০১৩, সুনানে নাসাঈ, ৫০০৮, ৫০০৯, মুসনাদে আহমাদ, ১১০৭৩, ১১১৫০।



হযরত লুকমান আ.-এর বচন বিবৃতি তুলে ধরে আল্লাহ তাআলা বলেন,  
 يُبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ  
 إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

“হে বৎস, নামায কায়েম কর। সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ কর। আর বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর।”<sup>১৮১</sup>

সুতরাং সক্ষম ব্যক্তির জন্য মুখের ভাষা দিয়ে প্রতিহত করা আবশ্যিক। যদিও তার কথা অমান্য করা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সালামের উত্তর না দেওয়ার সম্ভাবনার কথা জানা থাকলেও সালাম দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন হতে পারে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত বাণী দ্বারা তো প্রতীয়মান হয়, অক্ষমের জন্য অন্তর ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখানোর অবকাশ নেই। কেননা, এ হাদিসে এরূপই নির্দেশ করা হয়েছে। আর নির্দেশক ক্রিয়া আবশ্যিকতার জন্য প্রযোজ্য।

এর জবাব দুটো হতে পারে,

নির্দেশক ক্রিয়া সব সময় ফরজ বিধান সাব্যস্ত করে না। এ ক্রিয়ার গণ্ডি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা সীমাবদ্ধ। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর।<sup>১৮২</sup>

জানা কথা যে, এখানে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশক ক্রিয়াটি ফরয বিধান প্রমাণের জন্য নয়।

নির্দেশক ক্রিয়াটি এখানে মুস্তাহাব রহিত করে ফরয নির্ধারণের জন্য নয়। বরং সাধারণত: গর্হিত কাজ দূরীকরণের অর্থে প্রযুক্ত।

১৮১. সূরা লুকমান, আয়াত-১৭।

১৮২. সূরা লুকমান, আয়াত-১৭।

যদি বলা হয়, অন্তরে অস্বীকৃতিজ্ঞাপন মানে গর্হিতকর্ম প্রতিহতকরণ না হলে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বানী “فَبَقُلِّبْهُ” “তবে অন্তর দিয়ে”এর মানে কি?

এর জবাব হল, এক্ষেত্রে অন্তর দিয়ে অপছন্দ করবে, এবং আল্লাহ তাআলার যিকরে মশগুল হয়ে যাবে।

নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা এহেন কর্ম সম্পাদনকারীদের প্রশংসা করেছেন:

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

তারা (আল্লাহর প্রিয় বান্দারা) কোন অহেতুক কর্ম বা অপকর্মের পাশ দিয়ে গেলে সম্মানিতভাবেই যায়।<sup>১৮৩</sup>

অর্থাৎ, অন্তর দিয়ে ঘৃণা বা অন্যকোনভাবে তা প্রতিহত করে।



## ৩৫. পঞ্চত্রিংশ হাদিস

### মুসলমানগণ পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা পরস্পর হিংসা করোনা। ধোকাবাজি করো না। বিদ্বেষ পোষণ করো না। পরস্পর ছিদ্রাশ্বেষণ করো না। একজনের বিক্রয় চুক্তির উপর অন্যজন বিক্রয় চুক্তি করো না। সকলে এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো। নিশ্চয় এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। একে অপরকে অত্যাচার করবে না। লাঞ্চিত করবে না ও তাচ্ছিল্য করবে না। আল্লাহ ভীতি এখানে, এ কথা বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার নিজ বক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর বললেন, কোন মুসলিম খারাপ হওয়ার জন্য অপর মুসলিমকে অপমান করাই যথেষ্ট। এক মুসলিমের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান। অপর মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ ও সম্মানিত।<sup>১৮৪</sup>

১৮৪. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২৫৬৪, ১৪১৩, ১৫১৫, ২৫৬৩, সহিহ বুখারী, ২১৪০, ২১৫০, ২১৬০, ২৭২৩, ২৭২৭, ৫১৪৩, ৬০৬৪, ৬০৬৬, ৬৭২৪, সুনানে আবু দাউদ, ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৪৮৮২, সুনানে ইবনে মাজাহ, ২১৭২, ২১৭৪, ৩৯৩৩, ৪২১৩, সুনানে নাসাই, ৩২৩৯, ৪৪৯১, ৪৪৯৬, মুসনাদে আহমাদ, ৭২৪৮।

ব্যাখ্যা:- “তোমরা পরস্পর হিংসা করো না”: ত্রয়োদশ হাদিসের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, হিংসা তিন ধরনের। সুতরাং এ সংক্রান্ত আলোচনা সেখানেই দ্রষ্টব্য।

“পরস্পর ধোকাবাজি করো না”: একে আরবিতে **نَجَش** নাজাশ বলে। এ শব্দের মৌলিক অর্থ, উদ্ধারোহণ করা, বৃদ্ধি করা, অন্যকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পণ্যের দাম বৃদ্ধি করা। এটি হারাম। কারণ, এটি ধোকা ও প্রতারণা বৈ কিছু নয়।

“পরস্পর ছিদ্রান্বেষণ করো না”: অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যেন অপর ভাইয়ের দোষ তালাশে লিপ্ত না হয়। পরস্পর মিলিত হলে একে অপরের সহায়তা করবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُصَدُّ هَذَا وَيُصَدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".

কোন মুসলিমের জন্য তিন দিনের বেশি অন্য ভাইয়ের সাথে এমনভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করা হারাম, যাতে পরস্পর সাক্ষাতকালে একে অপরকে বিমুখতা প্রদর্শন করে। যে আগে সালাম দেয়, সেই উত্তম।<sup>১৮৫</sup>

“এক বিক্রয় চুক্তির উপর অন্য বিক্রয়চুক্তি”: যেমন: কোন ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করার পর তৃতীয়জন এসে তা ভঙ্গ করতে আদেশ দেয়, যেন বিক্রেতা ঐরূপ পণ্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পণ্য এর চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এটি নিঃসন্দেহে হারাম। তদ্রূপ এক ক্রয়চুক্তির উপর আরেক ক্রয়চুক্তিও হারাম। যেমন: বিক্রেতাকে চুক্তিরোধ করতে আদেশ করা, যেন ক্রেতা আরো অধিক মূল্যে তা ক্রয় করে। এ ছাড়াও, অপরের বিক্রয় চুক্তির উপর বিক্রয়চুক্তি করা হারাম।



উপরোক্ত সবগুলো ধরনই অভিন্ন উদ্দেশ্যবোধক হওয়ায় হাদিসে উল্লিখিত বিধানের আওতাভুক্ত। অভিন্ন উদ্দেশ্য বলতে পরস্পর হিংসাপরায়ণতা ও পশ্চাদগামিতা বুঝানো হয়েছে।

হাদিসে উল্লিখিত শব্দ (خ) ভাই এর স্বাভাবিক অর্থ মুসলিম ভাই। সে মোতাবেক কাফেরের বিক্রয় চুক্তি চলাকালে মুসলিমের বিক্রয় প্রস্তাব হারাম না হওয়ার কথা ছিল। ইমাম ইবনে খালওইয়াহ এর মতও এমনই। তবে বিশুদ্ধ মতে, কাফের আর মুসলিমের বিক্রয় প্রস্তাবে তেমন পার্থক্য নেই। কেননা, প্রস্তাব যারই হোক, সবই দায়িত্ব ও চুক্তি রক্ষার বিধান বলে গণ্য।

“আল্লাহ্‌ভীতি এখানে”: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলে নিজ বক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করে অন্তরের কথা বুঝিয়েছেন। এ বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বাণী পূর্বে গত হয়েছে (ষষ্ঠ হাদিসে)। তবুও নিম্নে তা তুলে ধরা হল, “জেনে রাখো, মানবদেহে একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে, যা সুস্থ থাকলে গোটা মানব দেহ সুস্থ থাকে, আর তা অসুস্থ হলে গোটা মানবদেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

“এক মুসলিম অপর মুসলিমকে লাঞ্ছিত করবে না”: অর্থাৎ, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের সময় বা কোন অধিকার বুঝে নেওয়ার সময় যেন একে অপরকে অপমান না করে। বরং যথাসম্ভব তাকে সাহায্য সহায়তা করবে ও কষ্ট দূর করবে।

“একে অপরকে তাচ্ছিল্য করবে না”: অর্থাৎ, কেউ যেন নিজেকে অন্যের তুলনায় উত্তম ভেবে তাকে তাচ্ছিল্য না করে। আর কোন বিষয়ে যেন নিজের প্রতি অতিরিক্ত আস্থাশীল না হয়। কেননা, সকলের শেষ পরিণাম আল্লাহর জ্ঞানে সংরক্ষিত। বান্দা নিজ পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণই অজ্ঞ। কোন ছোট মুসলিম ভাইকে দেখলেও নিজের চেয়ে কম গুনাহের অধিকারী ভেবে তাকে উত্তম মনে করবে। আর কোন বড় মুসলিম ভাইকে দেখলে নিজের চেয়ে অগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী ভেবে তাকে শ্রেষ্ঠ



মনে করবে। কাফেরকে দেখলেও নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী মনে করবে না। কেননা, তার মৃত্যুর সামান্য পূর্বেও (ফেরেশতাকে সরাসরি দেখা ও প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পূর্বে হতে হবে।) ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

“কোন মুসলিম খারাপ হওয়ার জন্য অপর মুসলিমকে তাচ্ছিল্য করাই যথেষ্ট”: এটি এমনি এক অপরাধ, যা একাই তার কর্তাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে।

“এক মুসলিমের প্রাণ, সম্পদ, সম্পত্তি অপর মুসলিমের তরে নিষিদ্ধ ও সম্মানিত”: বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রাণ, সম্পদ, ব্যক্তিগত বিষয়াদি আজকের এই দিন, এই নগরের মতই সম্মানিত ও পবিত্র। কোন মুসলমানের ব্যক্তিগত বিষয়ে নিন্দাবাদ করা কবির গুনাহ। ইমাম কারাবেসী রহ. দুভাবে এ হাদিস দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন।

১. এখানে প্রাণ-সম্পদের সাথে ব্যক্তিগত বিষয়কেও সংযুক্ত করা হয়েছে।

২. উক্ত বিষয়াদিকে আরাফার দিন ও মক্কা নগরীর মত পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এ ছাড়াও আল্লাহ তাআলা এহেন কর্মের ফলে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ঘোষণা দিয়ে বলেছেন,

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“আর যে এই নগরে কোনরূপ অনাচার বা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে চায়, আমি তাকে কঠিন শাস্তির স্বাদ আশ্বাদন করাব।”<sup>১৮৬</sup>

এ আয়াতে প্রথমে মক্কা নগরীর পবিত্রতা ও পরে মুসলমানের বৈষয়িক নিরাপত্তার বিধান প্রমাণিত হয়। ফলে উক্ত বিষয়ে নিন্দাবাদও হারাম ঘোষিত হয়।



## ৩৬. ষটত্রিংশ হাদিস

### মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কোন মুমিনের পার্থিব আপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার আপদ দূর করবেন। আর যে কোন অসচ্ছলের প্রতি সচ্ছলতা আরোপ করবে, আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালে তার প্রতি সচ্ছলতা আরোপ করবেন। কোন বান্দা যতক্ষণ তার অপর ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করতে থাকেন। আর যে ইলমে দ্বীন অন্বেষণার্থে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তার জান্নাতের পথ সুগম করে দেন।

আর যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার যেকোন ঘরে সমবেত হয়ে কিতাবুল্লাহর তিলাওয়াত ও পরস্পর পাঠদান ও গ্রহণে নিরত থাকে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করতে থাকেন ও দয়ার

আবরণে আচ্ছাদন করেন। ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করেন এবং আল্লাহ নিজ উর্ধ্ব জগতের পরিমণ্ডলে তাদের কথা আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।<sup>১৮৭</sup>

ব্যাখ্যা: নিজ সম্পদ দ্বারা কাফের সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা ও অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠ থেকে বের করার সর্বোত্তম চেষ্টা করা অতি পছন্দনীয় কাজ, হাদিসে সূক্ষ্মভাবে একথা বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ আ. কারাগার থেকে বেরিয়ে এর দরজায় নিম্নোক্ত কথা লিখে দিয়েছেন, এটি জীবিতদের কবর, নিন্দুকের উপহাস ক্ষেত্র এবং বন্ধু চেনার জায়গা। সক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে অক্ষম ব্যক্তির মুক্তিপণ দান, নিজেই তার দায়িত্ব গ্রহণ এ হাদিসে বর্ণিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে অক্ষম ব্যক্তির জন্য এ বিধান নয়।

কতিপয় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থবিশারদ বলেছেন, তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে, কারো দায়িত্ব গ্রহণ করা নিন্দার বিষয়। এর প্রথমে অনুতাপ ও তিরস্কার এবং পরিণামে অর্থদণ্ড আরোপিত হয়।

যদি বলা হয়, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا<sup>১</sup>

কেউ একটি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে তার জন্য অনুরূপ দশগুণ পুণ্য অর্জিত হয়।<sup>১৮৮</sup>

অথচ এ হাদিসে তো আমরা দেখতে পাই, একটি বিপদ দূরীকরণের বিনিময়ে একটি মাত্র পুণ্য দানের কথা বলা হয়েছে। অথচ এ আয়াত অনুযায়ী তো দশটি বিপদ মোচনের কথা ছিল। তা হয়নি কেন?

১৮৭. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৯৯, ২৭০০, জামিউত তিরমিযি, ১৪২৫, ১৯৩০, ২৯৪৫, ৩৩৭৮, সুনানে আবু দাউদ, ১৪৫৫, ৩৬৪৩, ৪৯৪৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৫, ২৫৪৪।

১৮৮. সূরা আনআম, আয়াত-১৬০।



দু'ভাবে এর উত্তর প্রদান করা যেতে পারে।

এক: এ হাদিসটি সংখ্যাবাচক ধারণা প্রদায়ক মাত্র। জানা কথা যে, সংখ্যার সাথে সংযুক্ত বিধান আধিক্য বা হ্রাসকে নেতিবাচক করে না। অর্থাৎ, যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার চেয়ে কম-বেশি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

দুই: কিয়ামতের প্রতিটি দুর্যোগই বহুভীতি, প্রচণ্ড ভয়াবহতা ও অসংখ্য আশংকাপূর্ণ। এরূপ একটি দুর্যোগই পার্থিব দুর্যোগের তুলনায় দশ বা ততোধিক গুণ বেশি।

সুতরাং কিয়ামত দিবসের একটি দুর্যোগ দূর হলেই দশগুণ প্রতিফল হয়ে যায়। তারপর হাদিসে একটি সূক্ষ্ম বিষয় নিহিত রয়েছে, যা অবশ্য প্রমাণিত সূত্রের ভিত্তিতে নির্ণিত। তা হল কোন মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করলে আল্লাহ তার পরিণাম শুভ করবেন এবং ইসলাম ও ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করবেন। কেননা, কাফেররা পরকালে রহমতপ্রাপ্ত হবে না। সুতরাং এ হাদিসে পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীর জন্য উপদেশমূলক একটি সুসংবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সুসংবাদের প্রতি আস্থাভান হয়েই মুমিনগণ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবে।

যেমন, এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِيُثْلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ ①

কর্ম সম্পাদনকারীরা যেন এরূপ কর্মই সম্পাদন করে।<sup>১৮৯</sup>

অতএব মানুষের বিপদ দূরীকরণই সর্বোত্তম কাজ।

এ ছাড়াও হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, কোন মুসলিম অপর মুসলিমের অপকর্ম সম্পর্কে অবগত হলে গোপন করা মুস্তাহাব।

১৮৯. সূরা সাফফাত, আয়াত-৬১।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ

যারা ঈমানদারগণের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার ঘটাতে পছন্দ করে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।<sup>১১০</sup>

কোন মানুষ পাপ কাজ করলে তা নিজের মধ্যেই গোপন রাখা মুস্তাহাব। তবে ব্যভিচারের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে দূরকম মত পাওয়া যায়।

যথা: ১. গোপন রাখা মুস্তাহাব। ২. সাক্ষ্য প্রদান আবশ্যিক।

কেউ কেউ এমন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, সাক্ষ্য দেওয়া ভাল মনে করলে সাক্ষ্য দিবে। গোপন রাখা ভাল মনে করলে গোপন রাখবে।

এ হাদিস দ্বারা আরো প্রতীয়মান হয়, ইলমের সন্ধানে সফর করা অতীব প্রশংসনীয় মুস্তাহাব। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ.-এর প্রতি ওহি অবতরণ করে বলেন, একটি লৌহদণ্ড ও একজোড়া লৌহপাদুকা নিয়ে লৌহদণ্ডের ক্ষয় ও পাদুকাদ্বয়ের লয় পর্যন্ত ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে থাক। ওলামায়ে কেরামের খেদমত, সংশ্রব, সহচররূপে ভ্রমণ ও তাদের থেকে উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণ করার বিষয়টিও এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান।

এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-এর বচন উদ্ধৃত করে বলেন,

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۖ

(তিনি হযরত খিযর আ. কে বলেছিলেন) সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানের যতটুকু আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন এর কিয়দংশ আপনি আমাকে দান করার শর্তে আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি?<sup>১১১</sup>

১১০. সূরা নূর, আয়াত-১৯।

১১১. সূরা কাহফ, আয়াত ৬৬।



এ হাদিস দ্বারা আরো প্রতীয়মান হয়, ইলমে হাদিস অর্জনের বিভিন্ন শর্ত রয়েছে।

যথা: ১. ইলম অনুযায়ী আমল করা। হযরত আনাস রা. বলেন, ইলম অনুযায়ী আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া ওলামায়ে কেরামের কর্তব্য। শুধুমাত্র ইলম বর্ণনা করা অজ্ঞলোকদের কাজ।

কবি বলেন,

مَوَاعِظُ الْوَاعِظِ لَنْ تُقْبَلَ حَتَّى يُعِينَهَا قَلْبُهُ أَوْ لَا  
يَا قَوْمُ مَنْ أَظْلَمَ مِنْ وَاعِظٍ خَالَفَ مَا قَدْ قَالَهُ فِي الْمَلَا  
أَظْهَرَ بَيْنَ الْخَلْقِ إِحْسَانَهُ وَخَالَفَ الرَّحْمَنَ لِمَا خَلَا

অর্থ: উপদেশদাতার উপদেশ তখনই গ্রহণযোগ্যতা পায়, যখন তার অন্তর সে উপদেশ গ্রহণ করে।

হে মানুষ, এমন উপদেশদাতার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? যে মানুষের সামনে নিজের কথিত বিষয়ের বিরুদ্ধাচারণ করে।

জনসম্মুখে সে সদাচারণ প্রকাশ করে, আর নিভূতে দয়াময় প্রভুর অবাধ্যতা করে।

২. ইলমের প্রচার প্রসার। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

“দ্বীনী প্রজ্ঞা অর্জন ও স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্কীকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি বৃহৎ দল থেকে ক্ষুদ্র উপদল কেন বের হয় না? যেন সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহভীতি অর্জনে সচেষ্টি হতে পারে।”<sup>১৯২</sup>

১৯২. সূরা তাওবাহ, আয়াত- ১২২।

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الْأَجْوَدِ الْأَجْوَدِ؟ اللَّهُ هُوَ الْأَجْوَدُ الْأَجْوَدُ، وَأَنَا أَجْوَدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَجْوَدُهُمْ بَعْدِي رَجُلٌ تَعْلَمُ عِلْمًا فَتَنْشُرَ عِلْمَهُ، يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدًا».

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম দানশীল সম্পর্কে অবহিত করব? সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, নিশ্চয় করুন হে আল্লাহর রাসুল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জগতের মাঝে আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম দানশীল। তবে মানব জাতির মাঝে আমিই সর্বোত্তম দানশীল। আর আমার পরে সেই সর্বোত্তম দানশীল, যে ইলম শিখে তা প্রচার করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে গোটা একটি জাতি হিসেবে পুনরুত্থিত করবেন। তারপরে উত্তম দানশীল ঐ ব্যক্তি, যে স্বশরীরে আল্লাহর পথে বের হয়ে নিহত হয়।<sup>১১৩</sup>

৩. পরস্পর গর্ব অহংকার ও ঝগড়া বিরোধিতা পরিহার করা।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِأَرْبَعٍ دَخَلَ النَّارَ - أَوْ نَحْوُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ - لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَأْخُذَ بِهِ مِنَ الْأُمَرَاءِ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে নিম্নোক্ত চারটি উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে বিদ্যার্জন করে, সে দোষখে প্রবেশ করবে।

ক. অর্জিত ইলম দ্বারা ওলামায়ে কেরামের সাথে গর্ব-অহংকারমূলক প্রতিযোগিতা করা।

১১৩. সহিহ ইবনে হিব্বান, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ৩১৯।



খ. নিরোধদের সাথে তর্ক বিতর্ক করা।

গ. সম্পদ উপার্জন করা।

ঘ. মানুষের মাঝে যশ খ্যাতি লাভ করা।

৪. ইলমের প্রচারে পরিতৃপ্তি লাভ করা ও এতে কার্পণ্য পরিহার করা।<sup>১১৪</sup>

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا<sup>১</sup>

হে নবি আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না।<sup>১১৫</sup>

৫. অজ্ঞতা প্রকাশে সংকোচ পরিহার করা। সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিয়ামতের সময়কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তদ্রূপ রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি জানি না।

৬. বিনয় প্রদর্শন করা। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ তারাই, যারা ভূপৃষ্ঠে বিনয় পদক্ষেপে চলে।<sup>১১৬</sup>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর রা. কে বলেছিলেন, হে আবু যর, তুমি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত উপদেশ সর্বদা স্মরণ রেখো। হতে পারে, আল্লাহ এতে তোমাকে উপকৃত করবেন। আল্লাহর সম্ভ্রুতি লাভের উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বন কর, তিনি কিয়ামতের দিবসে এতে তোমাকে উচ্চ সম্মান দান করবেন। সৎলোক বা

১১৪. সুনানে দারেমি, হাদিস নং-৩৭৯।

১১৫. সূরা আনআম, আয়াত-৯০।

১১৬. সূরা ফুরকান, আয়াত- ৬৩

পাপচারী, আমার উম্মতের যেমন লোকের সাথেই তোমার সাক্ষাৎ ঘটুক, তুমি সালাম প্রদান কর। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অমসৃণ পোশাক পরিধান কর। এতে করে আত্মস্মৃতি ও গৌরব তোমার অন্তরে প্রবেশের সুযোগই পাবে না।

৭. মানুষকে উপদেশ দানের ক্ষেত্রে কষ্ট সংবরণ করা এবং পূর্ববর্তী পুণ্যবানদের নীতি অনুসরণ করা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ<sup>১১৭</sup>

অন্যায় প্রতিরোধ কর ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর।<sup>১১৭</sup>

مَا أُؤْذِيَ نَبِيٍّ بِمِثْلِ مَا أُؤْذِيَتْ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার মত কোন নবিই কষ্ট সংবরণ করেননি।<sup>১১৮</sup>

৮. ইলম প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক মুখাপেক্ষী ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা। যেরূপ যাকাত সাদাকাহ প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক মুখাপেক্ষী ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, ইলম শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হওয়া উচিত। বস্তুত যে ইলমের মাধ্যমে কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে সচেতন করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই সচেতনতা দান করল।

আল্লাহর ইবাদতে উদাসীন বান্দাকে সতর্কীকরণ ও ইবাদতে ফিরিয়ে আনার উৎসাহ প্রদানে কবি বলেন,

مَنْ رَدَّ عَبْدًا أَبَقًا شَارِدًا عَفَا عَنِ الذَّنْبِ لَهُ الْغَافِرُ

অর্থ: যে কেউ পথহারা পলাতক গোলামকে আল্লাহর দরবারে ফিরিয়ে আনে, ক্ষমাশীল আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।

১১৭. সূরা লুকমান, আয়াত- ১৭

১১৮. আবু নাসিম, আল হিলইয়া-(৩/১১৬) অনুরূপ আরেকটি হাদিস কিছুটা ভিন্ন শব্দে, মুসনাদে আহমদে পাওয়া যায়, হাদিস নং-১৪০৫৫।



“আল্লাহ তাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করেন”:

এ হাদিসের মূলপাঠে উল্লিখিত ساكِينَه সাকীনাহ শব্দটি سکون শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। এর মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ শান্তি, প্রশান্তি। কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়।”<sup>১৯৯</sup>

উর্ধ্বজগতে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে স্মরণ করার বিষয়টিও বান্দার জন্য সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার বিষয়।

কবি বলেন,

وَ أَكْثَرُ ذِكْرُهُ فِي الْأَرْضِ دَوْمًا      لِتَذْكُرَ فِي السَّمَاءِ إِذَا ذُكِرَ  
سَاعَةُ الذِّكْرِ فَأَعْلَمَ ثَرْوَةً وَغِنًى      وَسَاعَةُ اللَّهِ أَفْلَاسٌ وَفَاقَاتُ

অর্থ: পৃথিবীতে আল্লাহকে নিয়মিত স্মরণ কর, তবে সে সময় তোমাকেও উর্ধ্বজগতে স্মরণ করা হবে।

জেনে রাখো, আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমেই প্রাচুর্য ও ধনাঢ্যতা আসে। আর প্রমোদের সময়কালেই অভাব ও দুর্ভিক্ষ আসে।

“যার আমল ধীরগতিতে সম্পাদিত হয়, যে উচ্চবংশীয় হলেও তার জান্নাতে প্রবেশ দ্রুতগতিতে হবে না।” অর্থাৎ, আগে আমল সম্পাদনকারী হাবশী ক্রীতদাস হলেও আমলবিহীন সম্ভ্রান্ত কুরাইশীর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“নিশ্চয় তোমাদের সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তিই আল্লাহর সমীপে সর্বাধিক মর্যাদাবান।”<sup>২০০</sup>

১৯৯. সূরা রাদ, আয়াত-২৮।

২০০. সূরা হজুরাত, আয়াত-১৩

## ৩৭. সপ্তত্রিংশ হাদিস

### সৎকর্মে উদ্বুদ্ধকরণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ؛ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعِيفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ.

অনুবাদ: ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. নিজ প্রভুর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ তাআলা নিজেই যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করেছেন। তবে তিনি তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। কোন বান্দা যদি নেককাজের ইচ্ছা করে তা সম্পাদন না করে, তবু আল্লাহ তাআলা তার জন্য এর পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। আর কোন পুণ্যকর্মের ইচ্ছা করে তা কার্যে পরিণত করলে তার জন্য এর বিনিময়ে দশটি পুণ্য লিখে সাতশত গুণ থেকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে সাওয়াব দান করেন।

পক্ষান্তরে, কেউ মন্দকাজের ইচ্ছা করে তা বর্জন করলে আল্লাহ এজন্য তাকে পূর্ণ একটি নেকি দান করেন। কিন্তু উক্ত মন্দকাজের ইচ্ছা করে তা কার্যে পরিণত করে ফেললে আল্লাহ তার জন্য একটি মাত্র পাপ লিপিবদ্ধ করেন।<sup>২০১</sup>

২০১. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬৪৯১, সহিহ মুসলিম, ১৩১, সুনানে দারেমি, ২৮২৮, মুসনাদে আহমাদ, ২০০১, ২৫১৯, ২৮২৭, ৩৪০২।



ব্যাখ্যা: ইমাম বাযযার রহ. নিজের মুসনাদ কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

رَوَى الْبُرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: الْأَعْمَالُ سَبْعَةٌ: عَمَلَانِ مُوجِبَانِ وَعَمَلَانِ وَاحِدٌ يَوَاحِدٌ وَعَمَلُ الْحَسَنَةِ فِيهِ بَعَشْرَةٌ وَعَمَلُ الْحَسَنَةِ فِيهِ بِسَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ وَعَمَلٌ لَا يُحْصَى ثَوَابُهُ إِلَّا اللَّهُ". فَأَمَّا الْعَمَلَانِ الْمُوجِبَانِ فَالْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ. فَالْإِيمَانُ يُوجِبُ الْجَنَّةَ وَالْكُفْرُ يُوجِبُ النَّارَ" وَأَمَّا الْعَمَلَانِ الذَّانِ هُمَا وَاحِدٌ يَوَاحِدٍ. "فَمِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً" وَمَنْ عَمَلَ سَيِّئَةً كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً: وَأَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي فِيهِ بِسَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ فَهُوَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বমোট আমল সাত ধরনের। দুটি আবশ্যিককারী। আর দুটি পরস্পর বিনিময় সাপেক্ষ। একটি সৎকাজের বিনিময়ে দশগুণ অধিক প্রতিফল। আরেকটি সৎকাজের প্রতিফলে সাতশত গুণ অধিক প্রাপ্তি। আরো একটি সৎকাজ আছে, যার পুণ্য শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলারই পরিজ্ঞাত।

আবশ্যিককারী দুটি আমল হল ঈমান ও কুফর। ঈমান জান্নাত আবশ্যক করে, আর কুফর জাহান্নাম আবশ্যক করে। আর পরস্পর বিনিময় সাপেক্ষ দুটি আমল হল, কোন ব্যক্তি সৎকাজের ইচ্ছা করে তা সম্পাদন না করলে আল্লাহ তার জন্য একটি পুণ্য লিখে দেন। তদ্রূপ কেউ কোন মন্দকাজের ইচ্ছা করে তা কার্যে পরিণত করলে তার আমলনামায় আল্লাহ তাআলা পাপ লিখে দেন। যে সৎকাজের প্রতিফল সাতশত গুণ, তা হল আল্লাহর পথে সংগ্রাম।<sup>২০২</sup>

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এর একটি উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

كَثَلِ حَبَّةِ أَذْبَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

এটি একশত শস্যদানা সমেত সাতটি শীষ উৎপন্নকারী বীজের মত।<sup>২০৩</sup>

২০২. মুসনাদে বাযযার।

২০৩. সূরা বাকারা, আয়াত-২৬১।

তিনি আরো বলেন,

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ٢

“তিনি যাকে ইচ্ছা এর চেয়েও অধিক গুণে বৃদ্ধি করে দেন।”<sup>২০৪</sup>

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

কোন সৎকাজ সম্পন্ন হলে আল্লাহ তা বৃদ্ধি করে দেন ও নিজের পক্ষ হতে মহাপ্রতিফল দান করেন।<sup>২০৫</sup>

এ আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, দশ ও সাতশত গুণ বলে সীমিত করা উদ্দেশ্য নয়। বরং আল্লাহ চাইলেই নিজের পক্ষ হতে অসংখ্য ও বহুগুণে বৃদ্ধি করে প্রতিফল ও সাওয়াব দান করেন। তাই পবিত্র সেই মহান সত্তা, যার দয়া ও অনুগ্রহ অসীম, সীমাহীন। কৃতজ্ঞতা তারই উদ্দেশ্যে। দয়া ও করুণা তারই পক্ষ হতে।

আর সপ্তম আমল হল সাওম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ."

আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের সকল আমলই নিজের স্বার্থে। তবে সাওম শুধু আমারই উদ্দেশ্যে এবং আমিই তার প্রতিদান।<sup>২০৬</sup>

বস্তুত সাওমের পুণ্য ও প্রতিদান শুধু আল্লাহরই পরিজ্ঞাত।

২০৪. সূরা বাকারা, আয়াত-২৬১।

২০৫. সূরা নিসা, আয়াত-৪০।

২০৬. সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৫৯২৭।



## ৩৮. অষ্টাবিংশ হাদিস

### আল্লাহর ইবাদত করা ভালবাসা ও নৈকট্য লাভের উপায়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যে আমার প্রিয় বান্দার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। ফরজ ইবাদতের মাধ্যমেই বান্দা আমার অধিক নৈকট্য লাভ করে থাকে।

কোন বান্দা সদা নফল আদায়ের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের প্রয়াস চালালে আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি, আমি তার কান হয়ে যাই; তা দ্বারা সে শ্রবণ করে।

আমি তার চোখ হয়ে যাই; তা দ্বারা সে দর্শন করে। আমি তার হাত হয়ে যাই; তা দ্বারা সে পাকড়াও করে। আমি তার পা হয়ে যাই; তা দ্বারা সে হেটে চলে। সে আমার সমীপে প্রার্থনা করলে অবশ্যই আমি দান করি। আর আশ্রয় কামনা করলে অবশ্যই আশ্রয় দান করি।<sup>২০৭</sup>

২০৭. সহিহ বুখারি, ৬৫০২।

ব্যাখ্যা: “যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তার সাথে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম”: এখানে আল্লাহর বন্ধু মানে মুমিন। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

আল্লাহ ঈমানদারগণের বন্ধু।<sup>২০৮</sup>

তাই যেকোন মুমিনকে কষ্ট দেয়, তার সাথে আল্লাহ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ, তার থেকে সর্ববিষয়ের দায়িত্বহীনতার কথা ঘোষণা করেছেন। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার সাথে যুদ্ধ ঘোষণার মানে বান্দাকে ধ্বংস করে দেওয়া। তাই কোন মুসলিমের সাথে শত্রুতা পোষণের বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, “ফরজ ইবাদতের মাধ্যমেই বান্দা আমার অধিক নৈকট্য লাভ করে থাকে।” এতে প্রতীয়মান হয়, সব নফল ইবাদতের চেয়ে ফরজ ইবাদত অনেক ফযিলতপূর্ণ।

হাদিস শরিফে আছে,

إِنَّ ثَوَابَ الْفَرِيضَةِ يُفْضِلُ عَلَى ثَوَابِ النَّافِلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً.

ফরজ ইবাদতের সাওয়াব নফল ইবাদতের সাওয়াব অপেক্ষা সত্তরগুণ বেশি।<sup>২০৯</sup>

“আমার নৈকট্য লাভের অভিপ্রায়ে প্রতিনিয়ত নফল আদায়কারীকে আমি ভালবাসি”: ওলামায়ে কেরাম এর উদাহারণ পেশ করতে গিয়ে বলেন,

২০৮. সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৭।

২০৯. ইমাম নববি রহ. মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যায় বলেন, যে, এটা জানা কথা ফরজের ছওয়াব নফলের সাওয়াব থেকে দ্বিগুন। কেননা সহিহ বুখারিতে আছে,

في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:

ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،

ইমাম নববি রহ. এর সমচিন্তার জনৈক ইমামুল হারামাইন কতিপয় উলামায়ে কেরামের বরাতে এই হাদিসটি সামান্য ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন।



শুধু ফরজ আদায়কারী বান্দা আর ফরয ও নফল আদায়কারী বান্দার উদাহরণ নিম্নোক্ত বিষয়ের মত:

কোন ব্যক্তি তার দুই ক্রীতদাসকে ফল কিনে আনার জন্য আদেশ দিলে তারা দুইজনই ফল কিনে আনল। তবে একজন প্যাকেটে মুড়িয়ে নিজের পক্ষ থেকে সুগন্ধি মেখে মনিবের সামনে পেশ করল। আর অপরজন ফলটি মোড়কহীন অবস্থায় হাতে করে মনিবের সম্মুখস্থ মাটিতে রাখল। এখানে উভয় ক্রীতদাসই মনিবের নির্দেশ পালন করেছে। তবে প্রথমজন নিজের পক্ষ থেকে মোড়ক ও সুগন্ধি যুক্ত করেছে। স্বভাবতই সে মনিবের প্রিয়তম ক্রীতদাস হবে।

অতএব, যে বান্দা ফরযের সাথে নফল ইবাদতও পালন করে, সেও আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হবে। ভালবাসা অর্জন করা মানে তার পক্ষ থেকে কল্যাণেচ্ছা লাভ করা। আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসলে তাকে আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য করার তাওফিক দান করেন, তাকে শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা করেন। তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনুগত্যে নিয়োজিত করেন। কুরআন তিলাওয়াত, শ্রবণ ও যিকরকে তার প্রিয় বস্তুতে পরিণত করেন। গান শোনা প্রভৃতি অহেতুক বিষয়-আষয়কে তার অপ্রিয় বিষয়ে পরিণত করেন। সর্বোপরি, তাকে নিম্নোক্ত আয়াতের উদ্দিষ্ট পুরুষ বানিয়ে দেন।

وَإِذَا سَبَّحُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যখন কোন বেহুদা কথা শুনে, তা এড়িয়ে যায়।<sup>২১০</sup>

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারাই, যাদেরকে নির্বোধরা সম্বোধন করলে তারা শান্তির কথা বলে প্রত্যুত্তর দেন।<sup>২১১</sup>

২১০. সূরা কাসাস, আয়াত-৫৫।

২১১. সূরা ফুরকান, আয়াত-৬৩।



অর্থাৎ, তারা নির্বোধদের কাছ থেকে অশালীন কোন কথা শুনতে পেলে তর্ক এড়িয়ে শান্তির কথা বলেন।

এ ছাড়াও আল্লাহ তার দৃষ্টিকে যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় থেকে রক্ষা করেন। ফলে সে শুধু হালাল বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টিপাত করে। আর তার দৃষ্টি, চিন্তা ও গবেষণার আধারে পরিণত হয়। তখন সে যেকোন সৃষ্টির প্রতি চোখ বুলালেই স্রষ্টার পরিচয় খুঁজে পায়।

হযরত আলী রা. বলেন, আমি যেকোন সৃষ্টির প্রতি নজর দিলেই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেখতে পাই।

চিন্তা ও গবেষণার মানে হল, সৃষ্টি জগতের মাঝে স্রষ্টার অপরিমেয় ক্ষমতার মধ্যে গভীর চিন্তার উপকরণ খুঁজে পাওয়া। তখন বান্দা আল্লাহর পবিত্রতা, মহত্ব, বড়ত্ব মানুষের মাঝে তুলে ধরে। তার পদযুগল ও হস্তদ্বয়ের সকল গতি ও তৎপরতা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়। কোন অহেতুক উদ্দেশ্যে সে পদবিক্ষেপ করে না। এবং অহেতুক কোন কর্ম হাত দিয়ে সংঘটন করে না। বরং তার সকল আন্দোলন ও সঞ্চালন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হয়। ফলে সে নিজের সকল গতিবিধির বিনিময়েই সাওয়াবের অধিকারী হয়।

“আমি তার কর্ণে পরিণত হব” আল্লাহর এ বাণীর মর্ম হল, আমি তার কান, চোখ, হাত ও পাকে শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষাকারী হয়ে যাব। অথবা এও হতে পারে যে, তার এসকল অঙ্গ সঞ্চালনের সময় আমি তার অন্তরে স্মরিত হব। যখন যে আমাকে সর্বোত্তমভাবে স্মরণ করবে, আমি ছাড়া অন্যকারোর জন্য আমল করা থেকে সে বিরত থাকবে।



## ৩৯. উনচত্বারিংশ হাদিস ভুল-ত্রুটিতে ক্ষমা প্রদর্শন

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

অনুবাদ: হযরত আবু যর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার মর্যাদার খাতিরে আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি ও অনিচ্ছায় সংঘটিত এবং বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।<sup>৩৯২</sup>

ব্যাখ্যা: ক্ষমা করার মানে হল, এসব অপরাধের পাপ মোচন করে দিয়েছেন। তবে এসবের বিধানগত অবস্থা ক্ষমাই নয়। অতএব, কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন বস্তু ধবংস করলে বা ভুলবশত কারো কাছে আমানত নষ্ট হয়ে গেলে এসবের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে হত্যা ও ব্যভিচারের ক্ষেত্রে জবরদস্তির বিধান এ নিয়ম বহির্ভূত। অর্থাৎ, বলপ্রয়োগের কারণে এ দুটি অপকর্ম সংঘটন করা বৈধ হবে না। এ ছাড়াও, যে কাজ সব সময় করা হয় সে কাজের ভুল এ বিধানের গণ্ডি বহির্ভূত। বান্দার অবহেলার দরুণ এহেন ভুল সংঘটনের ফলে সে পাপের অংশিদার হবে।

৩৯২. হাদিসটি হাসান। ইবনে মাজাহ, বায়হাকী প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ হাদিস নং-২০৪৩।

## ৪০. চত্বারিংশ হাদিস

### এ পৃথিবী পরকাল বিনির্মাণের ক্ষেত্র

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উভয় কাধে হাত রেখে বললেন, পৃথিবীতে এমনভাবে বাস কর, যেন তুমি পরবাসী কিংবা পথচারী।

ইবনে ওমর রা. প্রায়ই বলতেন, যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হও, প্রভাতের অপেক্ষা করো না। আর প্রভাতে উপনীত হলে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করো না। অনাগত অসুস্থতার কথা ভেবে সুস্থতাকে কাজে লাগাও। আগত মৃত্যুর জন্য জীবনকে কাজে লাগাও।<sup>২১৩</sup>

ব্যাখ্যা: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত বাণীর মর্ম হল, তোমরা পৃথিবীর প্রতি আসক্ত হয়ো না। একে স্বদেশরূপে গ্রহণ করো না, এতে স্থায়ীভাবে বাস করার কথা ভেবো না। পরবাসে থাকা পথচারীর মত নিজের পরিবারে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে উদ্দিষ্ট গন্তব্য সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্যকোন বিষয় পৃথিবীর সাথে যুক্ত করো না।

২১৩. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬৪১৬, জামিউত তিরমিযি, ২৩৩৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪১১৪।



এই হাদিসের সমার্থবোধক আরেকটি হাদিস হযরত সালমান ফারসি রা. বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

أَمَرَنِي خَلِيلِي ﷺ أَنْ لَا أُتَّخِذَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَمَتَاعِ الرَّايِبِ.

আমার বন্ধু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে শুধুমাত্র পথচারীর মত সামান্য রসদ গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন।<sup>২১৪</sup>

কবি বলেন,

أَتَبْنِي بِنَاءَ الْخَالِدِينَ وَإِنَّمَا فِيهَا لَوْ عَقَلْتُ قَلِيلُ  
لَقَدْ كَانَ فِي ظِلِّ الْأَرَاكِ كِفَايَةٌ لِمَنْ كَانَ فِيهَا يَغْتَرِيهِ رَحِيلُ

অর্থ: তুমি কি এখানে চিরস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করছ? হয় তুমি যদি বুঝতে যে, এজগতে তোমার স্থান ও সময় খুবই কম। যে ব্যক্তি এখানে পথিকরূপে বাস করে, তার জন্য কাটায়ুক্ত গাছের এক চিলতে ছায়ায় কালাতিপাত করাই যথেষ্ট।

অপর কবি বলেন,

تَرْجُو الْبَقَاءَ بِدَارٍ لَا بَقَاءَ لَهَا وَهَلْ سَمِعْتَ بِظِلِّ غَيْرٍ مُنْتَقِلِ

অর্থ: তুমি এমন বাসস্থানের স্থায়িত্বের আশা করছ, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। তুমি কি এমন ছায়ার কথা শুনেছ, যে কখনো স্থানান্তরিত হয় না?

অপর কবি বলেন,

سُجِّنَتْ بِهَا وَأَنْتَ لَهَا مُحِبُّ فَكَيْفَ تُحِبُّ مَا فِيهِ سُجِّنَتْ  
فَلَا تَلْهُو بِدَارٍ أَنْتَ فِيهَا تُفَارِقُ مِنْكَ يَوْمًا مَا لَهْوَتْ  
وَتُطْعِمُكَ الطَّعَامُ وَعَنْ قَرِيبٍ سَتُطْعَمُ مِنْكَ مَا مِنْهَا طَعِمْتَ

অর্থ: তুমি এখানে কারারুদ্ধ, অথচ এর প্রেমে মগ্ন হয়ে আছ। যেখানে তুমি কারারুদ্ধ, তাকে তুমি কীভাবে ভালোবাসো?



যেখানে তুমি রয়েছ, তাকে নিয়ে চিত্তবিনোদনে মগ্ন হয়ো না। যে ক্রীড়া-কৌতুকে তুমি মত্ত, তা একদিন তোমার থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

এই পৃথিবী আজ তোমাকে আহাৰ সরবরাহ করছে, অথচ শ্রীষ্মই সে তোমাকে যা খাইয়েছে, তা তোমার কাছ থেকে খেয়ে ফেলবে।

স্বল্প আয়তনের আশা পোষণ, গুনাহের অনতিবিলম্বে তাওবাহ সম্পাদন, সদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার প্রমাণ এ হাদিসে রয়েছে। এ জন্যই অন্তরে কোন আশা উদিত হলে ইনশাআল্লাহ তথা আল্লাহ চাহেতো বলা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

আল্লাহ চাহেতো ব্যতিরেকে আগামীকাল অবশ্যই আমি উক্ত কর্ম সম্পাদন করব, কিছুতেই এমনটি বলা না।<sup>১৫</sup>

“সুস্থতাকে কাজে লাগাও”: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থতার সময়কালে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত সময়ের সদ্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা অসুস্থতা ও বার্বাক্যজনিত কারণে সাওম ও নফল নামায প্রভৃতি ইবাদত পালনে মানুষ অক্ষম হয়ে পড়ে।

“মৃত্যুর কথা ভেবে জীবনকে কাজে লাগাও”: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরকালের জন্য অনতিবিলম্বে পাথেয় সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর মত:

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

প্রতিটি প্রাণ (মানুষ) যেন আগামীকালের জন্য সঞ্চিত কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখে।<sup>১৬</sup>

১৫. সূরা কাহফ, আয়াত ২৩-২৪।

১৬. সূরা হাশর, আয়াত- ১৮



মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এতে কোনরূপ শিথিলতা করা যাবে না। নতুবা পরবর্তীতে আক্ষেপ করে বলতে হবে,

رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١٠٠﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

হে আল্লাহ, আমাকে পুনরায় সুযোগ দিন। যেন আমি পরিত্যাপিত জীবনে আবারও সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারি।<sup>১১৭</sup>

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, মানবসন্তানের দেহলতিকা পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে তৈরি জালের মত, তাই কেউ সৎকাজ করে মৃত্যুবরণ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। এরপর আর জালের প্রয়োজন হবে না।

এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, মানুষ মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথেই তার পার্থিব সকল চাহিদা শেষ হয়ে যায়। তখন তার অন্তর পুণ্যের প্রতি চাহিদাশীল হয়। অর্থাৎ, পরকালের রসদ লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। কবর জগতে তার সাথে পুণ্যের যোগান না থাকলে পৃথিবী থেকে পাথের সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সে ওখানে ফিরে যেতে চায়। যেহেতু প্রত্যাবর্তনের এ আকাঙ্ক্ষা জালটি হাতছাড়া হওয়ার পর ঘটবে, তাই তাকে বলা হবে, হায় আফসোস, সুযোগ তো হাতছাড়া হয়ে গেছে। এভাবেই সে জাল হাতছাড়া হওয়ার পূর্বে পাথের সংগ্রহের ক্ষেত্রে শৈথিল্যের দরুণ অনবরত লজ্জা ও যাতনার দেয়ালে আবদ্ধ থাকবে। এ জন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জীবন থেকে মৃত্যুর পাথের সংগ্রহ করো। মহান আল্লাহর তাওফিক ব্যতীত সৎকাজ সম্পাদন করা ও অসৎকাজ থেকে বেঁচে থাকার কোনো সাধ্য মানুষের নেই।

## ৪১. একচত্বারিংশ হাদিস

### ঈমানের নিদর্শন

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

অনুবাদ: আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. বলেন, রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সকলের মানসিকতা আমার আনীত আদর্শের অনুগামী না হলে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না।<sup>১১৮</sup>

ব্যাখ্যা: প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হল নিজ আমলসমূহ কুরআন, সুন্নাহর অনুবর্তী করা এবং নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত পয়গামের অনুসরণ করা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলে কোন মুমিন নারী ও পুরুষের এতে কোনোরূপ ঐচ্ছিকতা থাকে না।<sup>১১৯</sup>

১১৮. ইমাম নববী রহ. বলেন, হাদিসটি হাসান, আমি তা কিতাবুল হুজ্জাতে সহীহ সনদে পেয়েছি।

[১] السیر (৭৯/৩) الإصابَة (৩০১/২) رقم ৪৮৪৭ أسد الغابة (৩/ ৩৪৯) رقم ৩০৯০. [২] الجواهر اللؤلؤية شرح الأربعين النووية (৩৬৭). [৩] التعيين في شرح الأربعين، للطوفي (৩৩১). [৪] الجواهر البهية (২০৬)

১১৯. সূরা আহযাব, আয়াত-৩৬।



অতএব, আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের ক্ষেত্রে কারো কোন প্রবৃত্তিচারিতার অবকাশ নেই।

### একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা:

ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ আল কুফী রহ. বলেন, একদা আমি মক্কায় ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর উপস্থিতিতে ইমাম শাফেয়ী রহ. কে মানুষের সম্মুখে ফতোয়া দিতে দেখেছি। ইমাম আহমদ রহ. ইসহাক রহ.-কে বলেছিলেন, চলুন আপনাকে আজ এমন লোকের সাক্ষাত করাবো, আপনার চক্ষুদ্বয় যার অনুরূপ ইতোপূর্বে দর্শন করেনি। ইসহাক রহ. অবাক হয়ে বললেন, আমার চক্ষুদ্বয় ইতিপূর্বে তার মত মানুষ দর্শন করেনি? আহমদ রহ. বললেন হ্যাঁ।

অতঃপর আহমদ রহ. ইসহাক রহ. কে শাফেয়ী রহ.-এর সামনে এনে পরিচয় করিয়ে আলাপচারিতা শুরু করেন। তখন ইমাম ইসহাক রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. কে মক্কায় ঘর ভাড়া দেওয়ার বিধান জিজ্ঞেস করলে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, এটি আমার মতে জায়েয। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আকিল আমাদের জন্য কোন ঘর রেখে গিয়েছে কি? এতে করে মক্কায় ঘর ভাড়া দেওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়। ইসহাক রহ. বললেন, ইয়াযিদ বিন হারুন হিশামের সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, হাসান রা. এটি বৈধ ভাবেননি। আতা এবং তাউস রহ.ও এটিকে বৈধ জানেন না। (অর্থাৎ, এ হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সংশয় রয়েছে) তখন ইমাম শাফেয়ী রহ. ইসহাক রহ. কে বললেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি, যাকে খোরাসানের অধিবাসীগণ নিজেদের ফকিহ মনে করে? ইসহাক রহ. বললেন, হ্যাঁ। শাফেয়ী রহ. বললেন, আপনার স্থানে অন্য কেউ হলে আমি তার দোকান মলে দেওয়ার কথা বলতাম। আমি বলছি রাসুল সা.-এর কথা। আর আপনি আতা রহ. তাউস রহ. হাসান রহ. ও ইবরাহিম রহ. এর কথা বলছেন যে, তারা এটি



জায়েয মনে করতেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যের বিপরীতে অন্যকারো বক্তব্য প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে?

ইমাম শাফেয়ী রাহ. আরো বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

নিজেদের ঘর হতে বহিস্কৃত দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য তারা আল্লাহর অনুগ্রহ খোঁজ করে বেড়ায়।<sup>২২০</sup>

এ আয়াতে গৃহের সম্বন্ধ কি মালিকদের প্রতি করা হয়েছে-না মালিকানাহীন ব্যক্তির প্রতি? উত্তরে ইসহাক রা. বললেন, এ সবার মালিকানাশীল ব্যক্তিদের প্রতি। ইমাম শাফেয়ী রাহ. বললেন, আল্লাহর বাণী-ই সত্যতম বাণী।

এ ছাড়াও মক্কা বিজয়ের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

قَالَ: "مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ".

আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তির নিরাপত্তা লাভ করবে।<sup>২২১</sup>

তদ্রূপ, হযরত ওমর রা. বর-কনের জন্য মক্কায় বাসগৃহ ত্রয় করেছিলেন। এ ছাড়াও ইমাম শাফেয়ী রাহ. এ বিধানের পক্ষে আসহাবে রাসূলের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের কথা উল্লেখ করলেন। তখন ইসহাক রা. বললেন, কুরআনে আছে,

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ

এতে বসবাসকারী ও প্রবাসী উভয়েই সমান অধিকারপ্রাপ্ত।<sup>২২২</sup>

২২০. সূরা হাশর, আয়াত-৮।

২২১. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-১৭৮০।

২২২. সূরা হাজ্জ, আয়াত-২৫।



ইমাম শাফেয়ী রহ. জবাবে বললেন, এটি সম্পূর্ণই কাবার চতুর্পাশস্থ মসজিদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। যদি আপনার দাবি যথার্থ হত, তবে মক্কায় হারানো বস্তু সন্ধান করা, কাউকে কারারুদ্ধ করা, এ ভূমিতে পশুমল নিক্ষেপ করা কারো জন্য বৈধ হত না। সুতরাং উক্ত আয়াতে বর্ণিত বিধান একান্তই মসজিদের জন্য নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। এতে ইসহাক রহ. নীরব হয়ে গেলে ইমাম শাফেয়ীও নীরব হয়ে যান।

এ ঘটনার মাধ্যমে ইমাম নববি রহ. রাসূল সা.-এর আদর্শ অনুসরণের আবশ্যিকতা তুলে ধরতে চেয়েছেন।

## ৪২. দ্বিচত্বারিংশ হাদিস

### আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার প্রশস্ততা

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنِ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئًا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অনুবাদ: হযরত আনাস রাযি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান, যদি তুমি আমায় ডাক ও আমার সমীপে আশা পোষণ কর, তোমার গুনাহের প্রতি লক্ষ্য না করে তোমায় আমি ক্ষমা করে দেব।

হে আদম সন্তান, তোমার পাপরাশি যদি আকাশের দিগন্ত-সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর তুমি আমার সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমায় ক্ষমা করে দেব।

হে আদম সন্তান, যদি তুমি পৃথিবীর আয়তন-পরিধি সমান অপরাধ করে শিরকমুক্ত অবস্থায় আমার দরবারে সমর্পিত হও, তবে আমিও সে পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমাকে গ্রহণ করব।<sup>২২৩</sup>

ব্যাখ্যা : মূলপাঠে একটি শব্দ আছে عنان السماء (আনানুস সামা) এর আইন বর্ণে যরবসহ অর্থ: আকাশের দিগন্ত। আবার কেউ বলেন,

২২৩. সুনানে তিরমিযি, ৩৫৪০, মুসনাদে আহমাদ, ১৩৪৯৩।



মেঘমালা। আবার কতিপয় ভাষাবিদ বলেন, দৃষ্টিসীমা প্রসারিত আকাশ। সাধারণ দৃষ্টিতে যে আকাশ দেখা যায়, তাই।

“আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অতঃপর আমার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব।” এটি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর অনুরূপ:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

“কেউ যদি কোন মন্দকাজ করে, নিজের প্রতি অবিচার করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল দয়ালু রূপেই পাবে।”<sup>২২৪</sup>

তবে ক্ষমা প্রার্থনার ধরন তাওবার সমন্বয়ে হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

তোমরা আল্লাহর সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার সমীপে তাওবাহ কর।<sup>২২৫</sup>

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর সমীপে তাওবাহ কর, তবেই তোমরা সফলকাম হবে।<sup>২২৬</sup>

জেনে রাখা উচিত, ইস্তিগফারের মানে হল ক্ষমা চাওয়া। অর্থাৎ, পাপাচারী ব্যক্তি কর্তৃক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। কখনো কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষের শৈথিল্য ঘটে। আর এ জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়। এটিই আউলিয়া কেরাম বা উচ্চমার্গের পুণ্যবান মানুষের ক্ষমা প্রার্থনার

২২৪. সূরা নিসা, আয়াত -১১০।

২২৫. সূরা হুদ, আয়াত-৩।

২২৬. সূরা নূর, আয়াত-৩১

ধরন। আর কখনো শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, এটি হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবি এবং রাসুলগণের ক্ষমা প্রার্থনা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিম্নোক্ত দোয়াটি সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার তথা সর্বোত্তম ক্ষমা প্রার্থনা।

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

হে আল্লাহ, তুমিই আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমার স্রষ্টা। আমি তোমার বান্দা। যথাসম্ভব আমি তোমার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও তোমার সাথে সম্পাদিত চুক্তি রক্ষায় সদা তৎপর থাকি। নিজ কৃতকর্মের অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি। আমার প্রতি তোমার নিয়ামতরাজির স্বীকৃতি জ্ঞাপন করি। আর নিজ পাপের কথাও আমি স্বীকৃতি প্রদান করি। সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা কর। কেননা, তুমি বিনে কেউই ক্ষমাকারী নয়।<sup>২২৭</sup>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা.-কে বলেছেন, বলো হে আবু বকর,

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَفِي رِوَايَةٍ كَبِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

হে আল্লাহ, আমি নিজ সত্তার প্রতি বহু অবিচার করেছি। অন্য বর্ণনা মতে, বিরাট অবিচার করেছি। আর তুমি ছাড়া কোন ক্ষমাকারী নেই। তাই তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমায় ক্ষমা ও করুণা কর। নিশ্চয় তুমি দয়ালু, ক্ষমাশীল।<sup>২২৮</sup>

সমাপ্ত

২২৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৬৩০৬।

২২৮. সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৬৩২৬।



আলী ইবনে আবী তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মুআয ইবনে জাবাল, আবু দারদা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী রা. প্রমুখের সূত্রে বহু সনদে বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে আমার উম্মতের স্বার্থে তাদের দ্বীনী বিষয়ে চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করবে, আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিবসে ফুকাহা ও ওলামায়ে কেরামের আসরে পুনরুত্থিত করবেন।

আবু দারদার অপর বর্ণনায় রয়েছে কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষ্যদাতা হব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তাকে ফকিহ ও আলিম হিসেবে পুনরুত্থিত করবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, তাকে বলা হবে, তোমার অভিপ্রায় মোতাবেক জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।

ইবনে ওমর রা. এর বর্ণনায় আছে, তাকে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য করা হবে আর শুহাদায়ে কেরামের আসরে সমবেত করা হবে।



মাকতাবাতুল নূর